প্রহর বেলার সময়ে সে দর্শন পাইল, যেন ঈশ্বরের এক দূত প্রকাশরূপে তাহার নিকটে আসিয়া কহিল,
৪ হে কর্ণীলিয়। তাহাতে সে তাহার প্রতি একদৃষ্টি করিয়া ভীত হইয়া কহিল, হে প্রভো, কি? তখন সে তাহাকে কহিল, তোমার প্রার্থনা ও দান সকল স্মরণীয়রূপে
৫ ঈশ্বরের সম্মুখে উপস্থিত হইল; এখন যাফো নগরে লোক পাঠাইয়া পিতর নামে খ্যাত যে শিমোন, তা-
৬ হাকে ডাকাও; সে সমুদ্রতীরস্থ শিমোন নামে এক চামারের বাটীতে প্রবাস করে। তোমার যাহা২ কর্ত্তব্য,
৭ তাহা সে তোমাকে জানাইবে। কর্ণীলিয়ের সহিত আলাপকারি দূত প্রস্থান করিলে পর সে আপন দাসদের মধ্যে দুই জনকে এবং আপনার সেবাকারি সেনা-
৮ গণের মধ্যে এক জন ভক্ত সেনাকে ডাকিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাত করিয়া যাফো নগরে পাঠাইল।
৯ পরদিবসে তাহারা যাত্রা করিতেং যখন নগরের নিকটে উপস্থিত হইল, তখন পিতর দুই প্রহর বেলার সময়ে
১০ প্রার্থনা করিবার নিমিত্তে ছাতের উপরে গিয়াছিল। এমন সময়ে সে ক্ষুধার্ত্ত হইয়া আহার করিতে চাহিল; কিন্তু
১১ লোকেরা যাবৎ অন্ন প্রস্তুত করিল, তাবৎ সে অভিভূত হইয়া দেখিল, মুক্ত স্বর্গদ্বারহইতে চারি কোণে ঝুলান একখান বড় চাদরের মত কোন পাত্র পৃথিবীতে নামান
১২ হইতেছে। তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রকার গ্রাম্য ও বন্য ও উরো-
১৩ গামি জন্তু ও আকাশের পক্ষী আছে। পরে হে পিতর, উঠিয়া বধ করিয়া ভোজন কর, তাহার প্রতি এমন বাণী
১৪ হইল। পিতর উত্তর করিল, হে প্রভো, এমন না হউক, আমি কখন কোন অব্যবহার্য্য কিম্বা অশুচি সামগ্রী ভো-
১৫ জন করি নাই। তাহাতে ঐ বাণী আর বার তাহাকে কহিল, ঈশ্বর যাহা শুচি করিয়াছেন, তুমি তাহা অব্যব-

১৬ হার্য্য করিয়া বলিও না। এই প্রকার তিন বার হইলে পর ঐ পাত্র পুনর্ব্বার স্বর্গে আকর্ষিত হইয়া গেল।

১৭ পরে যে দর্শন পাইয়াছিল, তাহার ভাব কি, এ বিষয়ে পিতর মনে সন্দেহ করিতেছিল, ইতিমধ্যে কর্ণীলিয় কর্ত্তৃক প্রেরিত ঐ মনুষ্যেরা শিমোনের বাটীর অনুসন্ধান ১৮ করিয়া বহির্দ্বারের নিকটে উপস্থিত হইয়া ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, পিতর নামে বিখ্যাত যে শিমোন, তিনি ১৯ কি এখানে প্রবাস করেন? তাহাতে পিতর তখনও সেই দর্শনের কথা মনে আন্দোলন করিলে আত্মা তাহাকে কহিলেন, দেখ, তিন জন তোমার অন্বেষণ করিতেছে; ২০ গাত্রোত্থান করিয়া নাম, এবং নিঃসন্দেহে তাহাদের সহিত গমন কর, কারণ আমিই তাহাদিগকে প্রেরণ করি- ২১ লাম। তাহাতে পিতর নামিয়া কর্ণীলিয়ের প্রেরিত লোকদিগের নিকটে আসিয়া কহিল, দেখ, যাহার অন্বেষণ করিতেছ, সেই ব্যক্তি আমি; তোমরা কি নিমিত্তে আ- ২২ ইলা? তাহাতে তাহারা উত্তর করিল, কর্ণীলিয় নামক শতসেনাপতি, যিনি ধার্ম্মিক ও ঈশ্বরভক্ত লোক এবং তাবৎ যিহূদীয় লোকের নিকটে সুখ্যাত্যাপন্ন, তিনি যেন তোমাকে ডাকাইয়া আপনার বাটীতে আনিয়া তোমার প্রমুখাৎ কথা শুনেন, কোন পবিত্র দূতের ২৩ নিকটে এমন আজ্ঞা পাইয়াছেন। তখন পিতর তাহাদিগকে ভিতরে আসিতে বলিয়া আতিথ্য ব্যবহার করিল, এবং পরদিবসে উঠিয়া তাহাদের সহিত যাত্রা করিল; আর যাফো নিবাসি ভ্রাতৃগণের মধ্যে কএক জনও তাহার সঙ্গে গমন করিল।

২৪ তাহার পরদিনে যখন তাহারা কৈসরিয়া নগর মধ্যে প্রবেশ করিল, তখন কর্ণীলিয় আপন জ্ঞাতিবর্গ ও আত্মীয় বন্ধু সকলকে আহ্বান পূর্ব্বক একত্র করিয়া তা-

২৫ হাদের অপেক্ষাতে ছিল। পরে পিতর ভিতরে গেলে কর্ণীলিয় তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহার চরণে
২৬ পড়িয়া প্রণাম করিল। কিন্তু পিতর তাহাকে উঠাইয়া
২৭ কহিল, দাঁড়াও; আমিও মনুষ্য। এই রূপে তাহার সহিত আলাপ করিতে২ ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল,
২৮ অনেক লোক সমাগত হইয়াছে। তখন সে তাহাদিগকে কহিল, অন্যজাতীয় লোকের সহিত থাকা কিম্বা তাহার গৃহমধ্যে প্রবেশ করা যিহূদি লোকের বিহিত নয়, ইহা তোমরা অবগত আছ; কিন্তু কোন মনুষ্যকে অব্যবহার্য্য কিম্বা অশুচি জ্ঞান করা অনুচিত, ইহা ঈশ্বর আমাকে
২৯ বুঝাইয়া দিয়াছেন। এই নিমিত্তে আহূত হইবামাত্র কোন আপত্তি না করিয়া এই স্থানে আইলাম; এখন
৩০ জিজ্ঞাসা করি, কিসের জন্যে আমাকে ডাকাইলা? তখন কর্ণীলিয় বলিতে লাগিল, অদ্য চারি দিন হইল, আমি এই বেলা পর্য্যন্ত উপবাস করিয়া তৃতীয় প্রহর বেলাতে নিজ গৃহেতে প্রার্থনা করিতেছিলাম, এমন সময়ে তেজোময় বস্ত্র পরিহিত এক ব্যক্তি আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া
৩১ এই কথা কহিল, হে কর্ণীলিয়, তোমার প্রার্থনা ঈশ্বরের কর্ণগোচর হইল, এবং তোমার দান সকল তাঁহার
৩২ স্মরণে হইল। অতএব যাফো নগরে লোক পাঠাইয়া পিতর নামে বিখ্যাত যে শিমোন, তাহাকে ডাকাও; সে সমুদ্রতীরস্থ শিমোন নামে এক চামারের গৃহে
৩৩ প্রবাস করে; সে আসিয়া তোমাকে শিক্ষা দিবে। এই নিমিত্তে আমি তৎক্ষণাৎ তোমার নিকটে লোক পাঠাইয়া দিলাম; তুমি যে আসিয়াছ, ইহা উত্তম করিয়াছ। অতএব এখন আমরা সকলে ঈশ্বরের সাক্ষাতে উপস্থিত হইয়া ঈশ্বর তোমাকে যে সকল আদেশ করিয়াছেন, তাহা শুনিব।

৩৪ তখন পিতর মুখ ব্যাদান করিয়া কহিল, সত্য, ঈশ্বর
৩৫ কাহারও মুখাপেক্ষা করেন না, কিন্তু তাবৎ জাতির মধ্যে
যে কেহ তাঁহাকে ভয় করিয়া ধর্ম্মাচরণ করে, সে তাঁ-
৩৬ হার গ্রাহ্য হয়, ইহা আমি বুঝিলাম। তিনি ইস্রা-
য়েল লোকদের নিকটে এক বাক্য প্রেরণ করিয়াছেন,
৩৭ সে যীশু খ্রীষ্টদ্বারা সন্ধি হওনের সুসমাচার। তিনিই
সকলের প্রভু। যোহন কর্ত্তৃক বাপ্তিস্মের ঘোষণা হইলে
পর যে কথা গালীলদেশাবধি সমুদয় যিহূদাদেশে ব্যাপিয়া
৩৮ গেল, তাহা তোমরা শুনিয়া থাকিবা; ফলতঃ নাসরতীয়
যীশুর কথা; বিশেষতঃ তিনি কি রূপে ঈশ্বরকর্ত্তৃক পবিত্র
আত্মাতে ও ক্ষমতাতে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন; তিনি
স্থানে২ ভ্রমণ করিয়া সুক্রিয়া করিতেন, এবং শয়তান-
দ্বারা ক্লিষ্ট তাবৎ লোককে সুস্থ করিতেন, কারণ ঈশ্বর
৩৯ তাঁহার সঙ্গী ছিলেন। আর তিনি যিহূদীয়দের দেশে ও
যিরূশালম নগরে যে২ কর্ম্ম করিয়াছেন, আমরা সেই
৪০ সকলের সাক্ষী আছি। পরে লোকেরা তাঁহাকে দণ্ড-
কাষ্ঠে টাঙ্গাইয়া বধ করিল; কিন্তু তৃতীয় দিবসে ঈশ্বর
তাঁহাকে উত্থাপন করিলেন, এবং (লোকের) প্রত্যক্ষ
৪১ হইতে দিলেন। সকল লোকের প্রত্যক্ষ এমন নয়, কিন্তু
পূর্ব্বে ঈশ্বরকর্ত্তৃক নিযুক্ত সাক্ষিদের প্রত্যক্ষ, অর্থাৎ মৃত-
দের মধ্যহইতে তাঁহার পুনরুত্থান হইলে পরে তাঁহার
সহিত ভোজন পান করিয়াছি যে আমরা, আমাদেরই প্র-
৪২ ত্যক্ষ হইতে দিলেন। আর তিনি যে জীবৎ ও মৃত উভয় লো-
কদের বিচারকর্ত্তৃরূপে ঈশ্বরের নিযুক্ত ব্যক্তি,এই কথা লো-
কদের নিকটে ঘোষণা করিতে, এবং তদ্বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে
৪৩ আমাদিগকে আজ্ঞা দিয়াছেন। আর তাঁহার বিষয়ে তাবৎ
ভবিষ্যদ্বক্তাও এমন সাক্ষ্য দেয়, যে তাঁহাতে বিশ্বাসকারি
প্রত্যেক জন তাঁহার নামের গুণে পাপের ক্ষমা পাইবে।

৪৪ পিতরের এই কথা কহন কালে যত লোক বাক্য শ্রবণ করিতেছিল, সকলের উপরে পবিত্র আত্মা পতিত হই-
৪৫ লেন। তাহাতে ছিন্নত্বক্ লোকদের মধ্যে যে কএক বিশ্বাসি ব্যক্তি পিতরের সহিত আসিয়াছিল, তাহারা অন্যজাতীয়দের উপরে পবিত্র আত্মারূপ দানের বর্ষণ দেখিয়া
৪৬ শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হইল। কেননা তাহারা তাহাদিগকে নানাজাতীয় ভাষাতে কথা কহিতে ও ঈশ্বরের প্রশংসা
৪৭ করিতে শুনিল। তখন পিতর কহিল, আমাদের ন্যায় যাহারা পবিত্র আত্মা প্রাপ্ত হইয়াছে, কেহ কি জল বারণ
৪৮ করিয়া তাহাদের বাপ্তিস্ম নিষেধ করিতে পারে? পরে সে প্রভুর নামে তাহাদিগের বাপ্তাইজিত হইবার আজ্ঞা দিল। অনন্তর তাহারা আপনাদের সহিত কিছু দিন থাকিতে তাহাকে সাধ্যসাধনা করিতে লাগিল।

১১ অধ্যায়।

১ এই রূপে ভিন্নজাতীয় লোকেরাও ঈশ্বরের বাক্য গ্রহণ করিয়াছে, এই সমাচার প্রেরিতেরা এবং যিহূদাদেশস্থ
২ ভ্রাতৃবর্গ শুনিতে পাইল। পরে পিতর যিরূশালম নগরে গমন করিলে ছিন্নত্বক্ লোকেরা তাহার সহিত বিবাদ
৩ করিয়া কহিল, তুমি অছিন্নত্বক্ লোকদের গৃহে প্রবেশ
৪ করিয়া তাহাদের সহিত আহার ব্যবহার করিয়াছ। তাহাতে পিতর তাহাদিগকে অদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত বুঝা-
৫ ইয়া কহিতে লাগিল; যাফো নগরে এক দিন আমি যখন প্রার্থনা করিতেছিলাম, তখন অভিভূত হইয়া এক দর্শনেতে চারি কোণে ঝুলান বড় চাদরের ন্যায় একটি পাত্র আকাশহইতে নামান হইয়া আমার নিকটে আ-
৬ সিতে দেখিলাম। পরে তাহার প্রতি একদৃষ্টিতে অবলোকন করিয়া তন্মধ্যে নানাপ্রকার গ্রাম্য ও বন্য ও

উরোগামি জন্তু ও আকাশের পক্ষী দেখিতে পাইলাম;
৭ এবং 'হে পিতর, উঠিয়া বধ করিয়া ভোজন কর,' আ-
মার প্রতি এই বাক্যবাদি একটি বাণীও শুনিতে পা-
৮ ইলাম। তাহাতে আমি উত্তর করিলাম, হে প্রভো, এমন
না হউক; যেহেতুক অব্যবহার্য্য কিম্বা অশুচি কোন
৯ সামগ্রী কখনো আমার মুখমধ্যে প্রবিষ্ট হয় নাই। তা-
হাতে দ্বিতীয় বার আমার প্রতি এই আকাশবাণী হইল,
'ঈশ্বর যাহা শুচি করিয়াছেন তুমি তাহা অব্যবহার্য্য
১০ বলিও না।' তিন বার এই রূপ হইলে সে সমস্ত
১১ পুনর্ব্বার আকাশে আকর্ষিত হইয়া গেল। পরে দেখ,
তৎক্ষণাৎ কৈসরিয়াহইতে আমার নিকটে প্রেরিত তিন
জন আসিয়া যে বাটীতে আমি ছিলাম, তথায় উপস্থিত
১২ হইল। এবং আত্মা আমাকে নিঃসন্দেহে তাহাদের সহিত
যাইতে আজ্ঞা করিলেন। আর এই ছয় জন ভ্রাতাও
আমার সহিত গমন করিল; পরে আমরা সেই মনুষ্যের
১৩ গৃহে প্রবেশ করিলে সে আমার নিকটে এই নিবেদন
করিল, এক দিন এক দূত দর্শন দিয়া আমার গৃহমধ্যে
দাঁড়াইয়া আমাকে এই আজ্ঞা দিল, যাফো নগরে লোক
পাঠাইয়া পিতর নামে বিখ্যাত শিমোনকে ডাকাও;
১৪ তাহাতে যাহাদ্বারা তোমার ও তোমার সমস্ত পরি-
বারের পরিত্রাণ হইবে, এমন কথা সে তোমাকে জানা-
১৫ ইবে। পরে আমি কথা কহিতে আরম্ভ করিলে প্রথমে
আমাদের উপরে যেমন পবিত্র আত্মার পতন হইয়াছিল,
১৬ তদ্রূপ তাহাদের উপরেও হইল। তাহাতে 'যোহন জলে-
তে বাপ্তাইজ করিল, কিন্তু তোমরা পবিত্র আত্মাতে বা-
প্তাইজিত হইবা,' এই যে কথা প্রভু কহিয়াছিলেন, তাহা
১৭ তখন আমার স্মরণ হইল। অতএব প্রভু যীশু খ্রীষ্টেতে
বিশ্বাসকারি সেই লোকদিগকে এবং আমাদিগকে ঈশ্বর-

কর্ত্তৃক সমান বর দত্ত হওয়াতে আমি কে, যে ঈশ্বরকে
১৮ নিবারণ করিতে পারিতাম? এমন কথা শুনিয়া তাহারা
ক্ষান্ত হইয়া ঈশ্বরের গুণানুবাদ পূর্ব্বক কহিল, তবে
ঈশ্বর অন্যজাতীয় লোকদিগকেও জীবন প্রাপ্তির নিমিত্তে
মনঃপরিবর্ত্তন দান করিয়াছেন।

১৯　ইতিমধ্যে যাহারা স্তিফানের বিষয়ে ঘটিত ক্লেশ প্রযুক্ত
ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছিল, তাহারা ফৈনীকিয়া ও কুপ্র
ও আন্তিয়খিয়া পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিল, কিন্তু কেবল যিহূদীয়
২০ লোকদের নিকটে ঈশ্বরের বাক্য প্রচার করিল। শেষে
তাহাদের মধ্যে কএক জন কুপ্রীয় ও কুরীণীয় লোক
আন্তিয়খিয়াতে আসিয়া গ্রীক লোকদের নিকটেও প্রভু
২১ যীশু বিষয়ক সুসমাচারের কথা কহিতে লাগিল। আর
প্রভুর হস্ত তাহাদের সাহায্য করাতে অনেক২ লোক
২২ বিশ্বাসী হইয়া প্রভুর প্রতি ফিরিল। পরে তাহাদের
সমাচার যিরূশালমস্থ মণ্ডলীর লোকদের কর্ণগোচর হই-
লে তাহারা আন্তিয়খিয়া নগর পর্য্যন্ত যাইতে বার্ণব্বাকে
২৩ প্রেরণ করিল। তাহাতে সে তথায় উপস্থিত হইয়া ঈশ্ব-
রের অনুগ্রহের ফল দেখিয়া আহ্লাদিত হইল; এবং
মনোনিবেশ পূর্ব্বক প্রভুতে আসক্ত থাকিতে সকলকে
২৪ বিনতি করিল; যেহেতুক সে উত্তম লোক এবং পবিত্র
আত্মাতে ও বিশ্বাসে পরিপূর্ণ ছিল। সেই সময়ে অনেক
লোকদ্বারা প্রভুর প্রজাগণের বৃদ্ধি হইল।

২৫　অবশেষে বার্ণব্বা শৌলের অন্বেষণ করিতে তার্ষ নগরে
২৬ গমন করিল। এবং তাহাকে পাইয়া আন্তিয়খিয়াতে আ-
নিল। অনন্তর ঘটনাক্রমে তাহারা সম্পূর্ণ এক বৎসর
পর্য্যন্ত মণ্ডলীর সহিত একত্র হইত, এবং অনেক লো-
ককে উপদেশ দিত। তাহাতে প্রথমে ঐ আন্তিয়খিয়া
নগরে শিষ্যদের খ্রীষ্টীয়ান এই নাম চলিত হইল।

২৭ অনন্তর সেই সময়ে কএক জন ভবিষ্যদ্বক্তা যিরূশা-
২৮ লমহইতে আন্তিয়খিয়া নগরে আগমন করিল। তাহাদের
মধ্যে আগাব নামে এক জন উঠিয়া আত্মার আবেশে
সমুদয় রাজ্যে মহাদুর্ভিক্ষ হইবে, ইহা জানাইল; আর
২৯ ক্লৌদিয় কৈসরের অধিকার সময়ে তাহা ঘটিল। তাহাতে
শিষ্যেরা প্রতি জন স্ব২ সম্পত্তি অনুসারে যিহূদা দেশ-
নিবাসি ভ্রাতৃগণের উপকারার্থে কিছু প্রেরণ করিতে মনস্থ
করিল; এবং তদনুসারে কর্ম্মও করিল, অর্থাৎ বার্ণব্বা
ও শৌলের হস্তদ্বারা প্রাচীন লোকদের নিকটে অর্থ
পাঠাইয়া দিল।

১২ অধ্যায়।

১ তৎকালে হেরোদ রাজা মণ্ডলীর কএক জনের প্রতি
২ দৌরাত্ম্য করণার্থে হস্তার্পণ করিল; বিশেষতঃ যোহনের
৩ সহোদর যাকূবকে খড়্গাঘাতে বধ করিল। এবং যিহূদীয়েরা
তাহাতে সন্তুষ্ট হইল, ইহা দেখিয়া সে তদ্রূপ পিতর-
কেও ধরিল। তৎকালে তাড়ীশূন্য রুটীর পর্ব্বের সময়
৪ ছিল। সে তাহাকে ধরিয়া কারাবদ্ধ করিয়া প্রত্যেক দলে
চারি জন, এমত চারি দল সেনার নিকটে রক্ষার্থে সম-
র্পণ করিল, কেননা নিস্তার পর্ব্ব গত হইলে লোকদের
সাক্ষাতে তাহাকে বাহির করিয়া আনিতে তাহার অভি-
৫ প্রায় ছিল। এই রূপে পিতর কারাতে বদ্ধ থাকিল, কিন্তু
মণ্ডলীর লোকেরা তাহার নিমিত্তে ঈশ্বরের নিকটে এ-
৬ কাগ্র মনে প্রার্থনা করিতেছিল। পরে হেরোদ যে দিএে
তাহাকে বাহিরে আনাইবে, তাহার পূর্ব্বরাত্রিতে, পি-
তর দুই জন সেনার মধ্যস্থানে দুই শৃঙ্খলেতে বদ্ধ হইয়া
নিদ্রিত ছিল, এবং প্রহরিবর্গ বাহিরে দ্বারের নিকটে
৭ থাকিয়া কারাগার রক্ষা করিতেছিল; এমন সময়ে পর-

ঈশ্বরের দূত উপস্থিত হইলে কারাগারমধ্যে দীপ্তি প্রকাশ পাইল, এবং সেই দূত পিতরের কুক্ষিদেশে আঘাত করণ পূর্ব্বক তাহাকে জাগ্রৎ করিয়া কহিল, শীঘ্র গাত্রোত্থান কর; তাহাতে তাহার হস্তহইতে শৃঙ্খল খসিয়া ৮ পড়িল। পরে সেই দূত তাহাকে কহিল, কটিবন্ধন করিয়া পায়েতে পাদুকা দেও। সে তাহা করিলে পর দূত তাহাকে কহিল, গাত্রে বস্ত্র দিয়া আমার পশ্চাৎ আইস। ৯ তাহাতে পিতর বাহির হইয়া তাহার পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল; কিন্তু দূতের সেই কর্ম্ম যে সত্য তাহা নিশ্চয় করিতে পারিল না, বরঞ্চ আমি কোন দর্শন পা- ১০ ইতেছি, এমন বোধ করিল। পরে তাহারা প্রথম ও দ্বিতীয় প্রহরিবর্গকে পশ্চাৎ ফেলিয়া যে লৌহনির্ম্মিত দ্বার দিয়া নগরে যাওয়া যায়, তন্নিকটে উপস্থিত হইলে তাহার কবাট তাহাদের সম্মুখে আপনা আপনি খুলিয়া গেল, তাহাতে তাহারা তথাহইতে বহির্গত হইয়া এক পথের শেষ পর্য্যন্ত গমন করিলে পর অকস্মাৎ ঐ দূত ১১ পিতরকে ত্যাগ করিল। তখন সে চেতন পাইয়া কহিল, এখন আমি নিশ্চয় জানিলাম, পরমেশ্বর নিজ দূতকে প্রেরণ করিয়া হেরোদের হস্তহইতে এবং যিহূদীয় লোকদের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা হইতে আমাকে উদ্ধার করিলেন।

১২　পরে সে বিবেচনা করিয়া মার্ক নামে বিখ্যাত যে যোহন তাহার মাতা মরিয়মের বাটীর দিগে চলিয়া গেল; সেই স্থানে অনেকে একত্র হইয়া প্রার্থনা করিতেছিল। ১৩ অপর পিতর বহির্দ্বারের কবাটে আঘাত করিলে রোদা ১৪ নাম্নী এক দাসী শুনিতে আইল। সে পিতরের স্বর জানিয়া আনন্দ প্রযুক্ত দ্বার খুলিল না, কিন্তু ভিতরে দৌ- ১৫ ড়িয়া গিয়া কহিল, পিতর দ্বারে দাঁড়াইয়া আছে। তাহাতে তাহারা কহিল, তুমি ক্ষিপ্তা হইয়াছ; কিন্তু সে দৃঢ়রূপে

বলিতে লাগিল, না, এমনি হইয়াছে বটে। তখন তা-
১৬ হারা কহিল; তবে তাহার দূত হইবে। শেষে পিতর
পুনঃ২ আঘাত করিলে তাহারা দ্বার খুলিয়া তাহাকে দে-
১৭ খিয়া বিস্ময়াপন্ন হইল। তাহাতে সে হস্তদ্বারা তাহাদের
প্রতি নীরব হইবার জন্যে ইঙ্গিত করিয়া, প্রভু কি রূপে
তাহাকে কারাগারহইতে উদ্ধার করিয়া আনিলেন, তা-
হার বৃত্তান্ত তাহাদিগকে জানাইল; অনন্তর তোমরা যাকূব
প্রভৃতি ভ্রাতৃগণকে এই সমাচার দিবা, ইহা বলিয়া বহি-
১৮ র্গত হইয়া স্থানান্তরে গেল। দিন হইলে পরে, পিতর
কোথায় গেল, ইহার বিষয়ে সেনাগণের মধ্যে বড় উদ্বেগ
১৯ হইল। পরে হেরোদ তাহার অনুসন্ধান করিয়া উদ্দেশ
না পাওয়াতে রক্ষকদিগকে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া তাহা-
দের প্রাণদণ্ড করিতে আজ্ঞা দিল; অনন্তর সে যিহূ-
দাদেশহইতে প্রস্থান করিয়া কৈসরিয়া নগরে অবস্থিতি
করিল।

২০ তৎকালে সোর ও সীদোন দেশীয় লোকদের সহিত
যুদ্ধ করিতে হেরোদের অভিপ্রায় ছিল, কিন্তু তাহারা
একপরামর্শে তাহার নিকটে উপস্থিত হইয়া রাজার শয়-
নাগারাধ্যক্ষ ব্লাস্তকে আপনাদের পক্ষ করিয়া হেরো-
দের সহিত সন্ধি প্রার্থনা করিল, কারণ রাজার দেশ-
২১ হইতে তাহাদের দেশে খাদ্য সামগ্রী আসিত। অতএব
এক নিরূপিত দিবসে হেরোদ রাজবস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক
২২ সিংহাসনে বসিয়া তাহাদের প্রতি বক্তৃতা করিল। তা-
হাতে সমাগত লোকেরা উচ্চৈঃস্বরে উত্তর করিল, এ রব
২৩ মানুষের নহে,* ঈশ্বরের রব। তখন হেরোদ ঈশ্বরের
সম্মান করিল না, এই জন্যে পরমেশ্বরের দূত তৎক্ষণাৎ
তাহাকে আঘাত করিল; তাহাতে সে কীট দ্বারা ভক্ষিত
২৪ হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিল। কিন্তু ঈশ্বরের বাক্য বর্দ্ধিষ্ণু

২৫ ও প্রবল হইল। আর বার্ণব্বা ও শৌল কর্ত্তব্য উপকার সম্পন্ন করিলে পর মার্ক নামে বিখ্যাত ঐ যোহনকে সঙ্গে লইয়া যিরূশালমহইতে প্রত্যাগমন করিল।

১৩ অধ্যায়।

১ তৎকালে আন্তিয়খিয়া নগরস্থ মণ্ডলীর মধ্যে কএক জন ভবিষ্যদ্বক্তা ও উপদেশক ছিল, বিশেষতঃ বার্ণব্বা, এবং যাহাকে নিগ্র বলে সেই শিমোন, এবং কূরীণীয় লূকিয়, এবং বাল্যকালে হেরোদ রাজার সহিত প্রতিপালিত মি-
২ নহেম, এবং শৌল। তাহারা যে সময়ে প্রভুর সেবা এবং উপবাস করিতেছিল, এমন সময়ে পবিত্র আত্মা কহিলেন, আমি বার্ণব্বা ও শৌলকে যে কর্ম্মে আহ্বান করিয়াছি, সেই কর্ম্মের নিমিত্তে তাহাদিগকে পৃথক্ করি-
৩ য়া দেও। তাহাতে তাহারা উপবাস ও প্রার্থনা করণ পূর্ব্বক তাহাদের মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া তাহাদিগকে বিদায় করিল।

৪ পরে পবিত্র আত্মাকর্তৃক প্রস্থাপিত হইয়া তাহারা সি-লুকিয়া নগরে গিয়া তথাহইতে সমুদ্রপথে কুপ্র উপ-
৫ দ্বীপে গমন করিল। এবং সালামী নগরে উপস্থিত হইয়া যিহূদীয়দের সকল ভজনালয়ে ঈশ্বরের কথা প্রচার করিতে লাগিল; আর যোহনও অনুচররূপে
৬ তাহাদের সঙ্গে ছিল। তাহারা ঐ উপদ্বীপের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া শেষে পাফঃ নগরে উস্থিত হইলে এক জন মায়াবির সহিত সাক্ষাৎ হইল; সেই ভাক্ত ভবি-ষ্যদ্বক্তা যিহূদি লোক ছিল, এবং বারযীশু তাহার নাম।
৭ সেই ব্যক্তি যে সর্জীয় পৌল নামক দেশাধ্যক্ষের সহিত ছিল, সে বুদ্ধিমান লোক হওয়াতে ঈশ্বরের কথা শুনিতে বাঞ্ছা করিয়া বার্ণব্বা ও পৌলকে নিমন্ত্রণ করিল।

৮ তাহাতে ইলুমা অর্থাৎ মায়াবী নামবিশিষ্ট ঐ ব্যক্তি তাহাদের বিপক্ষ হইয়া দেশাধ্যক্ষকে বিশ্বাসের পথ-
৯ হইতে বহির্ভূত করিতে যত্ন করিল। কিন্তু শৌল, যাহাকে পৌলও বলে, সে পবিত্র আত্মাতে পরিপূর্ণ হইয়া
১০ তাহার প্রতি একদৃষ্টি করিয়া কহিল, হে সর্ব্বধর্ম্মদ্বেষিন্ ও তাবৎ প্রকার প্রতারণাতে ও খলতাতে পরিপূর্ণ শয়তানের আত্মজ, তুমি প্রভুর সরল পথ দুর্গম করিতে
১১ কি কখন নিবৃত্ত হইবা না? এখন দেখ, প্রভুর হস্ত তোমাকে ধরিল, তুমি কিছু দিন অন্ধ হইয়া সূর্য্যকেও দেখিতে পাইবা না। তাহাতে তৎক্ষণাৎ কুজ্ঝটিকা ও অন্ধকার তাহাকে আচ্ছন্ন করাতে সে হস্ত ধরিবার লোক পাইবার নিমিত্তে ইতস্ততো ভ্রমণ করিতে লাগিল।
১২ এই ঘটনা দেখিয়া ঐ দেশাধ্যক্ষ প্রভুর উপদেশে বিস্ময়াপন্ন হইয়া বিশ্বাস্ করিল।

১৩ তদনন্তর পৌল ও তাহার সঙ্গিগণ পাফঃহইতে প্রস্থান করিয়া সমুদ্রপথে পাম্ফুলিয়া দেশস্থ পর্গা নগরে উপস্থিত হইল; কিন্তু যোহন্ তাহাদিগকে ছাড়িয়া যি-
১৪ রূশালমে ফিরিয়া গেল। তখন তাহারা পর্গাহইতে যাত্রা করিয়া পিষিদিয়া দেশের আন্তিয়খিয়া নগরে উপস্থিত হইল; এবং বিশ্রামবারে ভজনালয়ে প্রবেশ করিয়া
১৫ বসিল। তাহাতে ব্যবস্থা ও ভবিষ্যদ্বক্তৃ গ্রন্থের পাঠ সমাপ্ত হইলে ভজনালয়ের অধ্যক্ষেরা তাহাদের নিকটে কহিয়া পাঠাইল, হে ভ্রাতারা, লোকদের প্রতি তোমাদের কোন প্রবোধকথা যদি থাকে, তবে তাহা বল।
১৬ তখন পৌল দাঁড়াইয়া হস্তদ্বারা ইঙ্গিত করিয়া কহিতে লাগিল, হে ইস্রায়েল লোকেরা, হে ঈশ্বরভক্ত সকল,
১৭ শ্রবণ কর। এই ইস্রায়েল লোকদের ঈশ্বর আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে মনোনীত করিয়া লইলেন, এবং মিস-

রদেশে প্রবাস করণ সময়ে আপন প্রজাদিগকে উন্নত
করিলেন, ও বিস্তীর্ণ বাহুদ্বারা তথাহইতে বহির্গত করিয়া
১৮ আনিলেন। তদনন্তর প্রায় চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত মহা-
১৯ প্রান্তরে তাহাদের ভার সহ্য করিলেন। পরে কিনান-
দেশস্থ সাত জাতিকে নষ্ট করিয়া অধিকারার্থে সেই
২০ সকল জাতির দেশ তাহাদিগকে দিলেন। অপর প্রায়
চারি শত পঞ্চাশ বৎসর পর্য্যন্ত অর্থাৎ শিমূয়েল্ ভবি-
ষ্যদ্বক্তার সময় পর্য্যন্ত তাহাদের উপরে বিচারকর্তৃগণকে
২১ নিযুক্ত করিলেন। তদবধি তাহারা এক রাজাকে প্রার্থনা
করিলে ঈশ্বর তাহাদিগকে বিন্যামীন বংশোদ্ভব কী-
শের পুত্র শৌলকে দিয়া চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত রাজত্ব
২২ করাইলেন। পরে তাহাকে পদচ্যুত করিয়া তাহাদের
রাজা হওনার্থে দায়দকে উৎপন্ন করিলেন, যাহার বি-
ষয়ে তিনি এই প্রমাণ দিলেন, "আমি আপন মনের মত
"এক জনকে, অর্থাৎ যিশয়ের পুত্র দায়ূদকে পাইলাম,
২৩ "সে আমার ইষ্ট ক্রিয়া সকল করিবে।" সেই দায়ূ-
দের বংশহইতে ঈশ্বর আপন প্রতিজ্ঞানুসারে ইস্রায়েল
লোকদের নিমিত্তে এক জন যীশু অর্থাৎ ত্রাণর্ত্তাকে উৎ-
২৪ পন্ন করিলেন। তাঁহার প্রকাশ হওনের পূর্ব্বে যোহন
তাবৎ ইস্রায়েল লোকদের কাছে মনঃপরির্ত্তন বিষয়ক
২৫ বাপ্তিস্ম প্রচার করিল। আর যোহন আপনার গন্তব্য
কর্ম্মপথের শেষের দিগে গমন করিতে২ এই কথা ক-
হিল, তোমরা আমাকে কোন্ ব্যক্তি জ্ঞান কর? আমি
(খ্রীষ্ট) নহি, কিন্তু দেখ, যাঁহার পদের পাদুকার বন্ধন
খুলিতেও আমি যোগ্য নহি, তিনি আমার পশ্চাৎ আ-
সিতেছেন।

২৬ হে ভ্রাতৃগণ, হে ইব্রাহীমের বংশজ ও এই স্থানে
উপস্থিত ঈশ্বরভক্ত লোক সকল, তোমাদের নিকটে এই

২৭ পরিত্রাণের কথা প্রেরিত হইয়াছে। কেননা যিরূশালম নিবাসিরা এবং তাহাদের অধ্যক্ষেরা তাঁহার পরিচয় না পাওয়াতে ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের যে বচন প্রতি বিশ্রামবারে পাঠ করা যায়, সে সকল আপনাদের অবিচারদ্বারা
২৮ সফল করিল, এবং প্রাণদণ্ডের যোগ্য কোন দোষ না পাইলেও পীলাতের নিকটে তাঁহার বধ প্রার্থনা করিল।
২৯ এবং তাঁহার বিষয়ে যে সকল কথা লিখিত ছিল, সে সকল সফল করিয়া তাঁহাকে ক্রুশহইতে নামাইয়া কবরে শয়ন
৩০ করাইল। কিন্তু ঈশ্বর মৃতগণের মধ্যহইতে তাঁহাকে উত্থা-
৩১ পন করিলেন। আর যে সকল লোক তাঁহার সহিত গালীলদেশ হইতে যিরূশালম নগরে আসিয়াছিল, তাহাদের নিকটে তিনি অনেক দিন পর্য্যন্ত দর্শন দিলেন; এবং তাহারা সম্প্রতি লোকদের কাছে তাঁহার সাক্ষী
৩২ আছে। আর আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে দত্ত প্রতিজ্ঞার বিষয়ে আমরা তোমাদিগকে এই সুসমাচার জানাই-
৩৩ তেছি, তাহাদের সন্তান যে আমরা, আমাদিগকে ঈশ্বর সেই প্রতিজ্ঞার ফল দিয়াছেন, কেননা "তুমি আমার "পুত্র, অদ্য আমি তোমাকে জন্ম দিলাম," দ্বিতীয় গীতে লিখিত এই বচনানুসারে তিনি যীশুকে উত্থাপন করি-
৩৪ য়াছেন। আর ঈশ্বর মৃতগণের মধ্যহইতে তাঁহাকে উত্থাপন করাতে তিনি আর কখনো ক্ষয়ের স্থানে সমর্পিত হইবেন না, এতদ্বিষয়ে ঈশ্বর ইহা কহিয়াছেন, যথা, "আমি দায়ূদের প্রাপ্য অটল বর তোমাদিগকে দিব।"
৩৫ এই জন্যে অন্য গীতেও কহিয়াছেন, "তুমি নিজ পুণ্য-
৩৬ "বানকে ক্ষয় পাইতে দিবা না।" দায়ূদ ঈশ্বরের অভিমতানুসারে আপন কালের লোকদিগের উপকারী হইলে পর মহানিদ্রাগত হইল, এবং নিজ পূর্ব্বপুরুষদের নি-
৩৭ কটে সংগৃহীত হইয়া ক্ষয় পাইল। কিন্তু ঈশ্বর যাঁহাকে

৩৮ উত্থাপন করিয়াছেন, তিনি ক্ষয় প্রাপ্ত হন না। অতএব হে ভ্রাতৃগণ, তোমরা নিশ্চয় জানিও, এই ব্যক্তি-দ্বারা পাপের মোচন তোমাদিগকে জ্ঞাত করা যাইতেছে।
৩৯ আর মূসার ব্যবস্থাতে তোমরা যে দোষহইতে মুক্ত হইতে পারিতা না, সেই সকল দোষহইতে এই ব্যক্তি-
৪০ দ্বারা প্রত্যেক বিশ্বাসকারি লোক মুক্ত হয়। অতএব
৪১ সাবধান হও; আর ' হে অবজ্ঞাকারি লোকেরা, দেখ; এবং চমৎকার জ্ঞান করিয়া হতবুদ্ধি হও; যেহেতুক আমি তোমাদের বর্ত্তমান সময়ে এমন কর্ম্ম করিব, যে তাহার বিবরণ কেহ তোমাদিগকে জ্ঞাত করিলেও প্রত্যয় করিবা না,' এই যে কথা ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের গ্রন্থে লিখিত আছে, তাহা যেন তোমাদের প্রতি না ঘটে।

৪২ অপর ভজনালয়হইতে যিহূদীয়দের বহির্গমন সময়ে অন্যজাতীয়েরা আসিয়া আপনাদের প্রতি আগামি বি-শ্রামবারেও এই কথা যেন প্রচারিত হয়, এই প্রার্থনা
৪৩ করিল। এবং সভা ভঙ্গ হইলে অনেক২ যিহূদীয় লোক ও যিহূদি মতাবলম্বি ভক্ত লোক পৌল ও বার্ণব্বার পশ্চাৎ গমন করিল; তাহাতে তাহারা তাহাদের সঙ্গে কথোপকথন করিয়া ঈশ্বরের অনুগ্রহের আশ্রিত থাকিতে তাহাদিগকে প্রবৃত্তি দিল।

৪৪ পর বিশ্রামবারে নগরের প্রায় তাবৎ লোক ঈশ্বরের
৪৫ কথা শুনিতে একত্র হইল। কিন্তু যিহূদীয় লোকেরা এমত জনতা দেখিয়া ঈর্ষ্যাতে পরিপূর্ণ হওয়াতে বি-রোধের ও নিন্দার কথা কহিতে২ পৌলের বাক্য খণ্ডন
৪৬ করিবার চেষ্টা করিল। তাহাতে পৌল ও বার্ণব্বা প্রগল্‌ভতা পূর্ব্বক কহিল, অগ্রে তোমাদের নিকটে ঈশ্বরের কথা প্রচার করা উচিত ছিল বটে, কিন্তু তাহা অগ্রাহ্য করাতে তোমরা আপনাদিগকে অনন্ত জীবনের অযোগ্য

দেখাইতেছ, এই জন্যে দেখ, আমরা অন্যজাতীয় লো-
৪৭ কদের নিকটে যাইব। কেননা পরমেশ্বর আমাদিগকে
এমন আজ্ঞা দিয়াছেন, যথা, “ আমি তোমাকে অন্য-
“ জাতীয়দের দীপ্তিস্বরূপ ও পৃথিবীর সীমা পর্য্যন্ত পরি-
৪৮ “ত্রাণস্বরূপ করিব।” এমন কথা শুনিয়া অন্যজাতী-
য়েরা আহ্লাদিত হইয়া প্রভুর কথাতে ধন্য২ করিতে
লাগিল; এবং যত লোক অনন্ত জীবনে নিরূপিত
৪৯ ছিল, তাহারা বিশ্বাস করিল। আর প্রভুর বাক্য সেই
৫০ দেশ সমুদয়ে ব্যাপিয়া গেল। কিন্তু যিহূদীয়েরা ভক্ত
ও সম্ভ্রান্ত কএক স্ত্রীলোককে ও নগরের প্রধান পুরুষ-
দিগকে কুপ্রবৃত্তি দিয়া পৌলের ও বার্ণব্বার প্রতি তাড়না
ঘটাইয়া সেই অঞ্চলহইতে তাহাদিগকে দূর করিয়া
৫১ দিল। তখন তাহারা তাহাদের প্রতিকূলে আপনাদের
৫২ পদের ধূলা ঝাড়িয়া দিয়া ইকনিয় নগরে গেল। এবং
শিষ্যগণ আনন্দেতে ও পবিত্র আত্মাতে পরিপূর্ণ হইল।

১৪ অধ্যায়।

১ ইকনিয় নগরে তাহারা দুই জনে যিহূদীয়দের ভজ-
নালয়ে প্রবেশ করিয়া এমন কথা কহিল, যে অনেক২
২ যিহূদি ও গ্রীক লোক বিশ্বাস করিল। কিন্তু অবিশ্বাসি
যিহূদীয়েরা অন্যজাতীয় লোকদিগকে কুপ্রবৃত্তি দিয়া ভ্রা-
৩ তৃগণের প্রতি তাহাদের মনকে বিরক্ত করিল। তথাপি
তাহারা প্রভুতে সাহসী হইয়া সেই স্থানে বিস্তর দিন
থাকিল, কেননা তিনি আপন অনুগ্রহের বাক্য সপ্রমাণ
করিতেন, এবং তাহাদের হস্তদ্বারা অনেক লক্ষণ ও
৪ অদ্ভুত * কর্ম্ম সম্পন্ন হইতে দিতেন। তাহাতে নগরের
লোকসমূহ দুই দলে বিভক্ত হইল, তাহার এক দল যি-
৫ হূদি লোকদের, অন্য প্রেরিতদের পক্ষ হইল। পরে

অন্যজাতীয়েরা ও যিহূদীয়েরা এবং তাহাদের অধ্যক্ষেরা তাহাদিগকে অপমান ও প্রস্তরাঘাত করিতে উপক্রম
৬ করিলে তাহারা তাহা বুঝিয়া পলায়ন করিয়া লুকায়নিয়া
৭ দেশস্থ লুস্ত্রা ও দর্বী নগরে এবং তন্নিকটবর্ত্তি অঞ্চলে গিয়া সুসমাচার প্রচার করিতে লাগিল।

৮ তৎকালে লুস্ত্রা নগরে অবশচরণ এক ব্যক্তি বসিয়া থাকিত, সে মাতার গর্ব্ভাবধি খঞ্জ, কখন গমন করে নাই।
৯ এক দিন সেই ব্যক্তি পৌলের উপদেশ শুনিতেছিল, এমন সময়ে পৌল তাহার প্রতি একদৃষ্টি করিয়া সুস্থ হওনার্থে
১০ তাহার বিশ্বাস আছে, ইহা দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিল, চরণে ভর দিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াও; তাহাতে সে লম্ফ
১১ দিয়া গতায়াত করিতে লাগিল। তখন লোকসমূহ পৌলের এমত ক্রিয়া দেখিয়া লুকায়নীয় ভাষাতে উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিল, দেবতারা মনুষ্যরূপী হইয়া আমাদের
১২ মধ্যে অবতীর্ণ হইলেন। আর তাহারা বার্ণব্বাকে যূপিতর করিয়া বলিল, এবং পৌল প্রধান বক্তা, এই প্রযুক্ত তা-
১৩ হাকে মর্কুরিয় বলিল। তাহাতে নগরের বহিঃস্থিত যূপিতর বিগ্রহের যাজক বৃষ ও পুষ্পের মালা নগরদ্বারে আনিয়া লোকদের সহিত তাহাদিগের উদ্দেশে বলিদান
১৪ করিতে উদ্যত হইল। কিন্তু প্রেরিতেরা অর্থাৎ বার্ণব্বা ও পৌল তাহা শুনিবামাত্র আপনাদের বস্ত্র ছিঁড়িয়া বেগে
১৫ লোকারণ্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিল, হে মহাশয়েরা, এমন কর্ম্ম কেন করিতেছ? আমরাও তোমাদের মত সুখ দুঃখভোগি মনুষ্য; আর তোমরা এই সকল অসার বস্তু ত্যাগ করিয়া যেন আকাশ ও পৃথিবী ও সমুদ্র ও তন্মধ্যস্থ সকলের সৃষ্টিকর্ত্তা অমর ঈশ্বরের প্রতি ফির, এই জন্যে তোমাদের নিকটে সুস-
১৬ মাচার প্রচার করিতেছি। তিনি পূর্ব্বগত কালে তাব-

১৭ জাতীয় লোকদের আপন২ পথে গমন সহ্য করিলেও বিনা সাক্ষিতে আপনাকে রাখেন নাই, বরঞ্চ মঙ্গলদাতা হইয়া আকাশহইতে বৃষ্টিকে এবং শস্যাদিজনক ঋতুগণ তোমাদিগকে দিয়া ভক্ষ্যেতে ও আনন্দেতে তো-
১৮ মাদের অন্তঃকরণ তৃপ্ত করিয়া আসিতেছেন। এতদ্রূপ কথাদ্বারা তাহারা আপনাদের উদ্দেশে বলিদান করণহইতে কষ্টে লোকসমূহকে নিবৃত্ত করিল।

১৯ পরে আন্তিয়খিয়া ও ইকনিয় নগরহইতে কএক যিহূদীয় লোক তথায় আসিয়া লোকদিগকে ভ্রান্ত করিয়া পৌলকে এমনি প্রস্তরাঘাত করিল, যে তাহাকে মৃত জ্ঞান করিয়া নগরের বাহিরে টানিয়া লইয়া গেল।
২০ কিন্তু শিষ্যগণ তাহাকে বেষ্টন করিলে সে গাত্রোত্থান করিয়া পুনর্ব্বার নগর মধ্যে প্রবেশ করিল, এবং পর-
২১ দিনে বার্ণব্বার সহিত দর্বী নগরে প্রস্থান করিল। সে স্থানে সুসমাচার প্রচার করিয়া অনেক লোককে শিষ্য করিলে পর তাহারা লুস্ত্রা ও ইকনিয় ও আন্তিয়খিয়া
২২ নগরে ফিরিয়া গিয়া শিষ্যদের মনকে সুস্থির করিল, এবং তাহারা যেন বিশ্বাসের আশ্রয়ে থাকে, এবং অনেক দুঃখভোগ পূর্ব্বক ঈশ্বরের রাজ্যে আমাদিগকে প্রবেশ
২৩ করিতে হয়, ইহা মনে করে, এমত বিনতি করিল। আর তাহাদের জন্যে প্রত্যেক মণ্ডলীতে প্রাচীনবর্গকে নিযুক্ত করিয়া যে প্রভুতে তাহারা বিশ্বাসী হইয়াছিল প্রার্থনা ও উপবাস করণ পূর্ব্বক তাঁহার হস্তে তাহাদিগকে
২৪ সমর্পণ করিল। পরে পিষিদিয়া দেশের মধ্য দিয়া পা-
২৫ ম্ফুলিয়া দেশে গমন করিল। এবং পর্গা নগরে ঈশ্বরের বাক্য প্রচার করিয়া অত্তালিয়া নগরে নামিয়া গেল।
২৬ তথাহইতে সমুদ্রপথে আন্তিয়খিয়া নগরে, অর্থাৎ যে স্থানে তাহারা আপনাদের সাধিত ঐ কর্ম্মের নিমিত্তে

ঈশ্বরের অনুগ্রহেতে সমর্পিত হইয়াছিল, সেই স্থানে
২৭ যাত্রা করিল। তথায় উপস্থিত হইয়া মণ্ডলীকে একত্র
করিয়া আপনাদের সঙ্গী ঈশ্বর যে ২ কর্ম্ম করিয়াছিলেন,
এবং যে প্রকারে ভিন্নজাতীয়দের নিমিত্তে বিশ্বাসরূপ
দ্বার খুলিয়া দিয়াছিলেন, সেই সকলের বৃত্তান্ত তাহা-
২৮ দিগকে জানাইল। পরে অনেক দিন পর্য্যন্ত তথাকার
শিষ্যদের সঙ্গে থাকিল।

১৫ অধ্যায়।

১ অপর যিহূদাদেশহইতে কএক জন আসিয়া ভ্রাতৃগণকে
এই রূপ শিক্ষা দিতে লাগিল, মূসার বিধি অনুসারে
তোমাদের ত্বক্‌ছেদ না হইলে তোমরা পরিত্রাণ পাইতে
২ পারিবা না। তাহাতে তাহাদের সহিত পৌলের ও বা-
র্ণব্বার অনেক বাগ্‌যুদ্ধ ও বিবাদ হইলে পর ভ্রাতৃগণ
এই বিবাদাস্পদের তত্ত্ব জানিবার নিমিত্তে পৌল ও বা-
র্ণব্বা প্রভৃতি কএক জনকে যিরূশালমে প্রেরিতগণের
৩ ও প্রাচীনবর্গের নিকটে পাঠাইতে স্থির করিল। তা-
হাতে তাহারা মণ্ডলীদ্বারা প্রস্থাপিত হইয়া ফৈণীকিয়া
ও শোমিরোণ দেশ দিয়া গমন করিতে ২ অন্যজাতীয়-
দের মনঃপরিবর্ত্তনের সংবাদদ্বারা ভ্রাতৃগণের পরম আ-
৪ হ্লাদ জন্মাইল। পরে যিরূশালমে উপস্থিত হইয়া মণ্ডলী
ও প্রেরিতগণ ও প্রাচীনবর্গ কর্তৃক অনুগৃহীত হইল, এবং
তাহাদের সঙ্গী ঈশ্বর যে সকল কর্ম্ম করিয়াছিলেন, সে
৫ সমস্ত তাহাদিগকে জানাইল। কিন্তু ফিরূশি দলের কএক
জন বিশ্বাসি লোক উঠিয়া এই কথা কহিতে লাগিল অন্য-
জাতীয়দিগকে ত্বক্‌ছেদ করা এবং মূসার ব্যবস্থা পালন
করিতে আজ্ঞা দেওয়া উচিত।

৬ তাহাতে এই কথার মীমাংসা করণার্থে প্রেরিতেরা

৭ ও প্রাচীনেরা সভাস্থ হইল। পরে অনেক বাদানুবাদ হইলে পিতর উঠিয়া কহিতে লাগিল, হে ভ্রাতৃগণ, তোমরা জান, ইহার অনেক কাল পূর্ব্বে ঈশ্বর আমাদের মধ্যহইতে আমাকে মনোনীত করিয়া ভিন্নজাতীয়দিগকে আমার প্রমুখাৎ সুসমাচার শ্রবণ করাইয়া বিশ্বাসী
৮ হইতে দিয়াছিলেন। এবং অন্তর্যামী ঈশ্বর আপনি তাহাদের পক্ষে সাক্ষী হইয়া যেমন আমাদিগকে, তদ্রূপ
৯ তাহাদিগকেও পবিত্র আত্মা দান করিয়াছেন; এবং আমাদিগেতে ও তাহাদিগেতে কিছু বিশেষ না রাখিয়া তাহাদের মনকে বিশ্বাসদ্বারা পরিষ্কার করিয়াছেন।
১০ অতএব সম্প্রতি কেন ঈশ্বরের পরীক্ষা করিয়া শিষ্যগণের গ্রীবাতে সেই যোঁয়ালি দিবা, যাহার ভার সহ্য করিতে আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা ও আমরা আপনারা পারি
১১ নাই, কিন্তু ঐ লোকদের ন্যায় প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহদ্বারা পরিত্রাণ পাইবার আশাতে বিশ্বাস করিতেছি?
১২ পরে শিষ্যসমূহ নীরব থাকিয়া বার্ণব্বার ও পৌলের কথা, অর্থাৎ তাহাদের দ্বারা ঈশ্বর ভিন্নজাতীয়দের মধ্যে যে সকল আশ্চর্য্য এবং অদ্ভুত কর্ম্ম করিয়াছিলেন,
১৩ তাহার বৃত্তান্ত শ্রবণ করিল। অনন্তর তাহাদের কথা সাঙ্গ হইলে পর যাকূব কহিতে লাগিল, হে ভ্রাতৃগণ,
১৪ আমার কথা শুন। ঈশ্বর আপন নামের জন্যে ভিন্নজাতীয় লোকদের মধ্যহইতে আপনার এক দল প্রজা গ্রহণ করণার্থে কি প্রকারে প্রথমে তাহাদের প্রতি কৃপাবলোকন করিয়াছিলেন, তাহা শিমোন বর্ণনা করিয়াছে।
১৫ আর ভবিষ্যদ্বক্তাদের বাক্যও তাহার সহিত মিলে, যে
১৬ রূপ লিখিত আছে, যথা, "ইহার পরে আমি ফিরিয়া "আসিয়া দায়ূদের পতিত কুটীর পুনর্ব্বার গাঁথিব, ও "তাহার উৎপাটিত স্থান সকল পুনর্নির্ম্মাণ করিব, ও

১৭ "পুনর্ব্বার তাহা উঠাইব। তাহাতে অবশিষ্ট মনুষ্য
"সকল, ও যে ভিন্নজাতীয়দের উপরে আমার নাম সঙ্কী-
"র্ত্তিত হইয়াছে, সেই সকলে আমার অনুসন্ধান করিবে,
১৮ "ইহার সাধনকর্ত্তা পরমেশ্বর এই কথা কহেন।" অনাদি
কালাবধি ঈশ্বর আপনার তাবৎ কর্ম্ম জ্ঞাত আছেন।
১৯ অতএব আমার বিচার এই, ভিন্নজাতীয় লোকদের মধ্যে
যাহারা ঈশ্বরের প্রতি ফিরিয়াছে, তাহাদিগকে আমরা
২০ আর কোন ভার দিব না, কেবল দেবতাদের অপবিত্র
প্রসাদ ভক্ষণ, ও ব্যভিচার, এবং গলা টিপিয়া মারা প্রাণি
ও রক্ত ভক্ষণ, এই সকলহইতে তাহারা দূরে থাকিবে,
২১ ইহা লিখিব। কেননা প্রতিনগরে অতি দীর্ঘকালাবধি
মূসার প্রচারক লোক পাওয়া যায়, এবং প্রতিবিশ্রাম-
বারে তাবৎ ভজনালয়ে তাহার গ্রন্থ পাঠ হইতেছে।
২২ পরে প্রেরিতগণ ও প্রাচীনবর্গ এবং সমস্ত মণ্ডলী আ-
পনাদের মধ্যহইতে মনোনীত কোন ২ লোককে, অর্থাৎ
বার্শব্বা বিখ্যাত যে যিহূদা, এবং সীল, ভ্রাতৃগণের মধ্যে
মান্য এই দুই জনকে পৌল ও বার্ণব্বার সহিত আন্তি-
২৩ য়খিয়া নগরে প্রেরণ করিতে স্থির করিয়া তাহাদের দ্বারা
এই কথাসম্বলিত পত্র পাঠাইয়া দিল, যথা, 'আন্তিয়খিয়া
ও সুরিয়া ও কিলিকিয়া স্থানস্থ অন্যজাতীয় ভ্রাতৃগণের
প্রতি প্রেরিতগণ ও প্রাচীনবর্গ ও ভ্রাতৃগণের নমস্কার।
২৪ বিশেষতঃ আমরা যাহাদিগকে কোন আজ্ঞা দিই নাই,
এমত কএক জন আমাদের মধ্যহইতে যাইয়া, তোমা-
দিগকে ত্বক্‌ছেদ ও মূসার ব্যবস্থা পালন করিতে হইবে,
এমন কথাদ্বারা তোমাদের মন অস্থির করিয়া তোমাদি-
গকে সন্দিগ্ধ করিয়াছে, এই সমাচার আমরা শুনিলাম।
২৫ তন্নিমিত্তে আমরা এক পরামর্শে সভাস্থ হইয়া, আমা-
দের প্রিয় যে বার্ণব্বা ও পৌল প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামের

২৬ নিমিত্তে প্রাণপণ করিয়াছে, তাহাদের সঙ্গে আমাদের মধ্য-
হইতে মনোনীত কোন২ লোককে তোমাদের নিকটে প্রেরণ
২৭ করিতে স্থির করিলাম। অতএব যিহূদা ও সীল এই দুই
জনকে তোমাদের নিকটে পাঠাইলাম, ইহাদের প্রমু-
২৮ খাৎ বিশেষ রূপে সকলই জ্ঞাত হইবা। ফলতঃ পবিত্র
আত্মার এবং আমাদের ইহা বিহিত জ্ঞান হইল, যেন
২৯ তোমাদের উপরে আর কোন ভার না দিয়া, কেবল
দেবতাদের প্রসাদ ভক্ষণ ও রক্ত ও গলা টিপিয়া মারা
প্রাণি ভক্ষণ ও ব্যভিচার কর্ম্মহইতে দূরে থাকা তোমা-
দের উচিত, এই আবশ্যক কথামাত্র তোমাদিগকে জা-
নাই। অতএব এই সকলহইতে আপনাদিগকে রক্ষা
করিলে তোমরা ভাল করিবা। তোমাদের মঙ্গল হউক।'

৩০ তদনন্তর তাহারা বিদায় হইয়া আন্তিয়খিয়া নগরে
আসিয়া শিষ্যসমূহকে একত্র করিয়া পত্র সমর্পণ করিল।
৩১ তাহা পাঠ করিয়া শিষ্যেরা সেই প্রবোধকথাতে আন-
৩২ ন্দিত হইল। আর যিহূদা ও সীল, এই দুই জন ঈশ্ব-
রীয় বাক্যবাদী হওয়াতে অনেক কথাদ্বারা ভ্রাতৃগণকে
৩৩ প্রবোধ দিয়া তাহাদিগকে সুস্থির করিল। এই প্রকারে
সে স্থানে কিছু কাল যাপন করিয়া শেষে প্রেরিতদের
কাছে ফিরিয়া যাইবার নিমিত্তে কল্যাণে ভ্রাতৃগণের
৩৪ নিকটহইতে বিসৃষ্ট হইল। কিন্তু সীল সে স্থানে থাকিতে
৩৫ স্থির করিল। এবং পৌল ও বার্ণব্বা আন্তিয়খিয়াতে বাস
করিয়া অন্য২ অনেক শিষ্যের সহিত প্রভুর কথা বিষ-
য়ক শিক্ষা দিত ও সুসমাচার প্রচার করিত।

৩৬ কতক দিন পরে পৌল বার্ণব্বাকে কহিল, আইস,
আমরা যে সমস্ত নগরে প্রভুর কথা বিষয়ক সুসমাচার
প্রচার করিয়াছিলাম, সেই সকল নগরে পুনর্ব্বার যা-
ইয়া ভ্রাতৃগণ কেমন আছে, ইহা জানিতে তাহাদের তত্ত্বা-

৩৭ বধারণ করি। তাহাতে মার্ক নামে বিখ্যাত যোহনকেও
৩৮ সঙ্গে লইতে বার্ণব্বার মত ছিল; কিন্তু যে ব্যক্তি পূর্ব্বে পাম্ফুলিয়া দেশে তাহাদিগকে ত্যাগ করাতে তাহাদের সহিত কার্য্যেতে গমন করে নাই, এমত লো-
৩৯ ককে সঙ্গী করিতে পৌল অনুচিত বোধ করিল। ইহাতে তাহাদের অত্যন্ত বিবাদ হওয়াতে তাহারা পরস্পর পৃথক্ হইল; তাহাতে বার্ণব্বা মার্ককে সঙ্গে লইয়া
৪০ জলপথে কুপ্র উপদ্বীপে গমন করিল। কিন্তু পৌল সীলকে সঙ্গিরূপে মনোনীত করিয়া ভ্রাতৃগণের দ্বারা ঈশ্ব-
৪১ রের অনুগ্রহেতে সমর্পিত হইয়া প্রস্থান করিয়া সুরিয় ও কিলিকিয়া দেশ দিয়া গমন করিতে২ মণ্ডলীগণকে স্থির করিল।

১৬ অধ্যায়।

১ পরে সে দর্ব্বী ও লুস্ত্রা নগরে উপস্থিত হইল; সে স্থানে তীমথিয় নামে এক শিষ্য ছিল; তাহার মাতা বিশ্বাসকারিণী যিহূদীয়া স্ত্রী, কিন্তু পিতা গ্রীক লোক।
২ এবং লুস্ত্রা ও ইকনিয় নগরস্থ ভ্রাতাদের নিকটে সে
৩ সুখ্যাত্যাপন্ন ছিল। সেই ব্যক্তি যেন তাহার সহগামী হয়, পৌল এমত বাঞ্ছা করিয়া ঐ সকল দেশে বাসকারি যিহূদি লোকদের তুষ্টির নিমিত্তে তাহার ত্বক্‌ছেদ করিল; কেননা তাহার পিতা যে গ্রীক লোক, ইহা সকলে জা-
৪ নিত। অনন্তর তাহারা নগরে২ ভ্রমণ করিতে২ যিরূশালমস্থ প্রেরিতগণ ও প্রাচীনবর্গদ্বারা নিরূপিত যে বিধি,
৫ তাহা পালনার্থে ভ্রাতৃগণকে দিল। তাহাতে মণ্ডলী সকল বিশ্বাসে দৃঢ় এবং সংখ্যাতে দিনে২ বর্দ্ধিষ্ণু হইল।
৬ এই রূপে ফরুগিয়া ও গালাতিয়া দেশ দিয়া গমন করিলে পরে আশিয়া দেশে কথা প্রকাশ করিতে পবিত্র

৭ আত্মা কর্ত্তৃক নিবারিত হওয়াতে তাহারা মুসিয়া দেশে উপস্থিত হইয়া বিথুনিয়ায় যাইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু যীশুর আত্মা সেই দেশেও তাহাদিগকে যাইতে দিলেন
৮ না। তাহাতে তাহারা মুসিয়া দেশ পার হইয়া ত্রোয়া
৯ নগরে নামিয়া গেল। পরে রাত্রিকালে পৌল এমন দর্শন পাইল, যেন এক মাকিদনীয় লোক দাঁড়াইয়া বিনতি পূর্ব্বক তাহাকে কহিতেছে, পার হইয়া মাকিদ-
১০ নিয়া দেশে আসিয়া আমাদের উপকার করুন। সে এ প্রকার দর্শন পাইলে আমরা অবিলম্বে মাকিদনিয়া দেশে যাইতে চেষ্টা করিলাম, কারণ তদ্দেশীয় লোকদের নিকটে সুসমাচার প্রচার করিতে প্রভু আমাদিগকে ডাকিয়াছেন, ইহা নিশ্চয় বুঝিলাম।

১১ অতএব ত্রোয়া নগরহইতে প্রস্থান করিয়া আমরা সোজা পথে সামথ্রাকী উপদ্বীপে, এবং তাহার পর
১২ দিনে নিয়াপলি নগরে উপস্থিত হইলাম। তথাহইতে ফিলিপ্পী নগরে গেলাম; সে মাকিদনিয়ার ঐ অঞ্চলের প্রধান নগর এবং (রোমীয়দের) বাসস্থান। সেই নগরে
১৩ আমরা কতক দিন পর্য্যন্ত অবস্থিতি করিলাম। আর বিশ্রামবারে নগরের বাহিরে গিয়া নদীর তীরে যে স্থানে প্রার্থনা করণ ব্যবহার ছিল, তথায় বসিয়া সমাগত স্ত্রী-
১৪ লোকদের নিকটে কথা প্রচার করিতে লাগিলাম। তাহাতে লুদিয়া নামে ঈশ্বরভক্তা এক স্ত্রী কথা শুনিত; সে থুয়াতীরা নগরের লোক, এবং কৃষ্ণলোহিত বর্ণ বস্ত্র বিক্রয় করিত; সেই ব্যক্তি যেন পৌলের বাক্যে মনোযোগ করে, এই নিমিত্তে প্রভু তাহার চিত্তদ্বার খুলিয়া
১৫ দিলেন। তাহাতে সে সপরিবারে বাপ্তাইজিতা হইয়া বিনতি পূর্ব্বক কহিল, তোমাদের বিচারে আমি যদি প্রভুর প্রতি বিশ্বাস্তা হইলাম, তবে আমার বাটীতে আ-

সিয়া বাস কর। এই মতে সে যত্নেতে আমাদিগকে রাখিল।

১৬ এক দিন আমরা প্রার্থনাস্থানে গমন করিতেছিলাম, এমন সময়ে দৈবজ্ঞ ভূত বিশিষ্টা এক দাসীর সহিত সাক্ষাৎ হইল; তাহার গণনা করাতে তাহার কর্ত্তাদের
১৭ বিস্তর লাভ হইত। সে আমাদের এবং পৌলের পশ্চাৎ২ চলিয়া উচ্চৈঃস্বরে এই কথা কহিতে লাগিল, এই মনুষ্যেরা সর্ব্বোপরিস্থ ঈশ্বরের দাস, ইহাঁরা আ-
১৮ মাদিগকে পরিত্রাণের পথ জানাইতেছেন। সে অনেক দিন পর্য্যন্ত এ প্রকার করিত; তাহাতে পৌল দুঃখিত হইয়া মুখ ফিরাইয়া সেই ভূতকে কহিল, আমি যীশু খ্রীষ্টের নামে তোমাকে আজ্ঞা দিতেছি, ইহা হইতে বহির্গত হও; তাহাতে তৎক্ষণাৎ সে ভূত তাহাহইতে
১৯ বহির্গত হইল। তখন তাহাদের লাভের প্রত্যাশা গেল, ইহা দেখিয়া তাহার কর্ত্তারা পৌলকে ও সীলকে ধরিয়া বিচার স্থানে অধ্যক্ষদের নিকটে টানিয়া লইয়া গেল।
২০ পরে অধিপতিদের নিকটে তাহাদিগকে উপস্থিত করিয়া বলিল, এই ব্যক্তিরা আমাদের নগরে অতিশয় কলহ
২১ করিতেছে; ইহারা যিহূদীয় লোক; আর রোমীয় লোক যে আমরা, আমাদের যেরূপ বিধি গ্রহণ ও পালন করিতে
২২ নাই, এমত বিধি প্রচার করিতেছে। তাহাতে জনতাও তাহাদের প্রতিকূলে উঠিলে অধিপতিরা তাহাদের বস্ত্র
২৩ ছিঁড়িয়া বেত্রাঘাত করিতে আজ্ঞা দিল। এবং তাহাদের বিস্তর প্রহার হইলে পর তাহাদিগকে কারাগারে লইয়া গিয়া সাবধানরূপে রক্ষা করিতে কারারক্ষককে আজ্ঞা
২৪ দিল। এ প্রকার আদেশ প্রাপ্ত হওয়াতে সে তাহা-দিগকে অন্তরস্থ কারাগারে বদ্ধ করিয়া তাহাদের পায়ে হাড়ি দিয়া রাখিল।

২৫ পরে অর্দ্ধরাত্রসময়ে পৌল ও সীল ঈশ্বরের উদ্দেশে প্রার্থনা ও গান করিতেছিল, এবং বন্দি সকল তাহা-
২৬ দের রব শুনিতেছিল। তখন অকস্মাৎ এমন মহাভূমি-কম্প হইল, যে কারাগারের ভিত্তিমূল টলটলায়মান হইতে লাগিল; তাহাতে তৎক্ষণাৎ সমস্ত দ্বার মুক্ত হইল,
২৭ এবং সকলের বন্ধন খুলিয়া গেল। অতএব কারারক্ষক নিদ্রাহইতে জাগ্রৎ হইয়া কারাগারের দ্বার সকল মুক্ত দেখাতে, এবং বন্দি লোকেরা পলায়ন করিয়াছে, ইহা অনুমান করাতে খড়্গ নিষ্কোষ করিয়া আপনার প্রাণ
২৮ নষ্ট করিতে উদ্যত হইল। কিন্তু পৌল উচ্চৈঃস্বরে তাহাকে ডাকিয়া কহিল, ওহে, আপনার হিংসা করিও না;
২৯ আমরা সকলেই এ স্থানে আছি। তখন সে প্রদীপ আনিতে কহিয়া লম্ফ পূর্ব্বক ভিতরে আসিয়া কম্পবান্
৩০ হইয়া পৌলের এবং সীলের চরণে পড়িল। পরে তাহাদিগকে বাহিরে আনিয়া জিজ্ঞাসা করিল, হে মহাশয়েরা, পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্তে আমাকে কি করিতে হইবে?
৩১ তাহাতে তাহারা কহিল, প্রভু যীশু খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস
৩২ কর, তাহাতে তুমি সপরিবারে পরিত্রাণ পাইবা। পরে তাহাকে এবং তাহার গৃহস্থিত সমস্ত লোককে প্রভুর
৩৩ কথা কহিতে লাগিল। এবং সেই রাত্রির তদ্দণ্ডেই সে তাহাদিগকে লইয়া তাহাদের প্রহারের ক্ষত সকল ধৌত করিল; এবং আপনি ও তাহার পরিবার সকলে অবি-
৩৪ লম্বে বাপ্তাইজিত হইল। পরে সে তাহাদিগকে আপন বাটীতে আনিয়া তাহাদের সম্মুখে খাদ্যসামগ্রী রাখিল; এবং আপনি ও তাহার পরিবার সকলে ঈশ্বরেতে বিশ্বাস করাতে আনন্দিত হইল।

৩৫ পরে দিবস হইলে অধিপতিরা পদাতিকগণকে পাঠাইয়া দিয়া এই আজ্ঞা করিল, ঐ লোকদিগকে ছাড়িয়া

৩৬ দেও। তাহাতে কারারক্ষক পৌলকে ঐ সংবাদ দিয়া কহিল, অধিপতিগণ তোমাদিগকে ছাড়িয়া দিবার আজ্ঞা পাঠাইয়াছে, অতএব তোমরা এখন বহির্গত হইয়া কুশ-
৩৭ লে প্রস্থান কর। কিন্তু পৌল তাহাদিগকে কহিল, রোমীয় লোক যে আমরা, আমাদের বিচার না করিয়া সকলের সাক্ষাতে আমাদিগকে বেত্রাঘাত করিয়া কারাগারে ফেলিয়া দিয়াছে; এই ক্ষণে কি গোপনে আমাদিগকে ছাড়িয়া দিবে? তাহা হইবে না; আপনারা
৩৮ আসিয়া আমাদিগকে বাহিরে লইয়া যাউক। তখন পদাতিকেরা অধিপতিগণকে এই সংবাদ দিল; তাহাতে তাহারা যে রোমি লোক, এ কথা শুনিয়া অধিপতিগণ
৩৯ ভীত হইয়া তাহাদের নিকটে আসিয়া বিনয় পূর্ব্বক বাহিরে লইয়া গিয়া নগরহইতে প্রস্থান করিতে প্রার্থনা
৪০ করিল। এই রূপে কারাগারহইতে নির্গত হইয়া তাহারা লুদিয়ার বাটীতে প্রবেশ করিল; পরে ভ্রাতৃগণের সঙ্গে দেখা হইলে তাহাদিগকে সান্ত্বনা করিয়া তথাহইতে প্রস্থান করিল।

১৭ অধ্যায়।

১ পরে পৌল ও সীল আম্ফিপলি ও আপল্লোনিয়া নগর দিয়া গমন করিয়া থিষলনীকী নগরে উপস্থিত হইল।
২ সেই স্থানে যিহূদীয়দের এক ভজনালয় ছিল, অতএব পৌল আপন রীত্যনুসারে তাহাদের নিকটে গিয়া তিন বিশ্রামবারে তাহাদের সহিত ধর্ম্মপুস্তকের কথা প্রসঙ্গ
৩ করিয়া, অভিষিক্ত ত্রাতার দুঃখভোগ ও মৃতগণের মধ্যহইতে পুনরুত্থান করা আবশ্যক ছিল, এবং যে যীশুর কথা আমি তোমাদিগকে জানাইতেছি, তিনিই অভিষিক্ত ত্রাতা, এই সকল কথা তাহাদের বোধগম্য করিয়া প্রমাণ

৪ দিয়া স্থির করিল। তাহাতে তাহাদের মধ্যে কএক জন এবং বহুসংখ্যক ভক্ত গ্রীক লোক ও অনেক প্রধান স্ত্রীলোক বিশ্বাস করিয়া পৌল ও সীলের পশ্চাদ্গামী ৫ হইল। কিন্তু অবিশ্বাসি যিহূদীয় লোকেরা ঈর্ষ্যাতে পরিপূর্ণ হইয়া বাজারের কএক দুষ্ট লোককে সঙ্গে লইয়া জনতা করিয়া নগরের মধ্যে উৎপাত করণ পূর্ব্বক যাসোনের বাটী আক্রমণ করিয়া প্রেরিতগণকে ধরিয়া ৬ লোকসমূহের নিকটে আনিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু তাহাদিগকে না পাওয়াতে যাসোন প্রভৃতি কএক জন ভ্রাতাকে ধরিয়া নগরাধ্যক্ষদের নিকটে আনিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিল, যে মনুষ্যেরা তাবৎ জগৎকে লণ্ডভণ্ড করিয়াছে, তাহারা এ স্থানেও উপস্থিত হইল; এবং ৭ এই যাসোন তাহাদিগকে অতিথি করিয়াছে। আর ইহারা সকলে কৈসরের রাজ্যনীতির বিপরীতাচারী হইয়া ৮ বলে, যীশু নামে আর এক জন রাজা আছে। এই প্রকার কথাদ্বারা লোকসমূহকে ও নগরাধ্যক্ষদিগকে উদ্বিগ্ন ৯ করিলে তাহারা যাসোনের ও অন্যদের নিকটে প্রতিদেয় ধন লইয়া তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিল।

১০ পরে ভ্রাতৃগণ অবিলম্বে পৌলকে ও সীলকে রাত্রিকালে বিরয়া নগরে পাঠাইয়া দিলে তাহারা তথায় উপস্থিত ১১ হইয়া যিহূদীয়দের ভজনালয়ে গমন করিল। থিষলনীকীর লোক অপেক্ষা তাহারা সুশীল ছিল; কেননা তাহারা সম্পূর্ণ ইচ্ছুকতা পূর্ব্বক কথা গ্রহণ করিয়া, এমত হয় কি না, তাহা জানিবার নিমিত্তে প্রতিদিন ধর্ম্মপুস্ত-১২ কের আলোচনা করিল; তাহাতে তাহাদের মধ্যে অনেকে এবং গ্রীক লোকদের মধ্যেও অনেক মান্য ১৩ স্ত্রী ও পুরুষ বিশ্বাস করিল। কিন্তু বিরয়া নগরেতেও পৌলকর্ত্তৃক ঈশ্বরের কথা প্রচারিত হইতেছে,

ইহা থিষলনীকীর যিহূদীয়েরা জ্ঞাত হইয়া সে স্থানেও
১৪ আসিয়া লোকদিগকে ব্যস্ত করিল। তখন ভ্রাতৃগণ অবি-
লম্বে পৌলকে সমুদ্রপথে যাইবার মত প্রস্থান করা-
১৫ ইল; কিন্তু সীল ও তীমথিয় সে স্থানে রহিল। আর
পৌলের পথদর্শকেরা তাহাকে আথীনী নগর পর্য্যন্ত
লইয়া গেল; পরে তোমরা সীলকে ও তীমথিয়কে শীঘ্র
আমার কাছে আসিতে বলিবা, এমন আজ্ঞা পাইয়া
প্রত্যাগমন করিল।

১৬ আথীনী নগরে তাহাদের অপেক্ষা করণ সময়ে পৌল
ঐ নগর প্রতিমাতে পরিপূর্ণ দেখিয়া উত্তপ্তচিত্ত হইতে
১৭ লাগিল, এবং ভজনালয়ে যিহূদি ও ভক্ত লোকদের সহিত,
এবং বাজারে যাহাদের২ দেখা পাইত, তাহাদের সহিত
১৮ প্রতিদিন কথা প্রসঙ্গ করিত। তাহাতে তাহার সহিত
কএক জন ইপিকূরেয় ও স্তোয়িকীয় মতাবলম্বি জ্ঞানি
লোকের সাক্ষাৎ হইলে কেহ২ কহিতে লাগিল, এই
বাচাল কি বলিতে চাহে? আর কেহ২ বলিল, বোধ
হয়, এ ব্যক্তি কোন বিদেশি দেবতাদের প্রচারক হই-
বে; কারণ সে তাহাদিগকে যীশু ও উত্থিতি বিষয়ক
১৯ সুসমাচার জানাইত। শেষে তাহারা তাহাকে ধরিয়া
আরেয়পাগ নামক স্থানে লইয়া গিয়া কহিল, এই যে
নূতন শিক্ষা তুমি প্রচার করিতেছ, ইহা কি প্রকার,
২০ তাহা আমরা কি জানিতে পারিব? কেননা তুমি যে
কথা আমাদের কর্ণগোচর করিতেছ, তাহা অসম্ভব;
অতএব তাহার ভাবার্থ কিং, তাহা আমরা জানিতে বাঞ্ছা
২১ করি। ঐ আথীনী নগরের লোক ও তথায় প্রবাসি বি-
দেশি সকলে কেবল কোন নূতন কথা শ্রবণ কিম্বা প্রচার
করিতে২ কাল যাপন করিত।

২২ তখন পৌল আরেয়পাগের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া এই

কথা কহিতে লাগিল, হে আথীনীয় লোকেরা, আমি সর্ব্ববিষয়ে দেবতাদের প্রতি তোমাদের বড় ভক্তি দে-
২৩ খিতে পাইতেছি। বিশেষতঃ বেড়াইবার সময়ে তোমাদের পূজ্য বস্তু সকল নিরীক্ষণ করিয়া এক যজ্ঞবেদি দেখিলাম, তাহার উপরে 'অপরিচিত ঈশ্বরের উদ্দেশে,' এই কথা লিখিত ছিল। অতএব না জানিয়া যাঁহার সেবা তোমরা করিতেছ, তাঁহার কথা তোমাদিগকে জ্ঞাত
২৪ করি। জগতের ও তন্মধ্যস্থ সকলের সৃষ্টিকর্ত্তা যে ঈশ্বর, তিনি স্বর্গের ও পৃথিবীর অধিপতি হওয়াতে হস্তকৃত
২৫ মন্দিরে বাস করেন না; এবং কোন সামগ্রীর অভাব প্রযুক্ত মনুষ্যদের হস্তদ্বারা সেবিত হওনের অপেক্ষা করেন না, কেননা তিনি আপনি সকলকে জীবন ও শ্বাস
২৬ ও তাবৎ সামগ্রী দেন। আর তিনি এক রক্তহইতে তাবজ্জাতীয় মনুষ্যকে সৃষ্টি করিয়া তাবৎ ভূমণ্ডলে বাস করিতে দিয়া পূর্ব্বকালাবধি তাহাদের সময় এবং বাস-
২৭ স্থানের সীমা নিশ্চয় করিয়াছেন; (কি জন্যে?) তাহারা যেন ঈশ্বরের অন্বেষণ করিয়া হাঁতড়িয়া২ কোন মতে
২৮ তাঁহার উদ্দেশ পায়। তথাপি তিনি আমাদের কাহারও হইতে দূরে আছেন, তাহা নহে; কেননা তাঁহাতেই আমাদের জীবন ও গমনাগমন ও সত্ত্ব হয়, যেমন তোমাদের কএক জন কবিও কহিয়াছে, যথা, 'আমরাও
২৯ তাঁহার বংশ।' অতএব আমরা যদি ঈশ্বরের বংশ হই, তবে ঈশ্বরকে মনুষ্যদের কৌশল ও মনস্কল্পনানুসারে খোদিত স্বর্ণের কি রৌপ্যের কি প্রস্তরের সদৃশ জ্ঞান
৩০ করা আমাদের কর্ত্তব্য নহে। আর ঈশ্বর সেই পূর্ব্বকালীয় অজ্ঞানতার উপেক্ষা করিয়া এখন সর্ব্বস্থানের সকল মনুষ্যদিগকে মনঃপরিবর্ত্তন করিতে আজ্ঞা দিতেছেন;
৩১ যেহেতুক তিনি এমন এক দিন নিরূপণ করিয়াছেন,

যে দিনে আপনার নিযুক্ত এক ব্যক্তিদ্বারা ন্যায়েতে জগতীস্থ সকলের বিচার করিবেন; এবং সেই ব্যক্তিকে মৃতগণের মধ্যহইতে উত্থাপন করাতে তাঁহার বিষয়ে
৩২ সকলের বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ দিয়াছেন। তখন মৃত লোকদের উত্থানের কথা শুনিয়া কেহ২ উপহাস করিতে লাগিল; আর কেহ২ বলিল, তোমার কাছে ইহার
৩৩ প্রসঙ্গ আর এক বার শুনিব। এই রূপে পৌল তাহা-
৩৪ দের মধ্যহইতে প্রস্থান করিল। তথাপি কোন২ লোক তাহার পক্ষ হইয়া বিশ্বাস করিল; তাহাদের মধ্যে আরেয়পাগীয় দিয়নুষিয়, এবং দামারী নামে এক স্ত্রী, ও আর কএক জন ছিল।

১৮ অধ্যায়।

ঐ ঘটনার পরে পৌল আথীনী নগরহইতে যাত্রা
২ করিয়া করিন্থ নগরে আইল। ঐ সময়ের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে ক্লৌদিয় তাবৎ যিহূদীয়দিগকে রোমা নগরহইতে প্রস্থান করিবার আজ্ঞা দেওয়াতে পন্ত দেশজাত আকিলা নামে এক যিহূদীয় লোক প্রিস্কিল্লা নাম্নী জায়ার সহিত ইতালিয়া দেশহইতে তথায় আসিয়াছিল। পৌল সেই ব্য-
৩ ক্তির সাক্ষাৎ পাইয়া তাহাদের নিকটে গেল। এবং এক ব্যবসায় হওয়াতে তাহাদের সঙ্গে বাস করিয়া শিল্প কর্ম্ম করিত, কেননা তাহারাও তাম্বু নির্ম্মাণ ব্যবসায়ী
৪ ছিল। কিন্তু প্রতি বিশ্রামবারে সে ভজনালয়ে কথা প্রসঙ্গ করিয়া যিহূদি ও গ্রীক লোকদিগকে প্রবোধ দিত।
৫ অপর সীল ও তীমথিয় মাকিদনিয়া দেশহইতে আইলে পর, পৌল আত্মাতে আকৃষ্ট হইয়া যীশু যে অভিষিক্ত ত্রাতা বটেন, ইহার প্রমাণ যিহূদিদিগকে দিতে লাগিল।
৬ কিন্তু তাহারা বিরোধ ও নিন্দা করাতে পৌল বস্ত্র ঝা-

ড়িয়া তাহাদিগকে কহিল, তোমাদের রক্তপাতের দোষ তোমাদেরই মস্তকে বর্ত্তুক, আমি তাহাতে নির্দ্দোষ,
৭ অদ্যাবধি ভিন্নজাতীয়দের নিকটে যাই। পরে সে তথা-হইতে প্রস্থান পূর্ব্বক যুষ্ট নামে ঈশ্বরভক্ত এক জনের বাটীতে প্রবেশ করিল। সেই বাটী ভজনালয়ের পার্শ্বে
৮ ছিল। আর ভজনালয়ের অধ্যক্ষ ক্রীস্প সপরিবারে প্রভুতে বিশ্বাস করিল; এবং করিন্থ্ নগরের অনেক লোক শুনিয়া বিশ্বাস করণ পূর্ব্বক বাপ্তাইজিত হইতে
৯ লাগিল। পরে রাত্রিকালে প্রভু পৌলকে দর্শনেতে কহি-লেন, ভয় করিও না, কথা প্রচার কর, নীরব থাকিও
১০ না। আমি তোমার সঙ্গে আছি, হিংসা করণার্থে কেহই তোমাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না; কেননা এ নগরে
১১ আমার অনেক প্রজা আছে। তাহাতে পৌল তাহাদের মধ্যে প্রায় দেড় বৎসর পর্য্যন্ত অবস্থিতি করিয়া ঈশ্বরের কথা শিক্ষা দিল।

১২ তখন গাল্লিয়ো নামক ব্যক্তি আখায়া দেশের অধি-পতি হইলে যিহূদীয়েরা একবাক্য হইয়া পৌলকে আ-
১৩ ক্রমণ করিয়া বিচারস্থানে লইয়া গিয়া কহিল, এই মনুষ্য ব্যবস্থার বিপরীতে ঈশ্বরের ভজনা করিতে
১৪ লোকদিগকে কুপ্রবৃত্তি দিতেছে। তাহাতে পৌল উত্তর করিতে উদ্যত হইলে গাল্লিয়ো যিহূদীয়দিগকে কহিল, কোন অধর্ম্মের কিম্বা খলতার দুষ্ক্রিয়া যদি হইত, তবে হে যিহূদি লোকেরা, আমি বিধিমতে তোমাদের কথা
১৫ সহ্য করিতাম। কিন্তু কেবল বাক্য কিম্বা নাম কি তো-মাদের মধ্যে গ্রাহ্যশাস্ত্র বিষয়ক বিবাদ যদি হয়, তবে তোমরাই তাহা বুঝিবা, কেননা সেই সকলের বিচার-
১৬ কর্ত্তা হইতে আমি চাহি না। ইহা বলিয়া সে তাহা-
১৭ দিগকে বিচারস্থানহইতে তাড়াইয়া দিল। তাহাতে গ্রীক

লোক সকল ভজনালয়ের অধ্যক্ষ সোস্থিনিকে ধরিয়া বিচারস্থানের সম্মুখে প্রহার করিতে লাগিল; কিন্তু গাল্লিয়ো সে সকল বিষয়ে কিছু মনোযোগ করিল না।

১৮ অনন্তর পৌল সে স্থানে আরও অনেক দিন বাস করিলে পর ভ্রাতৃগণের নিকটে বিদায় হইয়া প্রিস্কিল্লা ও আকিলার সহিত সমুদ্রপথে সুরিয়া দেশে প্রস্থান করিল, কারণ কোন ব্রতের নিমিত্তে সে কিংক্রিয়া নগরে ১৯ মস্তক মুণ্ডন করিয়াছিল। পথের মধ্যে ইফিষ নগরে উপস্থিত হইয়া ঐ দুই জনকে সে স্থানে রাখিল; এবং আপনি ভজনালয়ে প্রবেশ করিয়া যিহূদীয়দের ২০ সহিত কথা প্রসঙ্গ করিল বটে, কিন্তু তাহারা আপনাদের নিকটে আর কিছু দিন থাকিতে বিনয় করিলে সে অস্বীকার পূর্ব্বক কহিল, যিরূশালমে এই আগামি ২১ পর্ব্ব পালন করা আমার নিতান্ত আবশ্যক; ঈশ্বরের ইচ্ছা হইলে আমি আর এক বার তোমাদের কাছে ফিরিয়া আসিব। এই রূপে তাহাদের নিকটে বিদায় ২২ হইয়া সে জলপথে ইফিষহইতে প্রস্থান করিল। পরে কৈসরিয়াতে উপস্থিত হইয়া (যিরূশালমে) যাইয়া মণ্ডলীকে নমস্কার করিয়া তথাহইতে আন্তিয়খিয়া নগরে ২৩ গমন করিল। এবং সে স্থানে কিছু কাল যাপন করিয়া তথাহইতে প্রস্থান পূর্ব্বক ক্রমশঃ গালাতিয়া ও ফরুগিয়া দেশ ভ্রমণ করিতে২ তাবৎ শিষ্যদের মন সুস্থির করিতে লাগিল।

২৪ ঐ সময়ে সিকন্দরিয়া নগরে জাত আপল্লো নামক এক যিহূদীয় লোক ইফিষ নগরে আইল; সে সুবক্তা ২৫ এবং ধর্ম্মশাস্ত্রে সক্ষম। সে প্রভুর পথ বিষয়ক শিক্ষা পাইয়াছিল, এবং উত্তপ্তমনা হওয়াতে প্রভুবিষয়ক কথা শুদ্ধরূপে কহিয়া উপদেশ দিত, তথাপি কেবল যোহ-

২৬ নের বাপ্তিস্ম বুঝিত। সেই ব্যক্তি ভজনালয়ে প্রগল্‌ভ-
রূপে কহিতে লাগিল; তাহাতে আকুিলা ও প্রিস্কিল্লা
তাহার উপদেশ শুনিয়া আপনাদের নিকটে তাহাকে
আনিয়া ঈশ্বরের পথ আরও সূক্ষ্মরূপে বুঝাইয়া দিল।
২৭ পরে সে আখায়া দেশে যাইতে মানস করিলে ভ্রাতৃ-
গণ তাহাকে গ্রাহ্য করিতে পত্রদ্বারা তথাকার শিষ্য-
দিগকে আশ্বাস দিল; তাহাতে সে তথায় উপস্থিত হইয়া
অনুগ্রহদ্বারা বিশ্বাসকারিদের বিস্তর উপকার করিল;
২৮ ফলতঃ যীশু যে অভিষিক্ত ত্রাতা, ইহা শাস্ত্রীয় প্রমাণদ্বারা
প্রতিপন্ন করিয়া সর্ব্বসাধারণের সাক্ষাতে যিহূদীয়দিগকে
বিচারে অপ্রতিভ করিল।

১৯ অধ্যায়।

১ করিন্থ নগরে আপল্লোর অবস্থিতি করণ সময়ে পৌল
সমুদ্রহইতে দূরবর্ত্তি অঞ্চল দিয়া আগমন পূর্ব্বক ইফিষ
২ নগরে উপস্থিত হইল। তথায় কএক জন শিষ্যের সাক্ষাৎ
পাইয়া তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, বিশ্বাসী হইলে
পর তোমরা কি পবিত্র আত্মা পাইয়াছিলা? তাহাতে
তাহারা উত্তর করিল, পবিত্র আত্মা যে আছেন, তাহা
৩ আমরা শুনিও নাই। তখন সে তাহাদিগকে কহিল,
তবে কিসেতে বাপ্তাইজিত হইয়াছিলা? তাহারা কহিল,
৪ যোহনের বাপ্তিস্মেতে। তাহাতে পৌল কহিল, যোহন
আপনার পশ্চাৎ আগমন করিতে উদ্যত ব্যক্তিতে,
অর্থাৎ যীশু খ্রীষ্টেতে, বিশ্বাস করণের আদেশ লোক-
দিগকে দিয়া মনঃপরিবর্ত্তন বিষয়ক বাপ্তিস্মেতে বাপ্তা-
৫ ইজিত করিত। এমন কথা শুনিয়া তাহারা প্রভু যীশুর
৬ নামে বাপ্তাইজিত হইল। পরে পৌল তাহাদের মস্তকে
হস্তার্পণ করিলে তাহাদের উপরে পবিত্র আত্মা নামি-

লেন, তাহাতে তাহারা নানাবিধ ভাষা এবং ভবিষ্যৎ
৭ কথা কহিতে লাগিল। সেই লোকেরা সর্ব্বশুদ্ধ প্রায়
দ্বাদশ জন ছিল।

৮ পরে পৌল ভজনালয়ে প্রবেশ করিয়া সাহসী হইয়া
প্রায় তিন মাস পর্য্যন্ত ঈশ্বরের রাজত্ব বিষয়ক প্রসঙ্গ
৯ করিত ও প্রবোধকথা কহিত। কিন্তু কএক জন কঠিন-
মনা ও অবিশ্বাসী হইয়া সকলের সাক্ষাতে সেই পথের
নিন্দা করিতে প্রবৃত্ত হইলে, পৌল তাহাদিগকে ছা-
ড়িয়া শিষ্যগণকে পৃথক্ করিয়া প্রতিদিন তুরান্ন নামে
১০ এক ব্যক্তির বিদ্যালয়ে বাদানুবাদ করিতে লাগিল। এই
রূপে দুই বৎসর পর্য্যন্ত করিল; তাহাতে আশিয়া দেশ-
নিবাসি যিহূদি ও গ্রীক লোক সকলে প্রভু যীশুর কথা
১১ শুনিতে পাইল। আর পৌলের হস্তদ্বারা ঈশ্বর এমত
১২ অদ্ভুত কর্ম্ম করিতেন, যে তাহার গাত্রহইতে পরিধেয়
কিম্বা গাত্রমার্জ্জনী বস্ত্র পীড়িত লোকদের নিকটে আ-
নিলে তাহারা ব্যাধিহইতে মুক্ত হইত, এবং অপবিত্র
ভুতগণ তাহাদের হইতে বহির্গত হইত।

১৩ অপর দেশ পর্য্যটনকারি কএক যিহূদীয় ভুতড়িয়া
অপবিত্র ভূতগ্রস্ত লোকদের কাছে প্রভু যীশুর নাম
জপ করিতে উপক্রম করিয়া বলিতে লাগিল, যাঁহার কথা
পৌল প্রচার করে, সেই যীশুর নাম লইয়া তোমাদি-
১৪ গকে আজ্ঞা দিতেছি। বিশেষতঃ যিহূদীয় স্কিবা নামে
এক জন প্রধান যাজকের সাত পুত্র এই প্রকার কর্ম্ম
১৫ করিল; তাহাতে এক অপবিত্র ভূত উত্তর করিল, যীশুকে
১৬ আমি জানি, পৌলকেও চিনি, কিন্তু তোমরা কে? ইহা
বলিয়া সে অপবিত্র ভুতগ্রস্ত মনুষ্য লম্ফ দিয়া তাহা-
দের উপরে পড়িয়া বলেতে তাহাদিগকে পরাস্ত করিল;
তাহাতে তাহারা উলঙ্গ ও ক্ষতবিক্ষত হইয়া সেই গৃহ-

১৭ হইতে পলায়ন করিল। তখন ইফিষ নগরনিবাসি তাবৎ যিহূদি ও গ্রীক লোক এই কথা অবগত হইয়া সকলে ভয়গ্রস্ত হইল, এবং প্রভু যীশুর নাম মহিমান্বিত হইতে
১৮ লাগিল। আর যাহারা বিশ্বাসী হইয়াছিল, তাহাদের অনেকে আসিয়া আপন২ ক্রিয়া স্বীকার করিয়া প্রকাশ
১৯ করিতে লাগিল। এবং যাহারা গণনাদি ক্রিয়া করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে অনেকে আপন২ গ্রন্থ আনিয়া একত্র করণ পূর্ব্বক সকলের সাক্ষাতে দগ্ধ করিয়া ফেলিল; তাহার মূল্য গণনা করিলে দেখা গেল, সে পঞ্চাশ
২০ সহস্র রূপ্য মুদ্রা। এই প্রকারে প্রভুর কথা বর্দ্ধিষ্ণু হইয়া প্রবল হইল।

২১ অপর এই সকল কর্ম্ম সম্পন্ন হইলে পৌল মাকিদনিয়া ও আখায়া দেশ দিয়া যিরূশালমে যাইতে মনস্থ করিয়া কহিল, তথায় যাত্রা করিলে পর আমাকে রোমা নগর
২২ দেখিতে হইবে। অতএব যাহারা তাহার পরিচর্য্যা করিত, এমত দুই জনকে অর্থাৎ তীমথিয় ও ইরাস্তকে মাকিদনিয়া দেশে প্রেরণ করিয়া আপনি-আর কিছু কাল
২৩ আশিয়া দেশে রহিল। কিন্তু তৎসময়ে এই মতের বিষয়ে
২৪ মহাকলহ হইল। তাহার কারণ এই, দীমীত্রিয় নামে এক স্বর্ণকার ছিল, সে দীয়ানার রূপ্যময় মন্দির নির্ম্মাণদ্বারা আপনার ও শিল্পকারি সকলের যথেষ্ট লাভ জন্মাইত।
২৫ সেই ব্যক্তি তাহাদিগকে এবং সেই প্রকার ব্যবসারি তাবৎ লোককে ডাকিয়া কহিল, হে মহাশয়েরা, তোমরা
২৬ জ্ঞান, এই ব্যবসায়দ্বারা আমাদের সম্পত্তি হয়। কিন্তু তোমরা দেখিতেছ ও শুনিতেছ, কেবল ইফিষ নগরে নয়, প্রায় সমস্ত আশিয়া দেশে ঐ পৌল লোকদিগকে ভুলাইয়া, হস্তনির্ম্মিত যে ঈশ্বর সে ঈশ্বর নয়, ইহা বলিয়া
২৭ অনেকের মতান্তর করিয়াছে। তাহাতে আমাদের এই

উপজীবিকার অপযশ হওনের সম্ভাবনা আছে, কেবল তাহা নয়; সমস্ত আশিয়ার বরং জগতের লোকেরা যে দীয়ানা মহাদেবীর পূজা করে, তাঁহারও মন্দিরের অবজ্ঞা
২৮ এবং মহিমার নাশ হওনের সম্ভাবনা আছে। এমন কথা শুনিয়া তাহারা ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া উচ্চৈঃস্বরে
২৯ কহিতে লাগিল, ইফিষীয়দের দীয়ানা মহাদেবী। তাহাতে তাবৎ নগর কলহেতে পরিপূর্ণ হইল। পরে তাহারা মাকিদনীয় গায় ও আরিষ্টার্খ নামে পৌলের দুই জন সহচরকে ধরিয়া লইয়া একচিত্তে রঙ্গভূমিতে বেগে
৩০ দৌড়িল। তাহাতে পৌল লোকদের নিকটে যাইতে উদ্যত
৩১ হইল, কিন্তু শিষ্যগণ তাহাকে যাইতে দিল না। আর আশিয়া দেশস্থ যে কএক জন প্রধান লোক পৌলের বন্ধু ছিল, তাহারাও তাহার কাছে লোক পাঠাইয়া রঙ্গ-
৩২ ভূমিতে যেন না যায়, এমত নিবেদন করিল। ইতিমধ্যে নানা লোক নানা প্রকারে চেঁচাইতে লাগিল, কেননা সভা উপপ্লুত ছিল, এবং কি জন্যে সমাগত হইয়া-
৩৩ ছিল, তাহা অধিকাংশ লোক বলিতে পারিল না। তখন যিহূদীয়েরা সিকন্দরকে অগ্রসর করাতে লোকেরা জনতার মধ্যহইতে তাহাকে বাহির করিলে সিকন্দর হস্তদ্বারা সঙ্কেত করিয়া সভার প্রতি বক্তৃতা করিতে উদ্যত
৩৪ হইল। কিন্তু সে যে যিহূদী, ইহা নিশ্চয় হইলে সকলে এক স্বরে প্রায় দুই ঘণ্টা পর্য্যন্ত, ইফিষীয়দের দীয়ানা
৩৫ মহাদেবী, ইহা বলিয়া চেঁচাইতে লাগিল। শেষে প্রধান লেখক জনতাকে ক্ষান্ত করিয়া কহিল, হে ইফিষীয় লোক সকল, ইফিষীয়দের নগরী যে দীয়ানা মহাদেবীর, বিশেষতঃ বৃহস্পতিহইতে পতিত তাঁহার প্রতিমার পাদসে-
৩৬ বিকা, ইহা কে না জানে? অতএব ইহা অকাট্য হওয়াতে ক্ষান্ত থাকা, এবং অবিবেচনার কোন কর্ম্ম না করা

৩৭ তোমাদের উচিত। এই যে মনুষ্যদিগকে এ স্থানে আনিয়াছ, ইহারা পবিত্র বস্তুর অপহারক কিম্বা তোমাদের ৩৮ দেবীর নিন্দক নহে। যদি কাহারো সহিত দীমীত্রিয়ের ও তাহার সহকারি শিল্পকরদের কোন বিবাদ থাকে, তবে বিচারদিন ও দেশাধ্যক্ষগণ আছে, তাহারা বিচার- ৩৯ স্থানে উত্তর প্রত্যুত্তর করুক। আর তোমাদের অন্য কোন কথা যদি থাকে, তবে নিয়মিত সভাতে তাহার নিষ্পত্তি ৪০ হইবে। কিন্তু এই দিন প্রযুক্ত আমাদের প্রতি উপপ্লবের দোষারোপ হওনেরও সম্ভাবনা আছে; যেহেতুক এই বিরোধের উত্তর দেওনের উপায়মাত্র আমাদের নাই। ৪১ ইহা বলিয়া সে সভাস্থ সকলকে বিদায় করিল।

২০ অধ্যায়।

১ সেই কলহ নিবৃত্ত হইলে পরে পৌল শিষ্যগণকে ডাকিয়া বিদায় লইয়া মাকিদনিয়া দেশে যাইবার নি- ২ মিত্তে প্রস্থান করিল। পরে সেই অঞ্চল দিয়া গমন করিতে২ শিষ্যদিগকে অনেক প্রবোধকথা কহিয়া গ্রীস ৩ দেশে উপস্থিত হইল। সেই স্থানে তিন মাস পর্য্যন্ত অবস্থিতি করিয়া জলপথে সুরিয়া দেশে যাইতে উদ্যত হইলে যিহূদীয়েরা তাহার হিংসার্থে ঘাঁটি বসাইল, তাহাতে সে মাকিদনিয়া দেশ দিয়া ফিরিয়া যাইতে স্থির ৪ করিল। আর বিরয়া নগরীয় সোপাত্র, ও থিষলনীকীয় আরিষ্টার্খ ও সিকুন্দ, ও দর্ব্বীনগরীয় গায় ও তীমথিয়, এবং আশিয়া দেশীয় তুখিক ও ত্রফিম, ইহারা আশিয়া ৫ দেশ পর্য্যন্ত তাহার সহিত গেল। এই সকলে অগ্রসর হইয়া ৬ ত্রোয়া নগরে আমাদের অপেক্ষা করিল। পরে তাড়ীশূন্য রুটীর পর্ব্বদিন গত হইলে আমরা ফিলিপ্পী হইতে জলপথে প্রস্থান করিয়া পাঁচ দিনে ত্রোয়াতে তাহাদের

নিকটে উপস্থিত হইয়া সে স্থানে সাত দিন অবস্থিতি করিলাম।

৭ অনন্তর সপ্তাহের প্রথম দিনে শিষ্যেরা রুটী ভাঙ্গিতে একত্র হইলে পৌল পরদিনে প্রস্থান করিতে উদ্যত হওয়াতে তাহাদের সহিত কথা প্রসঙ্গ করিয়া দুই প্রহর
৮ রাত্রি পর্য্যন্ত বক্তৃতা করিল। তখন তাহারা যে উপরিস্থ কুঠরীতে সভা করিয়াছিল, সে স্থানে অনেক প্রদীপ
৯ ছিল। তাহাতে বাতায়নে উপবিষ্ট উতুখ নামে এক জন যুবা ঘোরতর নিদ্রায় মগ্ন হইল; এবং পৌল অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত কথা প্রসঙ্গ করিলে সে নিদ্রায় মগ্ন হওয়াতে ঐ তেতালাহইতে নীচে পড়িল, তাহাতে লোকেরা তাহাকে
১০ মৃতবৎ তুলিল। কিন্তু পৌল নামিয়া গিয়া তাহার গাত্রে পড়িয়া ক্রোড়ে করিয়া কহিল, তোমরা ব্যাকুল হইও
১১ না; ইহার প্রাণ বিয়োগ হয় নাই। পরে সে পুনর্ব্বার উপরে গিয়া রুটী ভাঙ্গিয়া ভোজন করিয়া অনেক ক্ষণ অর্থাৎ রাত্রি প্রভাত পর্য্যন্ত কথাবার্ত্তা কহিয়া প্রস্থান
১২ করিল। পরে তাহারা সেই বালককে জীবৎ পাইয়া লইয়া গিয়া পরম সান্ত্বনা প্রাপ্ত হইল।

১৩ অনন্তর আমরা অগ্রসর হইয়া জাহাজে উঠিয়া পৌলকে তুলিয়া লইবার নিমিত্তে আসঃ নগরে গেলাম; কারণ সে স্থলপথে যাইতে মনস্থ করাতে ইহা নিরূপণ
১৪ করিয়াছিল। পরে সে ঐ আসঃ নগরে আমাদের সঙ্গ ধরিলে আমরা তাহাকে তুলিয়া লইয়া মিতুলীনীতে আই-
১৫ লাম। তথাহইতে জাহাজ খুলিয়া পরদিনে খীয়ের সম্মুখে উত্তরিলাম; দ্বিতীয় দিনে সামঃ উপদ্বীপে উপস্থিত হইয়া ত্রোগুল্লিয়েতে থাকিয়া পরদিনে মিলীত নগরে আই-
১৬ লাম। যেহেতুক আশিয়া দেশে যেন বিলম্ব না হয়, এই জন্যে পৌল ইফিষ নগর ফেলিয়া যাইতে স্থির করিয়া

ছিল; কারণ সাধ্য হইলে পঞ্চাশত্তমীর দিনে যিরূশা-
লমে উপনীত হইবার নিমিত্তে সে ত্বরা করিতেছিল।
১৭ মিলীতহইতে সে ইফিষে লোক পাঠাইয়া মণ্ডলীর
১৮ প্রাচীনবর্গকে ডাকাইয়া আনিল। তাহারা তাহার নিক-
টে উপস্থিত হইলে সে তাহাদিগকে কহিতে লাগিল,
আশিয়া দেশে আগমনের প্রথম দিন অবধি আমি তো-
মাদের মধ্যে কি রূপে কাল যাপন করিতাম, তাহা
১৯ তোমরা জান। আমি সম্পূর্ণ নম্রতার সহিত অশ্রুপাত
পূর্ব্বক আমার হিংসার্থি যিহূদীয়দের চেষ্টাহইতে উৎ-
২০ পন্ন নানা পরীক্ষার মধ্যে প্রভুর সেবা করিতাম। এবং
কোন হিতকথা গোপন না করিয়া তোমাদিগকে সকলই
জানাইতে এবং সর্ব্বসাধারণের সাক্ষাতে ও ঘরে২ শিক্ষা
২১ দিতে ত্রুটি করিতাম না; বিশেষতঃ ঈশ্বরের প্রতি মনঃ-
পরিবর্ত্তন এবং আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের প্রতি বি-
শ্বাস করা আবশ্যক, যিহূদি ও গ্রীক লোকদের নিকটে
২২ এমত সাক্ষ্য দিতাম। দেখ, সম্প্রতি আমি আত্মাতে বদ্ধ
হইয়া যিরূশালমে যাত্রা করিতেছি; সে স্থানে আমার
২৩ প্রতি কি২ ঘটিবে, তাহা জানি না, কিন্তু আমাকে বন্ধন
ও ক্লেশ ভোগ করিতে হইবে, ইহা পবিত্র আত্মা নগরে২
২৪ প্রমাণ দিতেছেন। কিন্তু সে সকল আমি মানি না, এবং
নিজ প্রাণকেও প্রিয় জ্ঞান করি না, কেবল আমার
গন্তব্য পথের শেষ পর্য্যন্ত দৌড়িতে, এবং ঈশ্বরের অনু-
গ্রহ বিষয়ক সুসমাচারের পক্ষে সাক্ষ্য দিবার জন্যে যে
সেবার ভার প্রভু যীশুর নিকটে পাইয়াছি, তাহা সাধন
২৫ করিতে বাঞ্ছা করিতেছি। আর এখন দেখ, যাহাদের
নিকটে আমি ঈশ্বরের রাজত্বের ঘোষণা করিতে২ ভ্রমণ
করিয়াছি, এমন যে তোমরা, তোমরা সকলে আমার
২৬ মুখ আর দেখিতে পাইবা না, তাহা আমি জানি; এই

কারণ অদ্য তোমাদিগকে সাক্ষী করিয়া কহিতেছি, তো-
২৭ মাদের রক্তপাত বিষয়ে আমি নির্দ্দোষ; যেহেতুক আমি
তোমাদিগকে ঈশ্বরের সমস্ত মন্ত্রণা জ্ঞাত করিতে ত্রুটি
২৮ করি নাই। অতএব তোমরা আপনাদের বিষয়ে, এবং
পবিত্র আত্মা তোমাদিগকে অধ্যক্ষ করিয়া যাহার মধ্যে
নিযুক্ত করিয়াছেন, সেই কৃৎস্ন পালের বিষয়ে সাবধান
হইয়া তাঁহার নিজ রক্তদ্বারা ক্রীত ঈশ্বরের মণ্ডলীকে
২৯ চরাও। কেননা আমি জানি, আমি গেলে পরে দুরন্ত
কেন্দুয়া ব্যাঘ্রেরা তোমাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়া
৩০ পালের প্রতি নির্দ্দয় আচরণ করিবে; বরঞ্চ তোমাদের
মধ্যহইতেও কোন২ লোক উঠিয়া শিষ্যদিগকে আকর্ষণ
পূর্ব্বক আপনাদের পশ্চাদ্গামী করিবার নিমিত্তে বিপ-
৩১ রীত উপদেশ দিবে। অতএব জাগ্রৎ হইয়া থাক; আর
আমি তিন বৎসর পর্য্যন্ত দিবারাত্রি প্রত্যেক জনকে
অশ্রুপাত পূর্ব্বক প্রবোধ দিতে ক্লান্ত হই নাই, ইহা
৩২ স্মরণ কর। এখন হে ভ্রাতৃগণ, ঈশ্বরের নিকটে ও তাঁ-
হার অনুগ্রহের বাক্যের নিকটে তোমাদিগকে সমর্পণ
করি, কেননা তোমাদের নিষ্ঠা জন্মাইতে এবং তাবৎ
পবিত্রীকৃত লোকদের মধ্যে তোমাদিগকে অধিকার দিতে
৩৩ তাঁহার সাধ্য আছে। আমি কাহারো স্বর্ণ কি রূপ্য কি
৩৪ বস্ত্রের প্রতি লোভ করি নাই, কিন্তু আমার নিজের
এবং আমার সঙ্গিদের নির্ব্বাহ করণার্থে আমার এই
দুই হস্ত শ্রম করিয়াছে, ইহা তোমরা আপনারা জ্ঞাত
৩৫ আছ। এই সকল বিষয়ে আমি তোমাদের দৃষ্টান্ত
হইয়াছি; ফলতঃ এই প্রকারে শ্রম করিয়া বলহীন লো-
কদের উপকার ও প্রভু যীশুর বাক্য স্মরণ করা আ-
মাদের উচিত, কেননা তিনি আপনি কহিয়াছেন, গ্রহণ
অপেক্ষা বরং দান করা ধন্যবাদের কর্ম্ম।

৩৬ এই কথা কহিয়া সে হাঁটু পাতিয়া সকলের সহিত ৩৭ প্রার্থনা করিল। তাহাতে তাহারা সকলে অনেক ক্রন্দন ৩৮ করিয়া গলা ধরিয়া পৌলকে চুম্বন করিল। এবং আমার মুখ আর দেখিতে পাইবা না, এই যে কথা সে কহিয়াছিল, তন্নিমিত্তে বিশেষরূপে বিলাপ করিল; পরে জাহাজ পর্য্যন্ত তাহার সঙ্গে যাইয়া বিদায় হইল।

২১ অধ্যায়।

১ এই প্রকারে তাহাদের হইতে বিচ্ছেদ হইলে আমরা পাইল তুলিয়া সোজা পথ দিয়া কো উপদ্বীপে আসিয়া পরদিবসে রোদঃ উপদ্বীপে, এবং তথাহইতে পাত্তারায় ২ উপস্থিত হইলাম। সেই স্থানে ফৈনীকিয়া দেশগামি এক জাহাজ পাইয়া তাহাতে আরোহণ পূর্ব্বক জলপথে যা- ৩ ইতে২ কুপ্র উপদ্বীপের দেখা পাইয়া তাহা বাম দিগে রাখিয়া সুরিয়া দেশের নিকটে গিয়া সোর নগরে লাগান করিলাম; কেননা সে স্থানে জাহাজের বোঝাই ৪ ফেলিতে হইল। এবং তথাকার শিষ্যগণের সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে আমরা সাত দিন তথায় অবস্থিতি করিলাম; আর তাহারা পবিত্র আত্মাদ্বারা পৌলকে যিরূশালমে ৫ যাইতে নিষেধ করিল। ঐ সাত দিন যাপন করিলে পর আমরা যখন নির্গত হইয়া প্রস্থান করিলাম, তখন তাহারা আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলে নগরের বাহির পর্য্যন্ত আমাদের সহিত গমন করাতে আমরা সমুদ্রের ধারে ৬ হাঁটু পাতিয়া প্রার্থনা করিলাম। পরে পরস্পর বিদায় হইয়া আমরা জাহাজে উঠিলাম, ও তাহারা আপন২ ঘরে ফিরিয়া গেল।

৭ পরে আমরা জলযাত্রা শেষ করিতে সোর নগরহইতে যাইয়া তলিমায়ি নগরে উপস্থিত হইলাম। সে স্থানে

ভ্রাতৃগণকে নমস্কার করিয়া এক দিন তাঁহাদের সঙ্গে
৮ বাস করিলাম। পরদিনে পৌল ও তাহার সঙ্গি লোক
আমরা প্রস্থান পূর্ব্বক কৈসরিয়া নগরে উপস্থিত হইয়া
সুসমাচারপ্রচারক যে ফিলিপ সপ্ত জনের মধ্যে গণিত
ছিল, তাহার বাটীতে প্রবেশ করিয়া বাস করিলাম।
৯ সেই ব্যক্তির অবিবাহিতা চারি কন্যা ভবিষ্যদ্বক্ত্রী ছিল।
১০ ঐ স্থানে আমরা কতক দিন অবস্থিতি করিলে যিহূদা-
দেশহইতে আগাব নামে এক জন ভবিষ্যদ্বক্তা উপস্থিত
১১ হইল। সে আমাদের নিকটে আসিয়া পৌলের কটি-
বন্ধন লইয়া আপনার হস্ত পদ বন্ধন পূর্ব্বক কহিল,
পবিত্র আত্মা এই কথা কহিতেছেন, যাহার এই কটি-
বন্ধন, তাহাকে যিহূদীয়েরা যিরূশালম্ নগরে এই
প্রকারে বন্ধন করিয়া অন্যজাতীয়দিগের হস্তে সমর্পণ
করিবে।

১২ এমন কথা শুনিয়া তথাকার ভ্রাতৃগণ ও আমরা পৌ-
১৩ লকে যিরূশালমে না যাইতে বিনতি করিলাম। কিন্তু
সে উত্তর করিল, তোমরা কেন ক্রন্দন করিয়া আমার
অন্তঃকরণ চূর্ণ করিতেছ? প্রভু যীশুর নামের নিমিত্তে
আমি যিরূশালমে বদ্ধ হইতে প্রস্তুত আছি, কেবল তাহা
১৪ নয়, প্রাণ ত্যাগ করিতেও প্রস্তুত আছি। এই রূপে সে
আমাদের কথা অগ্রাহ্য করাতে আমরা ক্ষান্ত হইয়া
১৫ কহিলাম, প্রভুর যাহা ইচ্ছা তাহাই হউক। পূর্ব্বোক্ত
কতক দিনের শেষে আমরা পাথেয় সামগ্রী লইয়া যিরূ-
১৬ শালমে যাত্রা করিলাম। তাহাতে কৈসরিয়া নগরবাসি
কএক শিষ্য আমাদের সঙ্গে যাইয়া, যাহার সহিত আ-
মাদিগকে বাস করিতে হইবে, সেই কুপ্রীয় ম্নাসোন্
নামক প্রাচীন শিষ্যের নিকটে আমাদিগকে লইয়া গেল।
১৭ যিরূশালমে উপস্থিত হইলে পরে ভ্রাতৃগণ আহ্লাদে

১৮ আমাদিগকে গ্রহণ করিল। পরদিনে পৌল আমাদের সহিত যাকুবের বাটীতে প্রবেশ করিল, এবং প্রাচীন
১৯ লোক সকলও তথায় উপস্থিত হইল। পরে সে তাহাদিগকে নমস্কার করিয়া ঈশ্বর তাহার পরিচর্য্যাদ্বারা অন্যজাতীয়দের মধ্যে যে সকল কর্ম্ম সাধন করিয়াছেন,
২০ তাহার আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত তাহাদিগকে জানাইল। তাহা শুনিয়া তাহারা ঈশ্বরের ধন্যবাদ পূর্ব্বক এই কথা কহিল, হে ভ্রাতঃ, যিহূদীয়দের মধ্যে সহস্র২ লোক বিশ্বাসী হইয়াছে, ইহা প্রত্যক্ষ দেখিতেছ; কিন্তু তা-
২১ হারা সকলেই ব্যবস্থার পক্ষে উদ্‌যোগী। আর তোমার বিষয়ে তাহাদিগকে এমত কথা কহা গিয়াছে, যে তুমি অন্যজাতীয়দের মধ্যে প্রবাসি তাবৎ যিহূদি লোককে শিশুদের ত্বক্‌ছেদ এবং অন্যান্য রীতির প্রতিপালন অকর্ত্তব্য, ইহা বলিয়া মূসার মত ত্যাগ করিতে শিক্ষা
২২ দিয়া থাক। অতএব এখন কি করা যায়? শিষ্যসমূহকে অবশ্য একত্র হইতে হইবে, কেননা তুমি আসিয়াছ,
২৩ ইহা তাহারা শুনিতে পাইবে। আমরা তোমাকে এক পরামর্শ দি, তুমি তাহাই কর। ব্রত স্বীকার করিয়াছে,
২৪ আমাদের এমন চারি পুরুষ আছে; তাহাদিগকে লইয়া তাহাদের সহিত আপনাকেও শুচি কর, এবং তাহাদের মস্তক মুণ্ডনার্থক ব্যয় কর। তাহা করিলে তোমার বিষয়ে যে২ কথা তাহাদিগকে বলা গিয়াছে, তাহা কিছু নয়, কিন্তু তুমিও ব্যবস্থাপালনরূপ পথে চলিতেছ, ইহা
২৫ সকলে জানিবে। আর অন্য জাতীয়দের মধ্যে যাহারা বিশ্বাসী হইয়াছে, তাহাদের নিকটে আমরা পত্র লিখিয়া ইহা স্থির করিয়াছি, যে দেবতার প্রসাদ ও রক্ত ও গলা টিপিয়া মারা প্রাণি ভক্ষণ এবং ব্যভিচার, এই সকলহইতে আপনাদিগকে রক্ষা করা ব্যতিরেকে এই প্রকার

আর কোন বিধি তাহাদের পালন করিতে হইবে না।
২৬ তখন পৌল ঐ কএক জনকে লইয়া পরদিবসে তাহাদের সহিত শুচি হইয়া মন্দিরে প্রবেশ করিয়া তাহাদের প্রত্যেকের নিমিত্তে নৈবেদ্যাদির উৎসর্গ হওন পর্য্যন্ত শৌচকর্ম্মে কত দিন লাগিবে, তাহা জানাইল।
২৭ অনন্তর সেই সপ্ত দিন প্রায় সমাপ্ত হইলে আশিয়া দেশনিবাসি যিহূদীয়েরা তাহাকে মন্দিরের মধ্যে দেখিয়া
২৮ লোকসমূহের কলহ জন্মাইয়া তাহাকে ধরিয়া চেঁচাইতে লাগিল, হে ইস্রায়েল্ লোক সকল, সহায়তা কর; এ সেই ব্যক্তি যে আমাদের জাতির ও ব্যবস্থার এবং এই স্থানের বিপরীতে সর্ব্বত্র সকলকে শিক্ষা দিতেছে; আরও সে গ্রীক লোকদিগকে মন্দিরমধ্যে আনিয়া এই পবিত্র
২৯ স্থানকে অপবিত্র করিয়াছে। পূর্ব্বে তাহারা নগরের মধ্যে ইফিষ নগরীয় ত্রফিমকে পৌলের সঙ্গে দেখিয়াছিল, এ কারণ পৌল তাহাকে মন্দিরের মধ্যে আনিয়া থাকিবে,
৩০ ইহা অনুমান করিল। তখন সমুদয় নগরে কলহ হওয়াতে লোকেরা দৌড়িয়া জনতা করিয়া পৌলকে ধরিয়া মন্দিরের বাহিরে টানিয়া লইল, এবং তৎক্ষণাৎ দ্বার সকল রুদ্ধ
৩১ হইল। এই রূপে তাহারা তাহাকে বধ করিতে চেষ্টা করিলে কৃৎস্ন যিরূশালম নগরে উপপ্লব হইতেছে, এই
৩২ সংবাদ সহস্রসেনাপতির কর্ণগোচর হওয়াতে সে তৎক্ষণাৎ সৈন্যগণকে ও শতপতিদিগকে সঙ্গে লইয়া তাহাদের নিকটে দৌড়িয়া আইল। তাহাতে লোকেরা সহস্রপতির ও সেনাগণের দেখা পাইয়া পৌলকে প্রহার করি-
৩৩ তে নিবৃত্ত হইল। পরে ঐ সহস্রপতি নিকটে আসিয়া পৌলকে ধরিয়া দুই শৃঙ্খলেতে বদ্ধ করিতে আজ্ঞা দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এ ব্যক্তি কে? আর কি করিয়াছে?
৩৪ তাহাতে জনতার মধ্যে উচ্চৈঃস্বরে কেহ এক প্রকার

কেহ অন্য প্রকার কথা কহিলে সে কলরব প্রযুক্ত কিছুই নিশ্চয় করিতে না পারাতে তাহাকে দুর্গে লইয়া যা-
৩৫ ইতে আজ্ঞা দিল। আর সোপানে উপস্থিত হইলে লোকদিগের অত্যন্ত ঠেলাঠেলি প্রযুক্ত সেনাগণ পৌ-
৩৬ লকে বহন করিতে লাগিল। যেহেতুক লোক সকল পশ্চাৎ২ আসিয়া, ইহাকে দূর কর, এই কথা উচ্চৈঃস্বরে কহিতেছিল।

৩৭ দুর্গমধ্যে নীত হওনের পূর্ব্বে পৌল ঐ সহস্রপতিকে কহিল, আপনকার নিকটে কথা কহিতে কি অনুমতি হয়? তাহাতে সে জিজ্ঞাসিল, তুমি কি গ্রীক ভাষা
৩৮ জান? ইহার পূর্ব্বে যে মিস্রীয় ব্যক্তি কলহ করিয়া চারি সহস্র ঘাতককে সঙ্গে করিয়া প্রান্তরে গিয়াছিল, তুমি
৩৯ কি সেই ব্যক্তি নও? তখন পৌল কহিল, আমি কিলিকিয়া দেশের তার্ষ নগরের যিহূদীয় লোক, আমি সামান্য নগরের মনুষ্য নহি; এখন বিনতি করি, লোকদিগের নিকটে আমাকে কথা কহিতে অনুমতি দিউন।
৪০ অনন্তর সে অনুমতি দিলে পৌল সোপানের উপরে দাঁড়াইয়া লোকদের প্রতি হস্তদ্বারা ইঙ্গিত করাতে অনেকে নিঃশব্দ হইল।

২২ অধ্যায়।

১ তখন পৌল ইব্রীয় ভাষাতে উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিল, হে ভ্রাতারা ও পিতারা, এখন আমার নিবেদনকে
২ কর্ণকুহরে স্থান দেও। তখন সে ইব্রীয় ভাষায় কথা কহিতেছে, ইহা শুনিয়া লোকেরা আরও সুস্থির হইল।
৩ পরে সে কহিল, আমি যিহুদি লোক, কিলিকিয়া দেশের তার্ষ নগর আমার জন্মস্থান; কিন্তু এ নগরে বাল্যকাল যাপন করিয়াছি, এবং গমিলীয়েলের চরণে থাকিয়া

[illegible] [illegible] ব্যবস্থানুসারে শিক্ষিত হইয়াছি, [illegible] সকলে অদ্যাপি যে প্রকার আছ, তদ্রূপ আমিও ঈশ্বরের
৪ পক্ষে উদ্যোগী ছিলাম। বিশেষতঃ এই মতাবলম্বিদের প্রাণনাশ পর্য্যন্ত হিংসা করিতাম, ও স্ত্রী পুরুষদের
৫ বন্ধন পূর্ব্বক কারাগারে সমর্পণ করিতাম। এ বিষয়ে মহাযাজক ও সমস্ত প্রাচীনবর্গ আমার সাক্ষী আছেন, যেহেতুক তাহাদের নিকটহইতে আমি ভ্রাতৃগণের প্রতি পত্র লইয়া, দম্মেষক নগরে যাহারা ছিল, তাহাদিগকে দণ্ড প্রাপ্ত করিবার নিমিত্তে বদ্ধ করিয়া যিরূশালমে
৬ আনিতে তথায় যাত্রা করিয়াছিলাম। কিন্তু যাইতে২ দম্মেষকের নিকটে উপস্থিত হইলে বেলা দুই প্রহরের সময়ে অকস্মাৎ আকাশহইতে মহাতেজ আমার চতু-
৭ র্দ্দিগে প্রকাশ পাইল। তাহাতে আমি ভূমিতে পড়িলে, হে শৌল, হে শৌল, আমাকে কেন তাড়না করিতেছ?
৮ আমার প্রতি এমত বাণী শুনিতে পাইলাম। তখন আমি উত্তর করিলাম, হে প্রভো, আপনি কে? তাহাতে তিনি আমাকে কহিলেন, তুমি যাঁহাকে তাড়না করি-
৯ তেছ, আমি সেই নাসরতীয় যীশু। আর আমার সঙ্গি-গণ সেই তেজ দেখিতে পাইয়া ভীত হইল; কিন্তু আ-মার সহিত আলাপকারি ব্যক্তির কথা তাহারা বুঝিল না। পরে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, হে প্রভো, আমার কি কর্ত্তব্য? তাহাতে প্রভু কহিলেন, উঠিয়া দম্মেষকে যাও, তোমার কর্ত্তব্য যাহা২ নিরূপিত আছে, তাহা
১১ সে স্থানে তোমাকে জ্ঞাত করা যাইবে। পরে আমি ঐ খরতর তেজ প্রযুক্ত দৃষ্টিহীন হওয়াতে সঙ্গিগণকর্ত্তৃক
১২ ধৃতহস্ত হইয়া দম্মেষক্ নগরে উপনীত হইলাম। অনন্তর তন্নগরনিবাসি [illegible] যিহূদীয়দের কাছে সুখ্যাতিপন্ন এবং ব্যবস্থানুসারে ভক্ত অননির নামে এক ব্যক্তি

১৩ আমার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, হে ভ্রাতঃ শৌল, দৃষ্টি পাও; তাহাতে আমি তদ্দণ্ডে তাহার প্রতি দৃষ্টি
১৪ করিলাম। পরে সে আমাকে কহিল, তুমি যেন ঈশ্বরের ইচ্ছা জ্ঞাত হও, এবং সেই ধার্ম্মিক ব্যক্তিকে দেখিতে ও তাঁহার মুখের বাক্য শুনিতে পাও, এই নিমিত্তে আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের ঈশ্বর পূর্ব্বাবধি তোমাকে মনোনীত
১৫ করিয়াছেন। কারণ যাহা২ দেখিয়াছ এবং শুনিয়াছ, তদ্বিষয়ে তুমি তাবৎ মনুষ্যের নিকটে তাঁহার সাক্ষী
১৬ হইবা। এখন আর বিলম্ব কেন করিতেছ? উঠিয়া বাপ্তাইজিত হও, এবং প্রভুর নামে প্রার্থনা করিয়া আ-
১৭ পনার পাপ প্রক্ষালন কর। তাহার পরে আমি যিরূশালম নগরে ফিরিয়া আসিয়া এক দিন মন্দিরে প্রা-
১৮ র্থনা করিতেছিলাম, এমন সময়ে অভিভূত হইয়া তাঁহাকে সাক্ষাৎ দেখিতে পাইলে তিনি আমাকে কহিলেন, শীঘ্র করিয়া যিরূশালমহইতে বাহির হও, যেহেতুক এই লোকেরা আমার বিষয়ে তোমার সাক্ষ্য গ্রহণ করিবে না।
১৯ তাহাতে আমি উত্তর করিলাম, হে প্রভো, আমি যে প্রত্যেক ভজনালয়ে তোমাতে বিশ্বাসকারি লোকদিগকে
২০ কারাতে বদ্ধ করিয়া প্রহার করিতাম; আর তোমার সাক্ষি স্তিফানের রক্তপাত হওন সময়ে আপনি নিকটে দাঁড়াইয়া তাহার হত্যাতে সম্মত ছিলাম, এবং হত্যাকারি লোকদের বস্ত্র রক্ষা করিয়াছিলাম, এই সকল
২১ তাহারা জ্ঞাত [illegible]ছে। তাহাতে তিনি কহিলেন, প্রস্থান কর, কেননা আমি তোমাকে দূরে অন্যজাতীয়দের কাছে প্রেরণ করিব।

২২ এই কথা পর্য্যন্ত শুনিয়া লোকেরা উচ্চৈঃস্বরে কহিল, ইহাকে ভূমণ্ডলহইতে দূর করিয়া দেও, এমন লোককে
২৩ জীবৎ রাখা উচিত নয়। অনন্তর তাহারা কলরব করিয়া

বস্ত্র ফেলিয়া দিয়া আকাশে ধূলি নিক্ষেপ করিতে লা-
২৪ গিল; তাহাতে সহস্রপতি পৌলকে দুর্গের ভিতরে লইয়া
যাইতে আজ্ঞা দিল, এবং লোকেরা কি জন্যে তাহার
বিরুদ্ধে এমন উচ্চৈঃস্বর করে, ইহা জানিবার নিমিত্তে
কোড়া প্রহারদ্বারা তাহার পরীক্ষা করিতে আজ্ঞা করিল।
২৫ পরে চর্ম্মের বন্ধনীদ্বারা তাহার বদ্ধ হওন সময়ে পৌল
নিকটে দণ্ডায়মান শতপতিকে কহিল, যাহার দোষ
নিশ্চয় হয় নাই, এমত রোমি লোককে প্রহার করিতে
২৬ কি তোমাদের অধিকার আছে? শতপতি এরূপ কথা
শুনিয়া সহস্রপতির নিকটে গিয়া তাহাকে বুঝাইয়া কহিল,
সাবধান, তুমি কি করিতেছ? সেই ব্যক্তি রোমি লোক।
২৭ তাহাতে সহস্রপতি নিকটে গিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা ক-
২৮ রিল, তুমি কি রোমি লোক? তাহা আমাকে বল। সে
কহিল, হাঁ। তাহাতে সহস্রপতি উত্তর করিল, সেই
অধিকার আমি বহুধন দিয়া ক্রয় করিয়াছি; কিন্তু পৌল
২৯ কহিল, আমি জন্মের দ্বারা পাইয়াছি। এমন হওয়াতে
যাহারা প্রহারদ্বারা তাহার পরীক্ষা করিতে উদ্যত ছিল,
তাহারা শীঘ্র তাহাকে ছাড়িল; এবং সে যে রোমীয়
লোক, তাহা জ্ঞাত হইয়া ঐ সহস্রপতি তাহাকে বদ্ধ
করণ প্রযুক্ত ভীত হইল।

৩০ অনন্তর যিহূদীয় লোকেরা তাহার প্রতি কি দোষারোপ
করিতেছে, তাহা নিশ্চয় করিবার ইচ্ছাতে সহস্রপতি
পরদিনে পৌলকে বন্ধনহইতে মুক্ত করিয়া প্রধান যাজ-
কগণ প্রভৃতি মহাসভার তাবৎ লোককে একত্র হইতে
আজ্ঞা দিয়া পৌলকে নামাইয়া তাহাদের নিকটে উপ-
স্থিত করিল।

---

২৩ অধ্যায়।

১ অপর পৌল সভাস্থ লোকদের প্রতি একদৃষ্টি করিয়া কহিল, হে ভ্রাতৃগণ, অদ্য পর্য্যন্ত আমি সর্ব্ববিষয়ে সরল মনেতে ঈশ্বরের প্রজারূপে আচার করিয়া আসিতেছি।
২ ইহাতে অননিয় নামে মহাযাজক তাহার মুখে চপেটা-
৩ ঘাত করিতে নিকটস্থ লোকদিগকে আজ্ঞা দিল। তখন পৌল তাহাকে কহিল, হে শুক্লীকৃত ভিত্তি, ঈশ্বর তোমাকে আঘাত করিবেন; তুমি কি ব্যবস্থানুসারে আমার বিচার করিতে বসিয়া ব্যবস্থার বিপরীতে আমাকে
৪ প্রহার করিতে আজ্ঞা দিতেছ? তাহাতে নিকটস্থ লোকেরা কহিল, তুমি কি ঈশ্বরের মহাযাজককে নিন্দা
৫ করিতেছ? তাহাতে পৌল উত্তর করিল, হে ভ্রাতৃগণ, ইনি যে মহাযাজক, তাহা আমি জানিলাম না; কেননা লিখিত আছে, 'আপন লোকদের শাসনকর্ত্তাকে শাপ
৬ দিও না।' পরে পৌল তাহাদের একাংশ সিদূকী ও একাংশ ফিরূশী জানিয়া সভার মধ্যে উচ্চৈঃস্বরে কহিল, হে ভ্রাতৃগণ, আমি ফিরূশী এবং ফিরূশির সন্তান, মৃত লোকদের উত্থানাদির প্রত্যাশা প্রযুক্ত আমার বিচার
৭ হইতেছে। তাহার এই কথা কহনেতে ফিরূশি ও সিদূকি লোকদের পরস্পর বিবাদ হওয়াতে সভার মধ্যে দুই
৮ দল হইয়া উঠিল। কারণ পুনরুত্থান এবং স্বর্গীয় দূত এবং আত্মা, এ সকল নাই, ইহা সিদূকি লোকেরা
৯ বলে; কিন্তু ফিরূশিরা সকলই স্বীকার করে। তাহাতে মহাকলরব হইলে ফিরূশি পক্ষীয় অধ্যাপক সকল দাঁড়াইয়া প্রতিপক্ষ করিয়া কহিতে লাগিল, আমরা এই মনুষ্যের কোন দোষ দেখিতে পাই না; ইহার সহিত যদি কোন আত্মা কিম্বা কোন দূত আলাপ করিয়া থাকে,

১০ তবে আমরা ঈশ্বরের প্রতিকূলে যুদ্ধ করিব না। তাহাতে আরও ভারি বিবাদ হইলে, পাছে তাহারা পৌলকে খণ্ড২ করিয়া ছিঁড়ে, এই ভয়ে সহস্রপতি সেনাগণকে তথায় যাইয়া তাহাদের মধ্যহইতে পৌলকে কা-
১১ ড়িয়া দুর্গে লইয়া যাইতে আজ্ঞা দিল। পররাত্রিতে প্রভু তাহার নিকটে দাঁড়াইয়া কহিলেন, হে পৌল, সাহসী হও, আমার বিষয়ে যেমন যিরূশালমে সাক্ষ্য দিয়াছ, তদ্রূপ রোমা নগরেও দিতে হইবে।

১২ অপর দিন হইলে কতক যিহূদীয় লোক একপরামর্শী হইয়া, আমরা পৌলকে বধ না করিয়া ভোজন পান করিব না, এই দিব্যেতে আপনাদিগকে বদ্ধ করিল।
১৩ চল্লিশ জনের অধিক লোক দিব্যদ্বারা এ প্রকার পণ
১৪ করিল। পরে তাহারা প্রধান যাজকদের ও প্রাচীনবর্গের নিকটে যাইয়া কহিল, আমরা পৌলকে বধ না করিয়া কিছু খাইব না, এই দৃঢ় দিব্যেতে বদ্ধ হইলাম।
১৫ অতএব সম্প্রতি তোমরা সভাস্থ লোকদের সহিত আরো বিশেষরূপে তাহার বিচার করিবার ছল করিয়া সহস্রপতি যেন কল্য তোমাদের কাছে তাহাকে আনয়ন করে, এমত নিবেদন তাহার নিকটে কর; তাহাতে আমরা প্রস্তুত হইয়া তোমাদের নিকটে উপস্থিত হওনের পূর্ব্বে তাহাকে বধ করিব।

১৬ তখন পৌলের ভাগিনেয় তাহাদের এই ঘাঁটি বসাইবার কথা শুনিয়া দুর্গমধ্যে গমন করিয়া পৌলকে জা-
১৭ নাইল। তাহাতে পৌল এক জন শতপতিকে ডাকিয়া নিবেদন করিল, সহস্রপতির নিকটে এই যুব মনুষ্যকে লইয়া যাও; কারণ তাহার সঙ্গে ইহার কিছু কথা
১৮ আছে। তাহাতে সে তাহাকে সঙ্গে লইয়া সহস্রপতির নিকটে গিয়া কহিল, বন্দি পৌল আমাকে ডাকিয়া আ-

পনকার সহিত এই যুব লোকের কিছু কথা আছে, বলিয়া আপনকার নিকটে ইহাকে আনিতে প্রার্থনা
১৯ করিল। তখন সহস্রপতি তাহার হস্ত ধরিয়া নিভৃত স্থানে লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আমার কাছে তো-
২০ মার নিবেদন কি? তাহা বল। তাহাতে সে কহিল, যিহূদীয় লোকেরা আরো বিশেষরূপে পৌলের বিচার করিবার ছল করিয়া আপনি যেন কল্য তাহাকে সভা-মধ্যে লইয়া যান, এমত নিবেদন করিবার মন্ত্রণা করিয়াছে।
২১ কিন্তু আপনি তাহাতে সম্মত হইবেন না। কেননা তা-হাদের মধ্যে চল্লিশ জনের অধিক লোক একপরামর্শ হইয়া, পৌলকে বধ না করিয়া ভোজন পান করিবে না, এই দিব্যেতে বদ্ধ হইয়া তাহার জন্যে ঘাঁটি বসা-ইতেছে, বরঞ্চ এখন প্রস্তুত আছে; কেবল আপনকার
২২ অনুমতির অপেক্ষা করিতেছে। তখন সহস্রপতি ঐ যুবাকে বিদায় করিয়া এই আজ্ঞা দিল, তুমি এই সকল আ-মাকে যে জ্ঞাত করিয়াছ, তাহা কাহাকেও বলিও না।
২৩ পরে সে দুই জন শতপতিকে ডাকিয়া এই আজ্ঞা দিল, রাত্রি এক প্রহর সময়ে কৈসরিয়া নগরে যাইবার নি-মিত্তে দুই শত পদাতিক ও সত্তর জন অশ্বারূঢ় সৈন্য
২৪ এবং দুই শত অনুচর প্রস্তুত কর; এবং পৌলকে আ-রোহণ করাইয়া দেশাধ্যক্ষ ফীলিক্সের নিকটে নির্ব্বিঘ্নে লইয়া যাইবার নিমিত্তে বাহন সকল যোগাইয়া দিতে
২৫ বল। পরে এই রূপ কথা সম্বলিত পত্র লিখিল, 'মহা-
২৬ মহিম শ্রীযুক্ত দেশাধ্যক্ষ ফীলিক্সের নিকটে ক্লৌদিয় লুষি-
২৭ য়ের নমস্কার। যিহূদীয় লোকেরা এই মনুষ্যকে ধরিয়া বধ করিতে উদ্যত হইলে আমি সসৈন্যে উপস্থিত হই-য়া, এ যে রোমি লোক তাহা জানিতে পাইয়া ইহাকে
২৮ রক্ষা করিলাম। পরে ইহার প্রতি তাহারা কি দোষা-

রোপ করিতেছে, তাহা জানিবার জন্যে তাহাদের সভাতে
২৯ ইহাকে আনাইলাম। তাহাতে আমি বুঝিলাম, তাহা-
দের শাস্ত্র সম্বন্ধীয় কোন২ বিবাদ প্রযুক্ত ইহার প্রতি
দোষারোপ হইয়াছিল, কিন্তু এ প্রাণদণ্ডের কিম্বা শৃঙ্খ-
৩০ লের যোগ্য কোন দোষ করে নাই। তথাপি এই মনু-
ষ্যের নিমিত্তে যিহূদীয়েরা ঘাঁটি বসাইবে, এই সমা-
চার পাইয়া আমি তৎক্ষণাৎ আপনকার নিকটে ইহাকে
প্রেরণ করিলাম; এবং ইহার অভিযোগকারিদিগকেও আ-
পনকার নিকটে অভিযোগ করিতে আজ্ঞা দিলাম।
আপনকার মঙ্গল হউক।'

৩১ পরে সৈন্যগণ প্রাপ্ত আজ্ঞানুসারে পৌলকে লইয়া
৩২ ঐ রাত্রিতে আন্তিপাত্রি নগরে গেল। পরদিনে তাহার
সঙ্গে যাইতে অশ্বারূঢ়দিগকে রাখিয়া অন্য সকলে দুর্গে
৩৩ ফিরিয়া আইল। পরে অশ্বারূঢ়গণ কৈসরিয়া নগরে উপ-
স্থিত হইয়া ঐ পত্র দেশাধ্যক্ষকে দিয়া পৌলকে তাহার
৩৪ নিকটে সমর্পণ করিল। তখন সে পত্র পাঠ করিয়া
জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কোন্ প্রদেশের লোক? অনন্তর
৩৫ সে কিলিকিয়া প্রদেশের লোক, ইহা জানিয়া কহিল,
তোমার অভিযোগকারিগণও আইলে পর তোমার কথা
শুনিব। পরে হেরোদের রাজগৃহে তাহাকে রাখিতে
আজ্ঞা দিল।

২৪ অধ্যায়।

১ তদনন্তর পাচ দিন গত হইলে অননিয় নামে মহা-
যাজক প্রাচীনবর্গকে এবং তর্তুল্ল নামে এক জন বক্তাকে
সঙ্গে করিয়া দেশাধ্যক্ষের সম্মুখে পৌলের প্রতিকূলে নি-
২ বেদন করিতে কৈসরিয়া নগরে আইল। তাহাতে পৌল
আনীত হইলে পর তর্তুল্ল তাহার নামে এই প্রকার

অভিযোগ করিতে লাগিল, হে মহামহিম ফীলিক্স, আপনকার দ্বারা আমরা অতি নির্ব্বিঘ্নে কাল যাপন করিতেছি, এবং আপনকার পরিণামদর্শিতাদ্বারা এতদ্দেশীয়-
৩ দের সর্ব্বত্র সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল ঘটিতেছে, এই উপকার
৪ সম্পূর্ণ কৃতজ্ঞতা পূর্ব্বক স্বীকার করিতেছি। কিন্তু কথার বাহুল্যে যেন আপনাকে ক্লেশ না দি, এই জন্যে বিনতি করি, আপনি স্বাভাবিক অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাদের
৫ অল্প কথা শ্রবণ করুন। বিশেষতঃ ঐ ব্যক্তি যে মহামারীস্বরূপ, এবং ভূমণ্ডলস্থ তাবৎ যিহূদি লোকের মধ্যে কলহ জনক, এবং নাসরতীয় দলের অগ্রগণ্য, ইহার
৬ প্রমাণ আমরা পাইয়াছি; আর সে মন্দিরকেও অশুচি করিতে দুঃসাহস করিয়াছিল; এই জন্যে আমরা তাহাকে ধরিয়া আপনাদের ব্যবস্থানুসারে তাহার বি-
৭ চার করিতে প্রবৃত্ত হইতেছিলাম। কিন্তু লুষিয় সহস্রপতি আসিয়া মহাবলেতে আমাদের হস্তহইতে তাহাকে
৮ কাড়িয়া লইল, এবং তাহার অভিযোগকারিদিগকে আপনকার নিকটে আসিতে আজ্ঞা করিল। আপনি তাহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিলে আমরা তাহার প্রতি যে২ দোষ আরোপ করিতেছি, তাহার সত্য মিথ্যা জানিতে
৯ পারিবেন। তাহাতে যিহূদীয়েরাও সেই প্রকার দোষ দিয়া কহিল, এই কথাই প্রমাণ।

১০ পরে দেশাধ্যক্ষ পৌলকে উত্তর করিতে ইঙ্গিত করিলে সে কহিতে লাগিল, বহুবৎসরাবধি আপনি এতদ্দেশীয় লোকদের শাসনকর্ত্তা আছেন, ইহা জ্ঞাত হওয়াতে উত্তর
১১ করিতে আমার সাহস জন্মে। অদ্য কেবল দ্বাদশ দিন হইল, আমি আরাধনা করণার্থে যিরূশালমে যাত্রা করি-
১২ য়াছিলাম, ইহা আপনি অবগত হইতে পারিবেন। আর ইহারা মন্দিরের মধ্যে কাহারো সহিত কথা প্রসঙ্গ

করিতে, কিম্বা কোন ভজনালয়ে কিম্বা নগরের মধ্যে লোকদিগকে কুপ্রবৃত্তি দিতে আমাকে দেখিয়াছে, এমন
১৩ নহে। আর এই ক্ষণে আমার প্রতি যে২ দোষারোপ
১৪ করিল, তাহার কিছুই প্রমাণ দিতে পারে না। কিন্তু তো- মার নিকটে আমি ইহা স্বীকার করি, ইহারা যে মতকে দলকারিদের মত করিয়া বলে, তদনুসারে আমি পৈতৃক ঈশ্বরের সেবা করিয়া থাকি; বিশেষতঃ ব্যবস্থাগ্রন্থে ও ভবিষ্যদ্বক্তৃগ্রন্থে যাহা২ লিখিত আছে, সে সকলেতে
১৫ বিশ্বাস করি। এবং ঈশ্বরেতে প্রত্যাশা রাখিয়া, ইহা- দের অপেক্ষার ন্যায় ধার্ম্মিক অধার্ম্মিক দুই প্রকার মৃত লোকদের পুনরুত্থান হইবে, এমন অপেক্ষা করিতেছি।
১৬ আর ইহাতেই ঈশ্বরের ও মনুষ্যদের নিকটে সর্ব্বদা
১৭ নিষ্কলঙ্কমনা থাকিতে যত্ন করি। অপর বহু বৎসরান্তে আপনার স্বজাতীয় লোকদের নিমিত্তে দান ও নৈবেদ্য
১৮ দ্রব্য আনিতে আগমন করিয়া জনতা কিম্বা কলহ বিনা মন্দিরে শৌচক্রিয়া করিলে আশিয়া দেশের কতক জন
১৯ যিহূদী আমার দেখা পাইল। তাহাদেরই উচিত ছিল, যেন আপনকার নিকটে উপস্থিত হইয়া, আমার কোন
২০ দোষ যদি জানে, তবে তাহা প্রকাশ করে। নতুবা এই উপস্থিত লোকেরা বলুক, আমি মহাসভার সম্মুখে
২১ দণ্ডায়মান হইলে আমার কি অপরাধ পাওয়া গেল? না, কেবল এই এক কথা, যে তাহাদের মধ্যে দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিয়াছিলাম, যথা, মৃত লোকদের পুনরুত্থান প্রযুক্ত অদ্য তোমাদের কর্তৃক আমার বিচার হইতেছে।
২২　তখন ফীলিক্স এই মতের কথা কিঞ্চিৎ শুদ্ধরূপে জ্ঞাত হওয়াতে বিচার স্থগিত রাখিয়া কহিল, লূষিয় সহস্রপতি আইলে পর আমি তোমাদের বিচার নিষ্পত্তি করিব।
২৩ পরে শতপতিকে এই আজ্ঞা দিল, তুমি ইহাকে বদ্ধ রাখ,

কিন্তু ক্লেশ দিও না, এবং ইহার কোন আত্মীয়কে সেবা কিম্বা সাক্ষাৎ করণার্থে আসিতে বারণ করিও না।

২৪ অল্প দিনের পর ফীলিক্স দ্রুষিল্লা নাম্নী আপন যিহূদীয়া ভার্য্যার সহিত আসিয়া পৌলকে ডাকাইয়া তা-
২৫ হার প্রমুখাৎ খ্রীষ্টধর্ম্মের বৃত্তান্ত শুনিল। তাহাতে পৌল ন্যায়ের ও পরিমিত ভোগের এবং আগামি বিচারের প্রসঙ্গ করিলে ফীলিক্স ভীত হইয়া কহিল, এখন যাও,
২৬ অবকাশ পাইলে আমি তোমাকে ডাকাইব। অধিকন্তু পৌল মুক্তি পাইবার জন্যে তাহাকে কিছু টাকা দিবে, সে এই রূপ প্রত্যাশাও করিত, এই কারণ পুনঃ২ তা-
২৭ হাকে ডাকাইয়া তাহার সহিত আলাপ করিত। এই রূপে দুই বৎসর গত হইলে পর্কিয় ফীষ্ট ফীলিক্সের পদ প্রাপ্ত হইল, তাহাতে ফীলিক্স যিহূদীয়দিগকে বাধিত করিতে বাসনা করিয়া পৌলকে বদ্ধ রাখিয়া গেল।

২৫ অধ্যায়।

১ অধ্যক্ষরূপে দেশে উপস্থিত হওনের তিন দিন পরে
২ ফীষ্ট কৈসরিয়াহইতে যিরূশালমে গমন করিল। তাহাতে মহাযাজক এবং যিহূদীয়দের প্রধান লোকেরা তাহার
৩ নিকটে পৌলের বিপরীতে নিবেদন করিল। এবং সে যেন পৌলকে ডাকাইয়া যিরূশালমে উপস্থিত করে, বিনতি পূর্ব্বক তাহার বিরুদ্ধে এই অনুগ্রহ প্রার্থনা করিল; ইহাতে তাহারা পথিমধ্যে তাহাকে বধ করিবার উপায়
৪ চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু ফীষ্ট উত্তর করিল, পৌল কৈসরিয়াতে রুদ্ধ আছে; আর আমিও অবিলম্বে সে স্থানে যা-
৫ ইব। অতএব তোমাদের মধ্যে যাহারা পারে, তাহারা আমার সহিত সে স্থানে যাইয়া, সেই ব্যক্তির কোন দোষ
৬ যদি থাকে, তবে তাহার নামে অভিযোগ করুক। অপর

তাহাদের নিকটে আর দশ দিন অবস্থিতি করিলে পর সে কৈসরিয়াতে যাইয়া পরদিনে বিচারাসনে বসিয়া ৭ পৌলকে আনাইতে আজ্ঞা করিল। তাহাতে পৌল উপস্থিত হইলে যিরূশালম্‌হইতে আগত যিহূদীয় লোকেরা তাহাকে ঘেরিয়া তাহার বিপক্ষে অনেক ভারি২ দোষের কথা উত্থাপন করিতে লাগিল. কিন্তু তাহার প্রমাণ দিতে ৮ পারিল না। পরে পৌল আপনার বিষয়ে এই উত্তর করিল, যিহূদীয়দের ব্যবস্থার প্রতিকূলে কিম্বা মন্দিরের প্রতিকূলে কিম্বা কৈসরের প্রতিকূলে আমি কোন অপ- ৯ রাধ করি নাই। কিন্তু ফীষ্ট যিহূদীয়দিগকে বাধিত করিতে বাসনা করিয়া পৌলকে কহিল, তুমি কি যিরূশালমে যাইয়া সেই স্থানে আমার সাক্ষাতে এই বিষয়ে বিচা- ১০ রিত হইতে সম্মত আছ? তাহাতে পৌল উত্তর করিল, আমি কৈসরের এই যে বিচারাসনের সম্মুখে দণ্ডায়মান আছি, এই স্থানে আমার বিচার হওয়া উচিত; আমি যিহূদীয়দের প্রতি কিছু অন্যায় করি নাই, ইহা আপনি ১১ ভালরূপে জ্ঞাত আছেন। যদি আমি দোষী হই, কিম্বা মৃত্যুর যোগ্য কোন কর্ম্ম করিয়া থাকি, তবে প্রাণদণ্ড অস্বীকার করি না; কিন্তু ইহারা আমার প্রতি যে দোষারোপ করিতেছে, তাহা যদি মিথ্যা হয়, তবে ইহাদের হস্তে আমাকে সমর্পণ করিতে কাহারো অধিকার নাই; ১২ আমি কৈসরকর্ত্তৃক বিচারিত হইতে প্রার্থনা করি। তখন ফীষ্ট মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ করিয়া পৌলকে উত্তর করিল, তুমি কি কৈসরকর্ত্তৃক বিচারিত হইতে প্রার্থনা করিলা? কৈসরের কাছে যাইবা।

১৩ পরে কতক দিন গত হইলে আগ্রিপ্প রাজা এবং বর্ণীকী ফীষ্টকে নমস্কার করিতে কৈসরিয়া নগরে আ- ১৪ ইল। তাহাতে তাহারা অনেক দিন সে স্থানে থাকিলে

ফীষ্ট ঐ রাজাকে পৌলের কথা জানাইয়া কহিতে লা-
১৫ গিল, ফীলিক্স যাহাকে বদ্ধ রাখিয়া গিয়াছে, এমত এক
জন বন্দির বিষয়ে যিহূদীয়দের প্রধান যাজক ও প্রা-
চীনবর্গ যিরূশালমে আমার উপস্থিত হওন সময়ে নি-
বেদন করিয়া তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডাজ্ঞা প্রার্থনা করিয়া-
১৬ ছিল। তাহাতে আমি তাহাদিগকে এই উত্তর দিয়াছিলাম,
যাহার প্রতি দোষারোপ করা যায়, সে যাবৎ অভি-
যোগকারিদের সহিত সম্মুখাসম্মুখি হইয়া দোষ প্রক্ষা-
লনের সময় না পায়, তাবৎ কোন মনুষ্যকে প্রাণনাশে
১৭ সমর্পণ করা রোমি লোকদের রীতি নহে। তাহাতে তা-
হারা এ স্থানে সঙ্গে আইলে আমি কিছু বিলম্ব না
করিয়া পরদিবসে বিচারাসনে বসিয়া সেই মনুষ্যকে
১৮ আনিতে আজ্ঞা করিলাম। পরে অভিযোগকারিরা তা-
হার চতুর্দ্দিগে দাঁড়াইয়া, আমি যে প্রকার দোষ
অনুমান করিয়াছিলাম, সেই প্রকার কোন দোষ
১৯ উত্থাপন করিল না, কিন্তু তাহার সহিত আপনাদের
ধর্ম্মমত বিষয় এবং যীশু নামে কোন মৃত ব্যাক্তি, যাঁ-
হাকে পৌল সজীব করিয়া বলিত, তাঁহার বিষয়ে নানা
২০ প্রকার বিবাদ করিতে লাগিল। তাহাতে আমি এমত
কথার মীমাংসা করণে সন্দিগ্ধ হওয়াতে কহিলাম, তুমি
কি যিরূশালমে যাইয়া সেই স্থানে এই বিষয়ে বিচারিত
২১ হইতে সম্মত আছ? তখন পৌল রাজাধিরাজকর্ত্তৃক বি-
চার হওনের অপেক্ষাতে রুদ্ধ থাকিতে প্রার্থনা করাতে
আমি যাবৎ তাহাকে কৈসরের নিকটে পাঠাইয়া দিতে
না পারি, তাবৎ এই স্থানে রুদ্ধ থাকিতে আজ্ঞা দিলাম।
২২ তখন আগ্রিপ্প ফীষ্টকে কহিল, আমিও সেই মনুষ্যের
কথা শুনিতে বাঞ্ছা করি। তাহাতে ফীষ্ট কহিল, কল্য
শুনিতে পাইবেন।

২৩ অতএব পরদিনে আগ্রিপ্প ও বর্ণীকী মহাসমারোহ পূর্ব্বক আগমন করিয়া সহস্রপতিগণের ও নগরস্থ প্রধান লোকদের সহিত সভাগৃহে প্রবিষ্ট হইলে ফীষ্টের আ-
২৪ জ্ঞাতে পৌল আনীত হইল। তখন ফীষ্ট কহিল, হে রাজন্ আগ্রিপ্প, হে উপস্থিত লোক সকল, এই দেখ সেই মনুষ্য, যাহার বিষয়ে যিহূদীয় সমূহ লোক যিরূশালম নগরে এবং এই স্থানে আমার নিকটে কলরব করিয়া, উহাকে আর জীবৎ রাখা উচিত নয় এই কথা
২৫ কহিয়াছিল; কিন্তু সে প্রাণদণ্ডের যোগ্য কোন কর্ম্ম করে নাই, ইহা আমি অবগত হওয়াতে, এবং সে আপনি রাজাধিরাজকর্তৃক বিচারিত হওনের প্রার্থনা করাতে তাঁহার নিকটে তাহাকে পাঠাইতে স্থির করি-
২৬ য়াছি। কিন্তু অধীশ্বরের নিকটে ইহার বিষয়ে লিখিতে পারি, এমত কিছু নিশ্চয় না হওয়াতে তোমাদের কাছে বিশেষতঃ হে রাজন্ আগ্রিপ্প, আপনকার সাক্ষাতে ইহাকে আনাইলাম; বিচার হইলে আমি লিখিবার
২৭ কিছু সূত্র পাইব, এমন বাঞ্ছা করি। কেননা বন্দিকে পাঠাইবার সময়ে তাহার প্রতি আরোপিত দোষের কথা নিবেদন না করা অসঙ্গত বোধ হয়।

২৬ অধ্যায়।

১ তখন আগ্রিপ্প পৌলকে কহিল, আপনার বিষয়ে উত্তর দিবার অনুমতি তোমাকে দেওয়া যাইতেছে। তাহাতে পৌল হস্ত বিস্তার করিয়া আপনার বিষয়ে এই
২ রূপ কথা কহিতে লাগিল। হে রাজন্ আগ্রিপ্প, যিহূদি লোকেরা আমার প্রতি যে সকল দোষারোপ করে, তা-হার উত্তর অদ্য আপনকার সাক্ষাতে নিবেদন করিতে পাইলাম, ইহা আপনার পরম ভাগ্য জ্ঞান করিতেছি;

৩ যেহেতুক যিহূদীয় লোকদের সকল রীতি ও প্রসঙ্গ বিষয়ে আপনি বিজ্ঞ; অতএব প্রার্থনা করি, সহিষ্ণুতা পূর্ব্বক ৪ আমার নিবেদন শুনুন। বাল্যকালাবধি যিরূশালম্ নগরে স্বজাতীয় লোকদের মধ্যে আমার আচার ব্যব- ৫ হার তাবৎ যিহূদীয় লোক জানে। আর প্রথমাবধি আমাকে জ্ঞাত হওয়াতে আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দিলে এমত সাক্ষ্য দিতে পারে, যে আমাদের ধর্ম্মমতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শুদ্ধতম দলের মতানুসারে আমি ফিরূশী ৬ হইয়া প্রাণধারণ করিতাম। আর আমাদের পূর্ব্বপুরুষ- দের নিকটে ঈশ্বরকর্তৃক যাহা প্রতিজ্ঞাত ছিল, তাহার প্রত্যাশা প্রযুক্ত আমি সম্প্রতি বিচারস্থানে দণ্ডায়মান ৭ আছি। হে আগ্রিপ্প রাজন্, আমাদের দ্বাদশ গোষ্ঠী যাহার আকাঙ্ক্ষাতে দিবারাত্রি একাগ্রমনে ঈশ্বরসেবা করিতে২ কৃতকার্য্য হইবার প্রত্যাশা করে, তাহার প্রত্যাশা প্রযুক্ত যিহূদি লোকদের দ্বারা আমার প্রতি ৮ দোষারোপ হইতেছে। ঈশ্বর যে মৃতদের উত্থাপনকর্ত্তা, ৯ ইহা তোমাদের কেন অসম্ভব বোধ হয়? আর নাসরতীয় যীশুর নামের বিরুদ্ধে নানা প্রকার প্রতিকূলাচরণ করা আমার উচিত, ইহা মনে নিশ্চয় করিয়া আমি ১০ পূর্ব্বে যিরূশালম্ নগরে তাহা করিতাম। আর প্রধান যাজকদের নিকটে ক্ষমতা পাইয়া অনেক পবিত্র লোককে কারাগারে বদ্ধ করিতাম; এবং তাহাদের প্রাণ- ১১ নাশ হওনে আপন সম্মতি প্রকাশ করিতাম; এবং প্রত্যেক ভজনালয়ে বার২ তাহাদিগকে শাস্তি দিয়া বলেতে ধর্ম্মনিন্দা করাইতাম, এবং তাহাদের প্রতি অতিশয় রাগোন্মত্ত হইয়া বিদেশীয় নগর পর্য্যন্তও তাহাদিগকে ১২ তাড়না করিতাম। এই প্রকারে প্রধান যাজকদের নিকটে ক্ষমতা ও আজ্ঞাপত্র পাইয়া আমি এক বার দম্মেষক্

১৩ নগরে যাইতেছিলাম। তখন, হে রাজন্, পথিমধ্যে মধ্যাহ্নসময়ে আকাশহইতে সূর্য্যতেজ অপেক্ষাও তেজস্বী দীপ্তি আমার ও আমার সহযাত্রি লোকদের
১৪ চতুর্দ্দিগে প্রকাশ পাইতে দেখিলাম। তাহাতে আমরা সকলে ভূমিতে পতিত হইলে আমাকে সম্বোধনকারি এক বাণী শুনিলাম, সে ইব্রীয় ভাষাতে এই কথা কহিল, হে শৌল, হে শৌল, আমাকে কেন তাড়না করিতেছ?
১৫ কণ্টকের মুখে পদাঘাত করা তোমার দুষ্কর। তখন আমি জিজ্ঞাসিলাম, হে প্রভো, আপনি কে? তাহাতে তিনি কহিলেন, তুমি যাঁহাকে তাড়না করিতেছ, আমি
১৬ সেই যীশু। কিন্তু উঠিয়া চরণে দাঁড়াও; কেননা তুমি যাহা দেখিলা, এবং যাহার নিমিত্তে আমি তোমাকে পরেও দর্শন দিব, এই সকল বিষয়ে আমার পরিচারক
১৭ ও সাক্ষী করিবার জন্যে তোমাকে দর্শন দিলাম। আর স্বজাতীয় ও ভিন্নজাতীয় লোকদের মধ্যহইতে তোমার উদ্ধারকর্ত্তা হইয়া তাহাদের নিকটে তোমাকে পাঠাই-
১৮ তেছি, যেন তোমাদ্বারা তাহাদের চক্ষু উন্মীলিত হইলে তাহারা অন্ধকারহইতে দীপ্তির প্রতি, এবং শয়তানের কর্তৃত্বহইতে ঈশ্বরের প্রতি ফিরিয়া পাপের ক্ষমা ও আমাতে বিশ্বাস করণদ্বারা পবিত্রীকৃত লোকদের মধ্যে
১৯ অধিকার প্রাপ্ত হয়। অতএব হে রাজন্ আগ্রিপ্প, সেই স্বর্গীয় দর্শন অগ্রাহ্য না করিয়া আমি প্রথমে দম্মেষক্
২০ নগরে, পরে যিরূশালমে ও সমুদয় যিহূদাদেশে এবং অন্যান্য জাতীয়দের মধ্যে মনঃপরিবর্ত্তন পূর্ব্বক ঈশ্বরের প্রতি ফিরিয়া মনঃপরিবর্ত্তনের যোগ্য কর্ম্ম করিবার
২১ আজ্ঞা প্রচার করিতে লাগিলাম। এই নিমিত্তে যিহূদীয়েরা মন্দিরের মধ্যে আমাকে ধরিয়া বধ করিতে উদ্যত
২২ হইয়াছিল। তথাপি ঈশ্বরহইতে সাহায্য পাইয়া আমি

অদ্যাপি সুস্থির থাকিয়া ক্ষুদ্র ও মহান্ সকলের কাছে সাক্ষ্য দিতেছি, ফলতঃ যে ভাবি ঘটনার কথা ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ এবং মূসা আপনি কহিয়া গিয়াছে, তাহা ২৩ ছাড়া অন্য কিছু না কহিয়া ইহা প্রচার করিতেছি, যথা, অভিষিক্ত ত্রাতাকে দুঃখভোগের পাত্র হইতে, এবং মৃত লোকদের মধ্যে প্রথমে পুনরুত্থান করিয়া আমাদের স্বজাতীয় ও ভিন্নজাতীয় লোকদের নিকটে দীপ্তির সমাচার প্রকাশ করিতে হইল।

২৪ তখন তাহার এমত প্রতিপক্ষ করাতে ফীষ্ট উচ্চৈঃস্বরে কহিল, হে পৌল, তুমি প্রলাপ দেখিতেছ, বহু বিদ্যাভ্যাস ২৫ তোমাকে হতবুদ্ধি করিতেছে। তাহাতে সে কহিল, হে মহামহিম ফীষ্ট, আমি হতবুদ্ধি নহি, কিন্তু সত্যতার ও ২৬ সুবোধের বাক্য প্রস্তাব করিতেছি। আর এই সকল বিষয়ে রাজা বিজ্ঞ হওয়াতে আমি উহাঁর সাক্ষাতে সাহসী হইয়া কথা কহিতেছি; বোধ হয়, ইহার কিছুই রাজার অগোচর নহে; যেহেতুক এই সকল গোপনে ২৭ করা যায় নাই। হে রাজন্ আগ্রিপ্প, আপনি কি ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের বাক্যে প্রত্যয় করেন? আপনি প্রত্যয় করেন, ২৮ তাহা জানি। তখন আগ্রিপ্প পৌলকে কহিল, অল্প ক্ষণের ২৯ মধ্যে আমাকে খ্রীষ্টীয়ান হইতে সম্মত করিবা। তাহাতে পৌল কহিল, অল্প কিম্বা অধিক ক্ষণের মধ্যে হউক, আপনি এবং অন্যান্য যত লোক অদ্য আমার কথা শুনিতেছেন, সকলেই এই শৃঙ্খলবন্ধন ব্যতিরেকে যেন আমার সদৃশ হন, ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা করিতেছি।

৩০ তদনন্তর রাজা ও দেশাধ্যক্ষ ও বর্ণীকী প্রভৃতি সভাস্থ ৩১ লোকেরা উঠিয়া স্থানান্তরে যাইয়া পরস্পর বিবেচনা করিয়া কহিল, এ ব্যক্তি বন্ধনের কিম্বা প্রাণ দণ্ডের ৩২ যোগ্য কোন কর্ম্ম করে নাই। বিশেষতঃ আগ্রিপ্প ফীষ্ট-

কে কহিল, এ ব্যক্তি যদি কৈসরকর্ত্তৃক বিচারিত হইতে প্রার্থনা না করিত, তবে মুক্ত হইতে পারিত।

২৭ অধ্যায়।

১ পরে সমুদ্রপথ দিয়া আমাদের ইতালিয়া দেশে যাত্রা নিশ্চয় হইলে পৌল এবং অন্য কতক জন বন্দী রাজাধিরাজের সৈন্যদলভুক্ত যূলিয় নামে এক জন শতপতির
২ নিকটে সমর্পিত হইল। পরে আমরা আদ্রামুত্তীয় এক জাহাজে আরোহণ করিয়া আশিয়া দেশের নানা স্থান দিয়া যাইবার অভিপ্রায়ে জাহাজ খুলিলাম, এবং মাকিদনিয়া দেশস্থ থিষলনীকী নিবাসি আরিষ্টার্খ নামে এক
৩ জন আমাদের সহিত ছিল। পরদিবসে আমরা সীদোন নগরে লাগান করিলে যূলিয় পৌলের প্রতি সৌজন্য প্রকাশ করিয়া তাহাকে বন্ধু বান্ধবগণের নিকটে যাইয়া
৪ প্রাণ জুড়াইবার অনুমতি দিল। পরে তথাহইতে জাহাজ খুলিলে সম্মুখ বাতাস হওয়াতে আমরা কুপ্র উপদ্বীপের
৫ নিকট দিয়া গেলাম। অনন্তর কিলিকিয়ার ও পাম্ফুলিয়ার সম্মুখস্থ সমুদ্র পার হইয়া লূকিয়া দেশান্তঃপাতি মুরা
৬ নগরে উপস্থিত হইলাম। সেই স্থানে ঐ শতপতি সিকন্দরিয়া নগরের এক জাহাজ ইতালিয়া দেশে যাইতে উদ্যত দেখিয়া আমাদিগকে সেই জাহাজে আরোহণ করাইল।

৭ পরে বহুদিবস ধীরে২ গমন করিয়া কষ্টে ক্নীদের নিকটে উপস্থিত হইলে বাতাস প্রতিকূল হওয়াতে আমরা তীরের নিকট দিয়া ক্রীতী উপদ্বীপের সল্‌মোনী নামক
৮ অঞ্চলের দিগে গেলাম। পরে কষ্টে তাহা উত্তীর্ণ হইয়া লাসেয়া নগরের নিকটবর্ত্তি সুন্দর নৌকাশ্রয় নামক
৯ স্থানে উপস্থিত হইলাম। এই রূপে অনেক বিলম্ব হওয়াতে এবং (আশ্বিন মাসের) উপবাস সময় অতীত

হওন প্রযুক্ত জলযাত্রায় শঙ্কা হওয়াতে পৌল বিনতি
১০ পূর্ব্বক কহিল, হে মহাশয়েরা, আমি দেখিতেছি, এই যাত্রাতে আমাদের ক্লেশ ও অনেক ক্ষতি হইবে, তাহা কেবল জাহাজের ও জাহাজস্থ দ্রব্যের এমন নয়, আমা-
১১ দের প্রাণেরও হইতে পারিবে। কিন্তু শতপতি পৌলের বাক্য অপেক্ষা নাবিকের ও জাহাজের কর্ত্তার কথা অধিক
১২ গ্রাহ্য করিল। আর ঐ নৌকাশ্রয় শীতকাল যাপনের অনুপযুক্ত হওয়াতে অধিকাংশ লোক তথাহইতে প্রস্থান পূর্ব্বক যদি পারে, তবে ফৈনীকী নামক স্থানে যাইয়া শীতকাল যাপন করিতে পরামর্শ করিল। সেই স্থান ক্রীতী উপদ্বীপস্থ এক নৌকাশ্রয়, এবং দক্ষিণপশ্চিম ও
১৩ উত্তরপশ্চিম বাতাসের সুগম্য। পরে দক্ষিণ বাতাস মন্দ২ বহিতে দেখিয়া আপনাদের অভিপ্রায় সিদ্ধ কর-ণের পথ পাইলাম, এমন বুঝিয়া জাহাজ খুলিয়া ক্রীতী
১৪ উপদ্বীপের অতি নিকট দিয়া চলিতে লাগিল। কিন্তু অল্প কাল পরে উরক্লুদোন্ নামে অতি প্রচণ্ড প্রতিকূল
১৫ বায়ু উঠিয়া জাহাজে লাগিল। তাহাতে জাহাজ প্রবল বায়ুদ্বারা বেগে চালিত হইয়া তাহার সম্মুখে স্থির থা-কিতে না পারাতে আমরা দেখিতে২ সে ভাসিয়া গেল।
১৬ পরে ক্লৌদা নামে এক ক্ষুদ্র উপদ্বীপের নিকট দিয়া জা-হাজ চালাইয়া বহুকষ্টে ক্ষুদ্র নৌকাখান আপনাদের
১৭ বশ করিলাম। পরে নাবিকেরা তাহা তুলিয়া নানা উপায়-দ্বারা জাহাজের পার্শ্বাদি দৃঢ় করিল; পরে জাহাজ পাছে সুর্ত্তি নামক চড়াতে ঠেকে, এই ভয়ে মাস্তুলাদি নামাই-
১৮ লে ভাসিতে২ চলিল। পরদিবসে ঝড়ের প্রবলতা প্রযুক্ত তাহারা কতক২ বোঝাই সামগ্রী জলে ফেলিয়া দিল।
১৯ এবং তৃতীয় দিবসে আমরা স্বহস্তে জাহাজের সজ্জা
২০ সকল ফেলিয়া দিলাম। অনন্তর বহুদিন পর্য্যন্ত সূর্য্য

নক্ষত্রাদি আচ্ছন্ন থাকাতে এবং নিরন্তর অত্যন্ত ঝড় হওয়াতে আমাদের রক্ষা পাইবার প্রত্যাশা কিছুই থাকিল না।
২১ সকলে অনেক দিন অনাহারে থাকিলে পর পৌল তাহাদের মধ্যে দাঁড়াইয়া কহিতে লাগিল, হে মহাশয়েরা, ক্রীতী উপদ্বীপহইতে জাহাজ না খুলিবার যে পরামর্শ আমি অগ্রে দিয়াছিলাম, তাহা গ্রাহ্য করিয়া এই সকল ক্লেশ ও ক্ষতিহইতে রক্ষা পাইলে ভাল
২২ হইত। কিন্তু সম্প্রতি বিনতি পূর্ব্বক বলি, সাহস কর, তোমাদের এক প্রাণির হানি হইবে না, কেবল জাহাজের
২৩ হানি হইবে। কেননা যে ঈশ্বরের লোক আমি, এবং যাঁহার সেবা করি, তাঁহার এক দূত গত রাত্রিতে আমার
২৪ নিকটে দণ্ডায়মান হইয়া কহিল, হে পৌল, ভয় করিও না, কৈসরের সম্মুখে তোমাকে উপস্থিত হইতে হইবে; এবং দেখ, ঈশ্বর তোমার এই সঙ্গি লোক সকল তো-
২৫ মাকে দান করিলেন। অতএব হে মহাশয়েরা, তোমরা সাহস কর, কেননা আমার প্রতি উক্ত কথানুসারে ঘটি-
২৬ বে, ঈশ্বরেতে আমার এমন বিশ্বাস আছে। কিন্তু কোন
২৭ উপদ্বীপের উপরে আমাদিগকে পড়িতে হইবে। পরে সেই রূপে আদ্রিয়া সমুদ্রে ইতস্ততঃ চালিত হইতে২ চতুর্দ্দশ দিন উপস্থিত হইলে অর্দ্ধরাত্রি সময়ে আমরা কোন স্থলের নিকটে উপনীত হইতেছি, ইহা জাহাজের
২৮ লোকেরা অনুমান করিতে লাগিল। অতএব জল পরিমাণ করিয়া সে স্থানে বিংশতি বাঁউ জল দেখিল; পরে কিঞ্চিৎ দূরে যাইয়া পুনর্ব্বার জল পরিমাণ করিয়া পঞ্চ-
২৯ দশ বাঁউ জল দেখিল। তাহাতে শৈলময় স্থানে আট-কাইবার ভয় প্রযুক্ত জাহাজের পশ্চাদ্ভাগে চারি লঙ্গর
৩০ ফেলিয়া দিবসের আকাঙ্ক্ষাতে থাকিল। তখন জাহাজীয় লোকেরা জাহাজের অগ্রভাগে লঙ্গর ফেলিবার

ছল করিয়া সমুদ্রে নৌকা নামাইয়া পলায়ন করিতে
৩১ চেষ্টা করিলে পৌল শতপতিকে ও সৈন্যগণকে কহিল,
এই লোকেরা জাহাজে না থাকিলে তোমাদের রক্ষা
৩২ হইতে পারিবে না। তখন সেনাগণ রজ্জু কাটিয়া নৌকা
৩৩ জলে পড়িতে দিল। পরে প্রভাত সময়ে পৌল সমস্ত
লোককে কিছু আহার করিতে প্রার্থনা করিয়া কহিল,
অদ্য চৌদ্দ দিন পর্য্যন্ত তোমরা কিছু খাদ্য গ্রহণ না করি-
৩৪ য়া অপেক্ষাতে অনাহারে কালক্ষেপ করিতেছ। অতএব
বিনতি করিয়া বলি, কিছু খাদ্য সামগ্রী লও, তাহা তো-
মাদের প্রাণরক্ষার উপকারক হইবে; কেননা তোমা-
দের কাহারো মস্তকের একটি কেশও নষ্ট হইবে না।
৩৫ ইহা বলিয়া পৌল রুটী লইয়া সকলের সাক্ষাতে ঈশ্ব-
রের ধন্যবাদ করিয়া তাহা ভাঙ্গিয়া ভোজন করিতে লা-
৩৬ গিল। তাহাতে সকলে আশ্বাস পাইয়া কিছু খাদ্য গ্রহণ
৩৭ করিল। সেই জাহাজে আমরা সর্ব্বশুদ্ধ দুই শত ছেয়া-
৩৮ ত্তর প্রাণী ছিলাম। সকলে খাদ্যে তৃপ্ত হইলে পর তা-
হারা জাহাজস্থ গোম সকল সমুদ্রে ফেলিয়া জাহাজের
ভার লাঘব করিল।

৩৯ অনন্তর দিন হইলে সে কোন্ দেশ, তাহা চিনিতে
পারা গেল না; পরে সে স্থানে নিম্ন তীর বিশিষ্ট এক
কোল দৃশ্য হওয়াতে, যদি পারি তবে তাহার ভিতরে
জাহাজ চালাই, এই পরামর্শ করিয়া তাহারা লঙ্গর
৪০ কাটিয়া সমুদ্রে ত্যাগ করিল; পরে হাইলের বন্ধন খুলিয়া
বাতাসের সম্মুখে প্রধান পাইল তুলিয়া নিম্ন তীরের দিগে
৪১ চলিল। কিন্তু দুই দিগে সমুদ্রে আপ্লুত স্থানে পড়াতে
চড়ার উপরে জাহাজ আটকাইল, তাহাতে গলহী বাধিয়া
যাওয়াতে অটল হইয়া রহিল, কিন্তু পশ্চাদ্ভাগ প্রবল তর-
৪২ ঙ্গের আঘাতে বাড়ে২ খসিয়া গেল। তখন পাছে কেহ

সাঁতার দিয়া পলায়ন করে, এই আশঙ্কাতে সেনাগণ
৪৩ বন্দিদিগকে বধ করিতে পরামর্শ করিল। কিন্তু শতপতি
পৌলকে রক্ষা করিতে বাঞ্ছা করাতে তাহাদিগকে সেই
পরামর্শহইতে ক্ষান্ত করিয়া এই আজ্ঞা দিল, যাহারা
সাঁতার জানে, তাহারা অগ্রে গিয়া সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া
৪৪ সাঁতারিয়া কুলে যাউক। আর অবশিষ্ট সকলে তক্তা ও
জাহাজের যে যাহা পায়, তাহা অবলম্বন করিয়া যাউক।
এই রূপে সকলে রক্ষা পাইয়া ভূমিতে উত্তীর্ণ হইল।

২৮ অধ্যায়।

১ রক্ষা পাইলে পরে ঐ উপদ্বীপের নাম যে মিলিতা,
২ ইহা তখন অবগত হইল। আর তথাকার অসভ্য লো-
কেরা অসাধারণ সৌজন্য প্রকাশ করিল, বিশেষতঃ উপ-
স্থিত বৃষ্টি ও শীত প্রযুক্ত অগ্নি জ্বালিয়া আমাদিগকে
৩ অতিথি করিল। তাহাতে পৌল এক বোজা কাষ্ঠ কুড়া-
ইয়া ঐ অগ্নির উপরে ফেলিয়া দিলে অগ্নির উত্তাপে এক
৪ কালসর্প বহির্গত হইয়া তাহার হস্তে কামড়াইল। তখন
ঐ অসভ্য লোকেরা তাহার হস্তে সর্পকে ঝুলিয়া থাকিতে
দেখিয়া পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল, এ ব্যক্তি নর-
হত্যাকারী, ইহার সন্দেহ নাই। সমুদ্রহইতে রক্ষা পা-
৫ ইলেও প্রতিফলদাতা ইহাকে বাঁচিতে দিলেন না। কিন্তু
সে হস্ত ঝাড়িয়া ঐ সর্পকে অগ্নিমধ্যে নিক্ষেপ করিয়া
৬ কিছুই হানি পাইল না। তথাচ বিষজ্বালাতে তাহার
শরীর ফুলিবে, নতুবা হঠাৎ মরিয়া ভূমিতে পড়িবে, ইহা
অনুভব করাতে লোকেরা অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত তাহা দেখি-
বার অপেক্ষাতে থাকিল; কিন্তু তাহার প্রতি কোন বিষম
ঘটনা না দেখিলে তাহারা বিচারান্তর করিয়া কহিতে
লাগিল, ইনি কোন দেবতা হইবেন।

৭ ঐ স্থানের নিকটে সেই উপদ্বীপের প্রধান লোক যে পুব্লিয়, তাহার ভূম্যাদি থাকাতে সে আমাদিগকে নিজ বাটীতে লইয়া গিয়া সৌজন্য প্রকাশ পূর্ব্বক তিন দিন
৮ পর্য্যন্ত আতিথ্য করিল। তৎকালে ঐ পুব্লিয়ের পিতা জ্বরাতিসারে পীড়িত হইয়া শয্যাগত থাকাতে পৌল তাহার নিকটে গিয়া প্রার্থনা পূর্ব্বক গাত্রে হস্তার্পণ করিয়া তাহাকে
৯ সুস্থ করিল। তাহা হইলে পরে ঐ উপদ্বীপে যত রোগি
১০ লোক ছিল, সকলে আসিয়া সুস্থ হইল। আর তাহারা বিস্তর সৎকারদ্বারা আমাদিগকে সম্ভ্রম করিল, বিশেষতঃ প্রস্থান সময়ে নানা প্রকার প্রয়োজনীয় সামগ্রী দিল।

১১ এই প্রকারে তিন মাস গত হইলে যাহার চিহ্ন দিয়স্কূরী, এমন যে এক সিকন্দরিয়া নগরীয় জাহাজ ঐ উপদ্বীপে শীতকাল যাপন করিয়াছিল, আমরা সেই জাহাজে আ-
১২ রোহণ করিয়া যাত্রা করিলাম। পরে সুরাকূষী নগরে
১৩ উপস্থিত হইয়া তিন দিবস থাকিলাম। আর তথাহইতে ঘুরিয়া আসিয়া রীগিয় নগরে উপস্থিত হইলে এক দিনের পর দক্ষিণ বাতাস অনুকূল হওয়াতে পরদিনে পুতিয়লী
১৪ নগরে উপস্থিত হইলাম। সেই স্থানে ভ্রাতৃগণকে পাইয়া সাত দিন তাহাদের নিকটে থাকিবার অনুমতি পাইলাম;
১৫ এই প্রকারে আমরা রোমা নগরের দিগে গেলাম। তথাকার ভ্রাতৃগণ আমাদের আগমন সংবাদ পাইয়া অপিপয়ফর ও ত্রীষ্টবর্ণী নামে স্থান পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আইল; তাহাতে তাহাদের দর্শনেতে পৌল ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিয়া সাহস পাইল।

১৬ পরে আমরা রোমা নগরে উপস্থিত হইলে শতপতি তাবৎ বন্দিকে প্রধান সেনাপতির নিকটে সমর্পণ করিল; কিন্তু পৌল আপন প্রহরি পদাতিকের সহিত স্বতন্ত্র বাস
১৭ করিবার অনুমতি পাইল। অনন্তর তিন দিনের পর পৌল

তথাকার প্রধান২ যিহূদীয়দিগকে ডাকাইয়া একত্র করিল; এবং তাহারা সমাগত হইলে সে কহিতে লাগিল, হে ভ্রাতৃগণ, আমি স্বজাতীয় লোকদের কিম্বা পৈতৃক রীতির বৈপরীত্যে কিছুই করি নাই, তথাপি যিরূশালমে বন্দি-
১৮ রূপে রোমি লোকদের হস্তে সমর্পিত হইয়াছিলাম। আর তাহারা আমার বিচার করিয়া প্রাণদণ্ডের যোগ্য কোন দোষ
১৯ না পাওয়াতে আমাকে ছাড়িয়া দিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু যিহূদি লোকেরা আপত্তি করাতে কৈসরের নিকটে আমার বিচার হওনের প্রার্থনা করিতে হইল; তথাপি স্বজাতীয় লোকদের প্রতি যে কোন দোষারোপ করিব,
২০ তাহা নয়। এখন আমি তোমাদের সহিত সাক্ষাৎ ও কথোপকথন করিবার জন্যে তোমাদিগকে আহ্বান করিলাম, তাহার কারণ এই, ইস্রায়েলের প্রত্যাশা প্রযুক্ত
২১ আমি এই শৃঙ্খলের ভারে ভারগ্রস্ত আছি। তখন তাহারা তাহাকে কহিল, যিহূদাদেশহইতে আমরা তোমার বিষয়ে কোন পত্রই পাই নাই; এবং তথাহইতে যে ভ্রাতৃগণ আসিয়াছে, তাহাদের মধ্যেও কেহ তোমার বিষয়ে মন্দ সংবাদ দেয় নাই, এবং মন্দ কথাও কহে
২২ নাই। তোমার মত কি, তাহা আমরা তোমার প্রমুখাৎ শুনিতে বাঞ্ছা করি; যেহেতুক এই দলের বিষয়ে আমরা জানি, যে সর্ব্বত্র সকলে তাহার বিরুদ্ধে কথা
২৩ কহে। পরে তাহারা এক দিন নিরূপণ করিয়া তাহাকে বলিলে অনেকে বাসায় তাহার কাছে আইল; তাহাতে পৌল প্রাতঃকাল অবধি সন্ধ্যা পর্য্যন্ত মূসার ব্যবস্থাগ্রন্থ এবং ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের গ্রন্থহইতে যীশুর বিষয়ে প্রমাণ দিয়া ঈশ্বরের রাজত্বের বৃত্তান্ত তাহাদিগকে জানা-
২৪ ইয়া সাক্ষ্য দিল। তাহাতে কেহ২ তাহার কথা গ্রাহ্য
২৫ করিল, আর কেহ২ বিশ্বাস করিল না। এই রূপে পরস্পর

ভিন্নবাক্যতা হইলে তাহারা বিদায় হইতে লাগিল; তথাপি পৌল পূর্ব্বে এই এক কথা কহিল, পবিত্র আত্মা যিশায়িয় ভবিষ্যদ্বক্তার দ্বারা আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে এই কথা
২৬ বিলক্ষণ কহিয়াছেন, যথা, "এই লোকদের নিকটে গিয়া "বল, তোমরা শুনিবা, কিন্তু বুঝিবা না; এবং দেখিবা,
২৭ "কিন্তু জানিতে পারিবা না; কেননা এই লোকেরা চক্ষুতে "দেখিয়া ও কর্ণে শুনিয়া ও অন্তঃকরণে বুঝিয়া মন ফিরা- "ইলে আমি যেন তাহাদিগকে সুস্থ না করি, এই নিমিত্তে "তাহাদের বুদ্ধি স্থূল ও তাহাদের কর্ণ ভারী ও তাহাদের
২৮ "চক্ষু মুদ্রিত হইয়াছে।" অতএব তোমরা ইহা জ্ঞাত হও, ঈশ্বরহইতে যে পরিত্রাণ, তাহার সংবাদ অন্যজাতীয় লোকদের কাছে প্রেরিত হইল, এবং তাহারাই তাহা শুনিবে।
২৯ এমন কথা কহিলে পর যিহূদীয়েরা পরস্পর অনেক বাদা-
৩০ নুবাদ করিতে২ চলিয়া গেল। অনন্তর পৌল সম্পূর্ণ দুই বৎসর পর্য্যন্ত ভাড়াটিয়া গৃহে থাকিয়া যত লোক তাহার
৩১ নিকটে আসিত, সকলকেই গ্রহণ করিয়া নির্ব্বিঘ্নে সম্পূর্ণ সাহস পূর্ব্বক ঈশ্বরের রাজত্বের কথা প্রচার করিত ও প্রভু যীশু খ্রীষ্টের বিষয়ে উপদেশ দিত। ইতি।

রোমীয় মণ্ডলীর প্রতি পৌল প্রেরিতের পত্র।

---

১ অধ্যায়।

১ রোমা নগরে ঈশ্বরের প্রিয় ও আহূত যে সকল পবিত্র লোক আছে, তাহাদের প্রতি যীশু খ্রীষ্টের দাস ও আহূত প্রেরিত এবং ঈশ্বরের সুসমাচারের নিমিত্তে পৃথক-
২ কৃত পৌল পত্র লিখিতেছে। ঈশ্বর ধর্ম্মগ্রন্থে আপন (দাস) ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের দ্বারা ঐ যে সুসমাচার পূর্ব্বে
৩ প্রতিশ্রুত করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার পুত্র আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট বিষয়ক। কেননা তিনি শারীরিক সম্বন্ধে
৪ দায়ূদের বংশে জন্মিয়াছেন, এবং তিনি যে পবিত্র আত্মার সম্বন্ধে ঈশ্বরের পুত্র বটেন, পরাক্রমিরূপে মৃত্যুর পরে পুনরুত্থানদ্বারা এমত প্রমাণবিশিষ্ট হইয়াছেন।
৫ তাঁহার দ্বারা আমরা অনুগ্রহ পাইয়া তাঁহার নামের নিমিত্তে তাবৎ ভিন্নজাতীয়দের মধ্যে লোকদিগকে বিশ্বাসের আজ্ঞা গ্রহণ করাইবার অভিপ্রায়ে প্রেরিতত্বপদ
৬ প্রাপ্ত হইয়াছি। তাহাদের মধ্যে তোমরাও যীশু খ্রীষ্টের
৭ আহূত লোক আছ। আমাদের পিতা ঈশ্বর এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্টহইতে অনুগ্রহ ও শান্তি তোমাদের প্রতি বর্ত্তুক।
৮ প্রথমে সমুদয় জগতে তোমাদের বিশ্বাস প্রকীর্ত্তিত হওয়াতে আমি তোমাদের সকলের নিমিত্তে যীশু খ্রীষ্টের
৯ নাম লইয়া আমার ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিতেছি। ইহাতে ঈশ্বর আমার সাক্ষী আছেন, ফলতঃ তাঁহার পুত্রের

সুসমাচারে আমি আপন আত্মা দিয়া যাঁহার সেবা করি, (তিনি ইহা জানেন,) যে আমি নিরন্তর তোমাদের নাম
১০ উল্লেখ করিয়া থাকি, বিশেষতঃ এত কালের পরে ঈশ্বরের আনুকূল্যে সুগম পথ পাইয়া যেন তোমাদের নিকটে এক বার যাইতে পারি, প্রার্থনার সময়ে সর্ব্বদা এই
১১ যাচ্ঞা করিতেছি। কেননা আমি তোমাদিগকে কোন পারমার্থিক বর দান করিলে তোমরা যেন স্থিরীকৃত হও,
১২ ইহার নিমিত্তে তোমাদিগকে দেখিতে, অর্থাৎ তোমাদের ও আমার অন্তরে যে বিশ্বাস আছে, তাহাদ্বারা তোমাদের মধ্যে আপনি সান্ত্বনা পাইতে বাসনা করিতেছি।
১৩ হে ভ্রাতৃগণ, অন্য২ ভিন্নজাতীয় লোকদের নিকটে যেমন, তদ্রূপ তোমাদের মধ্যেও আমি যেন কোন ফল প্রাপ্ত হই, এই অভিপ্রায়ে তোমাদের নিকটে যাইতে বার২ স্থির করিয়াছিলাম, কিন্তু অদ্য পর্য্যন্ত নিবারিত হইয়া আসিতেছি, ইহা তোমরা যে অজ্ঞাত থাক, তাহা বিহিত বুঝি না।

১৪ গ্রীক লোক ও অসভ্য লোক, এবং বিদ্বান্ ও অবি-
১৫ দ্বান্, সকলেরই কাছে আমি ঋণী আছি। অতএব আপনার বিষয়ে ইহা বলিতে পারি, রোমা নিবাসি লোক যে তোমরা, তোমাদের কাছেও সুসমাচার প্রচার করি-
১৬ তে আমি ইচ্ছুক আছি। খ্রীষ্টের সুসমাচার আমার লজ্জার বিষয় নয়; কারণ যিহূদি অবধি গ্রীক লোক পর্য্যন্ত সে বিশ্বাসকারি প্রত্যেক মনুষ্যের পরিত্রাণার্থে
১৭ ঈশ্বরের শক্তি হইয়া উঠে। কেননা তাহার মধ্যে ঈশ্বরের পুণ্যদান বিশ্বাসাবধি বিশ্বাস পর্য্যন্ত প্রকাশমান হইতেছে, যেমন লিখিত আছে, যথা, "পুণ্যবান্ ব্যক্তি "বিশ্বাসদ্বারাই বাঁচিবে।"

১৮ পরন্তু স্বর্গহইতে ঈশ্বরের ক্রোধ প্রকাশ পাইয়া

অযথার্থতাদ্বারা সত্য মতের রোধকারি মনুষ্যদের তাবৎ
১৯ অধর্ম্মের ও অযথার্থতার প্রতি বর্ত্তে। কারণ ঈশ্বর
বিষয়ক যাহা২ জ্ঞাতব্য, তাহা ঈশ্বর তাহাদের প্রতি
২০ প্রকাশ করাতে তাহাদের মধ্যে সপ্রকাশ হয়। ফলতঃ
তাঁহার অনাদি অনন্ত শক্তি ও ঈশ্বরত্ব প্রভৃতি অদৃশ্য
গুণ সকল সৃষ্টিকালাবধি তাঁহার কর্ম্মদ্বারা বোধগম্য
হওয়াতে দৃশ্য হইতেছে; অতএব তাহাদের উত্তর দিবার
২১ পথ নাই। কেননা ঈশ্বরকে জ্ঞাত হইলেও তাহারা
ঈশ্বরজ্ঞানেতে তাঁহার গৌরব ও ধন্যবাদ করে নাই,
কিন্তু আপনাদের নানা বিতর্কে নির্ব্বোধ হইয়াছে, এবং
২২ তাহাদের বিবেকশূন্য মন অন্ধকার হইয়া গিয়াছে। তা-
হারা আপনাদিগকে জ্ঞানী জানিয়া অজ্ঞান হইয়াছে,
২৩ এবং অনশ্বর ঈশ্বরের গৌরব অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহার
বিনিময়ে নশ্বর মনুষ্য ও পক্ষী ও পশু ও উরোগামি
প্রভৃতির আকৃতিবিশিষ্ট প্রতিমাকে গ্রাহ্য করিয়াছে।
২৪ এই কারণ ঈশ্বর তাহাদিগকে আপন২ কুঅভিলাষা-
নুসারে কুক্রিয়াতে সমর্পণ করিয়া আপন২ শরীরকে
২৫ পরস্পর অপমানে লিপ্ত করিতে দিয়াছেন। কেননা তা-
হারা ঈশ্বরের সত্য মতের বিনিময়ে মিথ্যা ধর্ম্ম গ্রাহ্য
করিয়াছিল, এবং সৃষ্ট বস্তুর পূজা ও সেবা করিয়া সেই
সৃষ্টিকর্ত্তাকে হেয়জ্ঞান করিয়াছিল, যিনি নিত্য পরম
২৬ ধন্য হন। আমেন্। এই জন্যে ঈশ্বর তাহাদিগকে
লজ্জাকর কুঅভিলাষে সমর্পণ করিয়াছেন, ফলতঃ তা-
হাদের স্ত্রীলোকেরা স্বাভাবিক ব্যবহার ত্যাগ করিয়া
২৭ বিপরীত ক্রিয়াতে প্রবৃত্তা হইয়াছে। এবং তদ্রূপ পুরু-
ষেরাও স্বাভাবিক স্ত্রীসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া পরস্পর কা-
মানলে দগ্ধ হইয়া পুরুষ পুরুষের সহিত কুক্রিয়াতে আ-
সক্ত হইয়া আপন২ শরীরে নিজ ভ্রান্তির সমুচিত ফল

২৮ পাইতেছে। তাহারা আপনাদের মনে ঈশ্বরকে স্থান দিতে অসম্মত হওয়াতে ঈশ্বর তাহাদিগকে ভ্রষ্টভাবে
২৯ সমর্পণ করিয়া অসঙ্গত ক্রিয়া করিতে দিয়াছেন। তাহারা তাবৎ অধর্ম্ম ও ব্যভিচার ও দুষ্টতা ও লোভ ও হিংসেচ্ছাতে মগ্ন এবং ঈর্ষ্যা ও বধ ও বিবাদ ও চাতুরী
৩০ ও কুস্বভাবে পরিপূর্ণ হইয়া, কর্ণেজপ ও অপবাদক ও ঈশ্বরদ্বেষী ও দুরাত্মা ও অহঙ্কারী ও আত্মশ্লাঘী ও দুষ্ক-
৩১ র্ম্মের উৎপাদক ও পিতামাতার অনাজ্ঞাবহ, ও অবিচারক ও অসন্ধেয় ও স্নেহরহিত ও ক্ষমাহীন্ ও নির্দ্দয়
৩২ হইয়াছে। যাহারা এতদ্রূপ কর্ম্ম করে, তাহারা মৃত্যুর যোগ্য, ঈশ্বরের এমত রাজ্যনীতি জানিয়াও তাহারা সেই প্রকার কর্ম্ম আপনারাই করে, কেবল তাহা নয়, কিন্তু এ রূপ কর্ম্মকারি লোকদিগকে আশ্বাসও দেয়।

২ অধ্যায়।

১ অতএব হে পরদূষক মনুষ্য, তুমি যে কেহ হও, তোমার উত্তর দিবার পথ নাই; কারণ পরকে দোষী করাতে তুমি আপনার দণ্ডাজ্ঞা নিশ্চয় করিতেছ, কেননা তুমি (পরকে) দোষী করিয়াও তদ্রূপ কর্ম্ম করিতেছ।
২ কিন্তু এরূপ কর্ম্মকারিদের প্রতিকূলে ঈশ্বরের দণ্ডাজ্ঞা
৩ যথার্থ, ইহা আমরা জানি। অতএব হে মনুষ্য, তুমি যেরূপ কর্ম্মকারিদের দোষ দিতেছ, আপনি যদি তদ্রূপ কর্ম্ম কর, তবে ঈশ্বরের দণ্ডাজ্ঞা তুমি এড়াইতে পারিবা,
৪ তোমার কি এমত বোধ হয়? ঈশ্বরের দয়া ও ক্ষমা ও চিরসহিষ্ণুতার নিধি কি হেয়জ্ঞান করিতেছ? এবং ঈশ্বরের দয়া যে তোমাকে অনুতাপ করিতে লওয়ায়, তাহা
৫ কি বুঝ না? কিন্তু তোমার কাঠিন্য ও অনুতাপরহিত অন্তঃকরণ প্রযুক্ত কি ক্রোধের দিন ও ঈশ্বরের

যথার্থ বিচারাজ্ঞার প্রাদুর্ভাব পর্য্যন্ত আপনার জন্যে
৬ ক্রোধ সঞ্চয় করিতেছ? তিনি প্রত্যেক মনুষ্যকে আপন ২
৭ কর্ম্মানুসারে প্রতিফল দিবেন; বস্তুতঃ যাহারা সহিষ্ণুতা
পূর্ব্বক সৎকর্ম্ম করিয়া মহিমা ও সম্ভ্রম ও অমরতা, এই
সকলের চেষ্টা করে, তাহাদিগকে অনন্ত জীবন দিবেন;
৮ কিন্তু যাহারা সত্য মত অগ্রাহ্য করিয়া অধর্ম্মের আজ্ঞা-
বহ হয়, এমত বিরোধিগণের প্রতি ক্রোধ ও কোপ ঘটি-
৯ বে। তাহাতে যিহূদীয় অবধি গ্রীক লোক পর্য্যন্ত তাবৎ
১০ দুরাচারি মনুষ্যের প্রাণ ক্লেশ ও যন্ত্রণাগ্রস্ত হইবে; কিন্তু
যিহূদীয় অবধি গ্রীক লোক পর্য্যন্ত তাবৎ সদাচারি
মনুষ্য মহিমা ও সম্ভ্রম ও শান্তির অধিকারী হইবে।
১১ ঈশ্বরের বিচারে পক্ষপাত নাই। কেননা ব্যবস্থা না
১২ থাকিতে যাহারা পাপ করিয়াছে, ব্যবস্থা না থাকিবার
মত তাহাদের বিনাশ ঘটিবে; কিন্তু ব্যবস্থা থাকিতে
যাহারা পাপ করিয়াছে, ব্যবস্থাদ্বারাই তাহাদের দোষ
১৩ নিশ্চয় হইবে। ব্যবস্থার শ্রবণকারিরা ঈশ্বরের নিকটে
পুণ্যবান্ গণিত হইবে, এমন নয়, কিন্তু ব্যবস্থার পা-
১৪ লনকারিরাই পুণ্যবান্ গণিত হইবে। কেননা ব্যবস্থা
যাহাদের নাই, সেই অন্যজাতীয় লোকেরা যখন স্বভা-
বতঃ ব্যবস্থানুযায়ি আচরণ করে, তখন ব্যবস্থারহিত
হইলেও তাহারা আপনাদের ব্যবস্থাস্বরূপ আপনারাই
১৫ হয়। এবং আপনাদের অন্তঃকরণে লিখিত ব্যবস্থার
গুণের দৃষ্টান্তস্বরূপও হয়, তাহাতে তাহাদের সদসদ্বোধও
সাক্ষিস্বরূপ হয় এবং তাহাদের নানা বিতর্ক পরস্পর দো-
১৬ ষারোপ কিম্বা দোষপ্রক্ষালন করে। যে দিবসে ঈশ্বর
আমার সুসমাচার অনুসারে যীশু খ্রীষ্টদ্বারা মনুষ্যদের
গুপ্ত বিষয় সকল ধরিয়া বিচার করিবেন, (সেই দি-
বসে এমত বিচার হইবে।)

১৭ দেখ, তুমি যিহূদি নামধারী, এবং ব্যবস্থার উপরে নির্ভর দিতেছ, এবং ঈশ্বরেতে আত্মশ্লাঘা করিতেছ;
১৮ এবং ব্যবস্থাহইতে শিক্ষাপ্রাপ্ত হওয়াতে তাঁহার অভি-
১৯ মত জ্ঞাত আছ, এবং উত্তমাধমের ভেদ জান; আর ব্যবস্থাতে জ্ঞানের ও সত্য মতের আদর্শ প্রাপ্ত হওয়াতে
২০ আপনাকে অন্ধদের পথদর্শক ও তিমিরাচ্ছন্ন লোকদের দীপ, এবং অজ্ঞানদের জ্ঞানদাতা ও বালকদের শিক্ষক
২১ জ্ঞান করিয়া মানিতেছ। ভাল, পরকে শিক্ষা দিতেছ যে তুমি, তুমি কি আপনাকে শিক্ষা দেও না? চুরির নিষেধ ঘোষণাকারী তুমি কি আপনি চুরি করি-
২২ য়া থাক? এবং পরদার নিষেধকারী তুমি কি আপনি পরদার গমন করিয়া থাক? প্রতিমা ঘৃণাকারী তুমি
২৩ কি পবিত্র বস্তুর হরণ করিয়া থাক? হে ব্যবস্থাতে অভিমানি, তুমি কি ব্যবস্থা লঙ্ঘনদ্বারা ঈশ্বরের অপমান
২৪ করিয়া থাক? কেননা শাস্ত্রীয় লিখনানুসারে তোমাদের দোষে অন্যজাতীয়দের মধ্যে ঈশ্বরের নামের নিন্দা হইতেছে।

২৫ যদি ব্যবস্থা পালন কর, তবে তোমার ত্বক্‌ছেদ ক্রিয়া সফল বটে; নতুবা যদি ব্যবস্থা লঙ্ঘন কর, তবে তো-
২৬ মার যে ত্বক্‌ছেদ সে অত্বক্‌ছেদ হইল। আর অচ্ছিন্নত্বক্ লোক যদি ব্যবস্থার ধর্ম্মবিধি পালন করে, তবে তাহার
২৭ অচ্ছিন্নত্বক্ কি ছিন্নত্বগ্‌রূপে গণিত হইবে না? এবং শাস্ত্র ও ছিন্নত্বক্ থাকিতে ব্যবস্থা লঙ্ঘন করিতেছ যে তুমি, তোমাকে স্বাভাবিক অচ্ছিন্নত্বক্ লোক ব্যবস্থাপালনদ্বারা
২৮ কি দোষী করিবে না? বাহ্যেতে যে যিহূদী সে যিহূদী
২৯ নয়, এবং অঙ্গের যে ত্বক্‌ছেদ সে ত্বক্‌ছেদ নয়। কিন্তু আন্তরিক যে যিহূদী সেই যিহূদী; আর কেবল লিখিত বিধিমতে নয়, কিন্তু আত্মাদ্বারা অন্তঃকরণের যে ত্বক্-

ছেদ, সেই ত্বকছেদ; তাহার প্রশংসা মনুষ্যহইতে হয় না, কিন্তু ঈশ্বরহইতে হয়।

৩ অধ্যায়।

১ তবে যিহূদির প্রাধান্য কি? এবং ত্বক্‌ছেদে বা লাভ
২ কি? তাহা সর্ব্ব প্রকারে বড়; বিশেষতঃ এই যে ঈশ্ব-
৩ রের বাক্য তাহাদের নিকটে গচ্ছিত হইয়াছিল। কেহ২ অবিশ্বাসী হইলে তাহাদের অবিশ্বাসদ্বারা কি ঈশ্বরের
৪ বিশ্বাস্যতার লোপ হইতে পারে? কোন প্রকারেই পারে না; বরঞ্চ মনুষ্য সকল মিথ্যাবাদী হউক, তথাপি ঈশ্বর সত্যবাদী থাকিবেন, যেমন লিখিত আছে, "তুমি আ- "পনার কথাতে নির্দ্দোষ ও বিচারে জয়ী হইবা।"
৫ আমাদের অধর্ম্মেতে যদি ঈশ্বরের ধর্ম্মস্বভাব শোভা পায়, তবে কি বলিব? ঈশ্বর ক্রোধ সফল করণে কি অন্যায়কারী হইবেন? আমি মানুষের মত কহিতেছি।
৬ এমত যেন না হয়, তাহা হইলে ঈশ্বর কি প্রকারে জগ-
৭ তের বিচারকর্ত্তা হইবেন? 'আমার মিথ্যা কল্পনাতে যদি ঈশ্বরের যাথার্থ্য তাঁহার মহিমাবর্দ্ধক হইয়া উঠে, তবে আমি কি জন্যে পাপিরূপে বিচারে আনীত হই?'
৮ ইহা যদি বল, তবে 'আইস, আমরা উত্তমের উদ্ভবার্থে মন্দ করি,' এই যে কথার বিষয়ে আমরা নিন্দিত হইতেছি, এবং তাহা বলিয়া থাকি, কোন২ লোক কর্ত্তৃক এমত অপবাদিত হইতেছি; বরং সেই কথা কেন বল না? কিন্তু এমত লোকদের দণ্ড যথার্থ।
৯ তবে কি বলিব? অন্য লোক অপেক্ষা আমরা কি শ্রেষ্ঠ? কদাচ নহি, কেননা যিহূদি ও গ্রীক লোক, সকলেই যে পাপাবস্থাতে আছে, ইহার প্রমাণ আমরা
১০ পূর্ব্বে দিয়াছি। যেমন লিপি আছে, "ধার্ম্মিক কেহই

১১ "নাই, এক ব্যক্তিও নাই, এবং জ্ঞানী ও ঈশ্বরের
১২ "তত্ত্বচেষ্টাকারী কেহই নাই। সকলে বিপথগামী ও
"নিতান্ত দুষ্কর্ম্মকারী; সৎকর্ম্ম কেহই করে না, এক
১৩ "জনও না। তাহাদের গলার নলী অনাবৃত কবরস্বরূপ,
"তাহারা জিহ্বাদ্বারা স্তুতিবাদ করে, ও তাহাদের
১৪ "ওষ্ঠাধরের নিম্নভাগে কালসর্পের বিষ থাকে; তাহা-
১৫ "দের মুখ অভিশাপে ও কটুবাক্যে পরিপূর্ণ; তাহাদের
১৬ "চরণ রক্তপাত করিতে বেগে ধাবমান হয়; তাহাদের
১৭ "পথে অমঙ্গল ও বিনাশ থাকে; তাহারা শান্তির পথ
১৮ "জানে না; এবং ঈশ্বর বিষয়ক ভয় তাহাদের চক্ষুর
১৯ "অগোচর।" আর ব্যবস্থা যাহা২ কহে, তাহা ব্যবস্থার
অধীন লোকদের উদ্দেশে কহে, ইহা আমরা জানি; সুত-
রাং তাবৎ মুখ বদ্ধ ও জগতীস্থ সকলে ঈশ্বরের বি-
২০ চারে দায়ী হইয়া উঠে। অতএব ব্যবস্থানুযায়ি ক্রিয়া-
দ্বারা কোন প্রাণী ঈশ্বরের সাক্ষাতে পুণ্যবান গণিত
হইবে না, কেননা ব্যবস্থাদ্বারা পাপজ্ঞানমাত্র জন্মে।

২১ কিন্তু এখন ব্যবস্থা ও ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ যাহার বিষয়ে
প্রমাণ দেয়, সেই ঈশ্বরীয় পুণ্য ব্যবস্থা ব্যতিরিক্তরূপে
২২ প্রকাশ পায়; আর যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাস করণদ্বারা প্রাপ্য
সেই ঈশ্বরীয় পুণ্য বিশ্বাসকারি সকলের প্রতি ও সক-
২৩ লের উপরে বর্ত্তে। ইহাতে কিছু প্রভেদ নাই; কেননা
সকলেই পাপী এবং ঈশ্বরের তেজোরহিত হইয়াছে।
২৪ কিন্তু তাঁহারা বিনামূল্যে তাঁহার অনুগ্রহেতে খ্রীষ্টের
২৫ কৃত মুক্তিদ্বারা পুণ্যবান গণিত হইতেছে। কেননা তাঁ-
হার রক্তে বিশ্বাসদ্বারা (পাপনাশক) প্রায়শ্চিত্তরূপে তি-
নি ঈশ্বরকর্তৃক নিযুক্ত হইয়াছেন; (কি জন্যে?) পূর্ব্ব-
কৃত পাপের উপেক্ষা প্রযুক্ত, অর্থাৎ ঈশ্বরের সহিষ্ণু-
তাতে যেন তাঁহার যাথার্থ্য প্রকাশ পায়; এবং এই

২৬ বর্ত্তমান কালে তাঁহার যাথার্থ্য প্রকাশ করিবার নি-
মিত্তে, অর্থাৎ তিনি যেন খ্রীষ্টে বিশ্বাসকারি ব্যক্তিকে
২৭ পুণ্যবান গণিত করণেও যাথার্থিক থাকেন। তবে আত্ম-
শ্লাঘা কোথায়? তাহা দূরীকৃত হইল। কোন্ নিয়মদ্বারা?
কি ক্রিয়ার নিয়মদ্বারা? এমন নয়, কিন্তু বিশ্বাসের নি-
২৮ য়মদ্বারা; যেহেতুক মনুষ্য ব্যবস্থানুযায়ি ক্রিয়া ব্যতি-
রেকে বিশ্বাসদ্বারা পুণ্যবান গণিত হয়, ইহার সিদ্ধান্ত
২৯ আমরা করিতেছি। ঈশ্বর কি কেবল যিহূদীয়দের ঈশ্বর
আছেন, অন্যজাতীয়দের ঈশ্বর নহেন? অন্যজাতীয়-
৩০ দেরও বটেন; যেহেতুক ঈশ্বর একই, আর তিনি বি-
শ্বাস প্রযুক্ত ছিন্নত্বক্ লোকদিগকে, এবং বিশ্বাসদ্বারা
অচ্ছিন্নত্বক্ লোকদিগকে পুণ্যবান করিয়া গণনা করিবেন।
৩১ তবে বিশ্বাসদ্বারা আমরা কি ব্যবস্থার লোপ করিতেছি?
তাহা দূরে থাকুক, বরঞ্চ ব্যবস্থার সংস্থাপন করিতেছি।

৪ অধ্যায়।

১ ইহাতে কি বলিব? আমাদের পূর্ব্বপুরুষ ইব্রাহীম
২ শারীরিক ক্রিয়াদ্বারা কি২ পাইয়াছে? ইব্রাহীম যদি
ক্রিয়াদ্বারা পুণ্যবান গণিত হইয়া থাকে, তবে তাহার
আত্মশ্লাঘা করিবার পথ আছে; কিন্তু তাহা ঈশ্বরের
৩ নিকটে নয়। কেননা শাস্ত্রে কি লেখে; 'ইব্রাহীম
ঈশ্বরে বিশ্বাস করাতে তাহা তাহার পক্ষে পুণ্যার্থে গণিত
৪ হইল।' কর্ম্মকারির যে বেতন, সে দানের মধ্যে গণ্য
৫ হয় না, কিন্তু পরিশোধের মধ্যে। কিন্তু যে ব্যক্তি কর্ম্ম-
কারী না হইয়া অপরাধিকে পুণ্যবানরূপে গণনাকারি
ঈশ্বরেতে বিশ্বাস করে, সেই ব্যক্তির বিশ্বাস পুণ্যার্থে
৬ গণিত হয়। এই প্রকারে যে মনুষ্য ক্রিয়া ব্যতিরেকে
ঈশ্বরকর্তৃক পুণ্যবান গণিত হয়, তাহার ধন্যবাদ দায়দও

৭ করিয়াছে, যথা, "যাহাদের অপরাধ লুপ্ত ও পাপ আ-
৮ "চ্ছাদিত হইয়াছে, তাহারা ধন্য। এবং পরমেশ্বর যাহার
"পাপ গণনা না করেন, সেই মনুষ্য ধন্য।"

৯ এই যে ধন্যবাদ তাহা কি কেবল ছিন্নত্বক্ লোকেতে
বর্ত্তে? না অচ্ছিন্নত্বক্ লোকেতেও বর্ত্তে? ইব্রাহীমের
বিশ্বাস পুণ্যার্থে গণিত হইয়াছিল, ইহা আমরা বলি।
১০ সেই বিশ্বাস তাহার ছিন্নত্বক্ কি অচ্ছিন্নত্বক্, কোন্
অবস্থাতে গণিত হইয়াছিল? ছিন্নত্বগ্ অবস্থাতে নয়,
১১ কিন্তু অচ্ছিন্নত্বগ্ অবস্থাতে। ফলতঃ অচ্ছিন্নত্বক্ লোকের
বিশ্বাসদ্বারা পুণ্য হয়, ইহার মুদ্রাঙ্করূপে সে ঐ ত্বক্-
ছেদের চিহ্ন পাইয়াছিল। তাহাতে সে বিশ্বাসকারি
অচ্ছিন্নত্বক্ লোক সমুদায়ের পিতা হইল; (কি জন্যে?)
১২ ঐ পুণ্য যেন তাহাদের পক্ষেও গণিত হয়। এবং যা-
হারা কেবল ত্বক্ছেদাবলম্বী নহে, কিন্তু আমাদের পূর্ব্ব-
পুরুষ ইব্রাহীমের অচ্ছিন্নত্বগ্ অবস্থাতে যে বিশ্বাস ছিল,
তাহার পদচিহ্ন দিয়া গমনও করে, সেই ছিন্নত্বক্ লো-
১৩ কদেরও পিতা সে হইল। জগদধিকারী হওনের প্রতিজ্ঞা
ইব্রাহীমের ও তাহার বংশের প্রতি ব্যবস্থাদ্বারা করা
গিয়াছে, তাহা নয়, কিন্তু বিশ্বাসে প্রাপ্য পুণ্যদ্বারা।
১৪ কেননা ব্যবস্থাবলম্বি লোকেরা যদি অধিকারী হয়, তবে
বিশ্বাস নিরর্থক হইল, এবং ঐ প্রতিজ্ঞাও লুপ্ত হইল।
১৫ ব্যবস্থা তো ক্রোধ উৎপাদন করে; কেননা যে স্থানে
১৬ ব্যবস্থা নাই, সে স্থানে আজ্ঞালঙ্ঘনও নাই। আর বি-
শ্বাসদ্বারা (প্রতিজ্ঞা) হইয়াছে, তাহার অভিপ্রায় কি?
অনুগ্রহের ফল হওয়াতে সেই প্রতিজ্ঞা যেন সমস্ত বং-
শের পক্ষে, অর্থাৎ কেবল ব্যবস্থাবলম্বি বংশের নয়,
কিন্তু ইব্রাহীমের বিশ্বাসাবলম্বি বংশেরও পক্ষে অটল
১৭ থাকে; কেননা "আমি তোমাকে বহু জাতির পিতা

"করিলাম," এই লিপি অনুসারে তাহার বিশ্বাসভূমি ঈশ্বরের সাক্ষাতে, অর্থাৎ যিনি মৃতদিগকে সজীব করেন, এবং বিদ্যমান বস্তুর ন্যায় অবিদ্যমান বস্তু সকল আহ্বান করেন, তাঁহারই সাক্ষাতে ইব্রাহীম আমা সকলের পিতা আছে।

১৮ "এই রূপ তোমার বংশ হইবে," এই প্রতিজ্ঞানুসারে বহুজাতির পিতা হইবার নিমিত্তে সে বিনা আ-
১৯ শাতে আশা করিয়া বিশ্বাস করিল। এবং দুর্ব্বলবিশ্বাসী না হইয়া আপন শরীরের শত বৎসর বয়স প্রযুক্ত মৃতবৎ অবস্থা, এবং সারার জঠরের জরা মানিল না।
২০ এবং ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাবচনে অবিশ্বাস পূর্ব্বক সন্দেহ করিল, তাহা নয়; কিন্তু বিশ্বাসে বলবান হইয়া ঈশ্বরের
২১ মহিমা প্রকাশ করিল, এবং তিনি যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা সকল করিতে পারেন, ইহা নিশ্চয় জ্ঞান
২২ করিল। এই নিমিত্তে সেই বিশ্বাস তাহার পক্ষে পুণ্যার্থে
২৩ গণিত হইল। তাহার পক্ষে সে গণিত হইল, ইহা যে কেবল তাহার জন্যে লিখিত হইয়াছে এমন নয়, আমা-
২৪ দেরও জন্যে। কেননা যিনি আমাদের অপরাধের নিমিত্তে সমর্পিত, এবং আমাদের পুণ্যপ্রাপ্তির নিমিত্তে
২৫ উত্থাপিত হইলেন, এমন যে আমাদের প্রভু যীশু, মৃতগণের মধ্যহইতে তাঁহার উত্থাপক ঈশ্বরেতে বিশ্বাসকারি আমাদের পক্ষেও বিশ্বাস পুণ্যার্থে গণিত হইবে।

৫ অধ্যায়।

১ অতএব বিশ্বাসদ্বারা পুণ্যবান্ গণিত হওয়াতে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টদ্বারা ঈশ্বরের সহিত আমাদের
২ মিলন হইয়াছে। এবং তাঁহারই কর্তৃক বিশ্বাসদ্বারা এই অনুগ্রহের পথে আনীত হইয়া আমরা তাহাতে সুস্থির

আছি, এবং ঈশ্বরদেয় বিভবের আশাতে উল্লাস করি-
৩ তেছি। কেবল তাহা নয়, কিন্তু ক্লেশভোগেও উল্লাস
করিতেছি; কারণ আমরা জানি, ক্লেশভোগহইতে সহি-
৪ ষ্ণুতা জন্মে, এবং সহিষ্ণুতাহইতে পরীক্ষিতত্ব জন্মে, এবং
৫ পরীক্ষিতত্বহইতে প্রত্যাশা জন্মে; আর প্রত্যাশা লজ্জা-
জনক নহে, যেহেতুক আমাদিগকে দত্ত পবিত্র আত্মা-
দ্বারা আমাদের অন্তঃকরণে ঈশ্বরের প্রেমের সেচন
৬ হইয়াছে। আমরা যখন শক্তিহীন ছিলাম, তখন খ্রীষ্ট
৭ উপযুক্ত সময়ে অপরাধিদের নিমিত্তে প্রাণ দিলেন। ধা-
র্ম্মিকের জন্যে প্রায় কেহ প্রাণ দেয় না, কেবল মঙ্গল-
দাতার নিমিত্তে কেহ২ সাহস করিলে প্রাণ দিতে পারে।
৮ কিন্তু আমরা যখন পাপী ছিলাম, তখনও আমাদের
নিমিত্তে খ্রীষ্ট প্রাণ দিলেন, ইহাতে ঈশ্বর আমাদের
প্রতি আপন প্রেমের উৎকৃষ্টতা প্রকাশ করিতেছেন।
৯ অতএব এখন তাঁহার রক্তদ্বারা পুণ্যবান গণিত হওয়াতে
আমরা তাঁহার দ্বারা ক্রোধহইতে পরিত্রাণ পাইব, ইহা
১০ আরও নিশ্চয়। ফলতঃ যখন শত্রু ছিলাম, তখন ঈশ্ব-
রের পুত্রের মরণদ্বারা যদি তাঁহার সহিত আমাদের
মিলন হইল, তবে মিলনপ্রাপ্ত হওয়াতে তাঁহার জীবন-
১১ দ্বারা পরিত্রাণ পাইব, ইহা আরও নিশ্চয়। কেবল তাহা
নয়, কিন্তু যাহার দ্বারা এখন মিলন পাইয়াছি, আমাদের
সেই প্রভু যীশু খ্রীষ্টদ্বারা ঈশ্বরেতে উল্লাসও করিতেছি।
১২ এক মনুষ্যদ্বারা পাপ, ও পাপদ্বারা মৃত্যু জগতে
প্রবিষ্ট হইল, আর এই প্রকারে তাবৎ মনুষ্যেতে মৃত্যুর
আবেশ হইয়াছে; যেহেতুক সকলে পাপ করিয়াছে।
১৩ কেননা ব্যবস্থা দেওন সময় পর্য্যন্ত জগতে পাপ ছিল;
কিন্তু ব্যবস্থা না থাকিলে পাপের গণনা করা যায় না।
১৪ তথাপি যাহারা আদমের আজ্ঞালঙ্ঘনের অনুক্রিয়াতে

পাপ করে নাই, মৃত্যু আদম অবধি মূসা পর্য্যন্ত তাহা-
দের উপরেও রাজত্ব করিয়াছে। সেই যে আদম সে
১৪ ভাবি আদমের প্রতিরূপ; কিন্তু অপরাধ যেমন, বরদান
তেমন নয়। কেননা একের অপরাধে যদ্যপি অনেকের
মৃত্যু ঘটিয়াছে, তথাপি আর এক মনুষ্যের অর্থাৎ যীশু
খ্রীষ্টের অনুগ্রহদ্বারা ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও বরদান আরও
১৬ বাহুল্যরূপে অনেকেতে ফলিল। এবং এক জনের পাপ
করাতে যেমন, বরদানেতে তেমন হয় না; কেননা বি-
চার এক অপরাধহইতে দণ্ডের নিকটে, কিন্তু বরদান
অনেক অপরাধ হইতে পুণ্যের নিকটে লইয়া যায়।
১৭ কারণ একের অপরাধ প্রযুক্ত যদি এক জনদ্বারা মৃত্যুর
রাজত্ব হইল, তবে যাহারা অনুগ্রহের ও পুণ্যদানের
বাহুল্য প্রাপ্ত হয়, তাহারা আর এক জনদ্বারা অর্থাৎ
যীশু খ্রীষ্টদ্বারা জীবনে রাজত্ব করিবে, ইহা কি আরও
১৮ অধিক নিশ্চয় নহে? এক জনের অপরাধদ্বারা যেমন
সকলের প্রতি দণ্ড বর্ত্তিল, তাদৃগ্ আর এক জনের পুণ্য-
১৯ দ্বারা সকলের প্রতি জীবনদায়ি পুণ্য বর্ত্তিবে। কারণ
এক জন আজ্ঞালঙ্ঘন করাতে যেমন অনেকে পাপী
গণিত হইল, তেমনি আর এক জন আজ্ঞাপালন করাতে
২০ অনেকে পুণ্যবান্ গণিত হইবে। অধিকন্তু অপরাধের
বাহুল্য যেন হয়, এই নিমিত্তে ব্যবস্থা উপাগত হইল;
কিন্তু যে স্থানে পাপের বাহুল্য, সেই স্থানে তদপেক্ষা
২১ অনুগ্রহের বাহুল্য হইল। তাহাতে মৃত্যুদ্বারা যেমন
পাপের রাজত্ব ছিল, তদ্রূপ আমাদের প্রভু যীশু
খ্রীষ্টের দ্বারা অনন্ত জীবনের নিমিত্তে পুণ্যদ্বারা অনু-
গ্রহের রাজত্ব হইবে।

---

৬ অধ্যায়।

১ ইহাতে আমরা কি বলিব? অনুগ্রহের বাহুল্য যেন
২ হয়, এই নিমিত্তে কি পাপেতে থাকিব? তাহা দূরে
থাকুক। পাপের সম্বন্ধে মরিয়াছি যে আমরা, আমরা
৩ কি প্রকারে পুনরায় পাপজীবী হইব? আমরা যত লোক
যীশু খ্রীষ্টেতে বাপ্তাইজিত হইয়াছি, সকলেই তাঁহার
মরণে বাপ্তাইজিত হইয়াছি, ইহা কি তোমরা জান না?
৪ অতএব আমরা বাপ্তিস্মদ্বারা তাঁহার সহিত মৃত্যুমধ্যে
কবরপ্রাপ্ত হইয়াছি। (কি নিমিত্তে?) পিতার প্রভাব-
দ্বারা খ্রীষ্ট যেমন মৃতগণের মধ্যহইতে উত্থাপিত হই-
য়াছেন, তদ্রূপ আমরাও যেন নূতন জীবনরূপ পথে
৫ গমন করি। কেননা যদি আমরা তাঁহার মৃত্যুর অনু-
ক্রিয়াতে তাঁহার সহিত একীভূত হইয়াছি, তবে অবশ্য
৬ পুনরুত্থানের অনুক্রিয়াতেও হইব। বিশেষতঃ আমরা
যেন পাপের দাস আর না থাকি, এই জন্যে আমা-
দের পাপরূপ শরীরের বিনাশার্থে আমাদের পুরাতন
পুরুষ তাঁহার সহিত ক্রুশে বদ্ধ হইয়াছে, ইহা জানি।
৭ কেননা যে মরিয়াছে সে পাপহইতে মুক্ত হইল। আর
৮ আমরা যদি খ্রীষ্টের সহিত মৃত হইয়া থাকি, তবে
তাঁহার সহিত জীবন প্রাপ্তও হইব, আমাদের এমন বি-
৯ শ্বাস আছে। কেননা মৃতগণের মধ্যহইতে উত্থাপিত
খ্রীষ্ট আর কখনও মরিবেন না, ইহা আমরা জানি;
১০ তাঁহার উপরে মৃত্যুর আর কর্তৃত্ব নাই। তিনি যে মৃত্যু
ভোগ করিয়াছেন তদ্দ্বারা পাপের সম্বন্ধে একেবারে
মরিয়াছেন; এবং যে জীবন প্রাপ্ত হইয়াছেন, তদ্দ্বারা
১১ ঈশ্বরের সম্বন্ধে সজীব আছেন। তদ্রূপ তোমরাও আ-
পনাদিগকে পাপের সম্বন্ধে মৃত ও আমাদের প্রভু যীশু
খ্রীষ্টদ্বারা ঈশ্বরের সম্বন্ধে সজীব জ্ঞান কর।

১২ অতএব শারীরিক অভিলাষের অধীন হওনার্থে তোমাদের মর্ত্ত্য দেহে পাপকে রাজত্ব করিতে দিও না।
১৩ এবং আপন২ অঙ্গ অধর্ম্মের অস্ত্ররূপে পাপের নিকটে সমর্পণ করিও না; কিন্তু আপনাদিগকে মৃত্যুর পরে জীবনপ্রাপ্তরূপে, এবং আপন২ অঙ্গ ধর্ম্মের অস্ত্ররূপে
১৪ ঈশ্বরের নিকটে সমর্পণ কর। পাপ তোমাদের উপরে কর্তৃত্ব করিবে না, কারণ তোমরা ব্যবস্থার অধীন নহ,
১৫ কিন্তু অনুগ্রহের অধীন হইয়াছ। ইহাতে কি বলিব? আমরা ব্যবস্থার অধীন না হইয়া অনুগ্রহের অধীন হইয়াছি, ইহা ভাবিয়া কি পাপাচরণ করিব? তাহা দূরে
১৬ থাকুক। তোমরা আজ্ঞাপালনার্থে যদি কাহারো নিকটে দাসরূপে আপনাদিগকে সমর্পণ কর, তবে যাহার আজ্ঞাবহ তাহারই দাস হও, হয় তো মৃত্যুর নিমিত্তে পাপের দাস, নতুবা ধর্ম্মের নিমিত্তে আজ্ঞাপালনের
১৭ দাস হও। কিন্তু ঈশ্বরের ধন্যবাদ হউক, যেহেতুক পূর্ব্বে পাপের দাস ছিলা যে তোমরা, তোমরা যে শিক্ষারূপ ছাঁচে নিক্ষিপ্ত হইয়াছ, অন্তঃকরণের সহিত তাহা গ্রাহ্য
১৮ করিয়াছ। কিন্তু পাপহইতে মুক্ত হওয়াতে তোমরা
১৯ ধর্ম্মের দাস হইয়াছ। তোমাদের শরীরের দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত আমি মানুষের মত ইহা বলিতেছি; পূর্ব্বে যেমন অধর্ম্মের নিমিত্তে আপন২ অঙ্গকে দাসরূপে অশুচিতার ও অধর্ম্মের নিকটে সমর্পণ করিতা, তদ্রূপ এখন পবিত্রতার নিমিত্তে আপন২ অঙ্গকে দাসরূপে ধর্ম্মের নিকটে
২০ সমর্পণ কর। কেননা যখন তোমরা পাপের দাস ছিলা,
২১ তখন ধর্ম্মের অনধীন ছিলা। তৎকালে কি ফল পাইতা? তাহা সম্প্রতি লজ্জার বিষয় বোধ হয়, কেননা সে সক-
২২ লের পরিণাম মৃত্যু। কিন্তু সম্প্রতি তোমরা পাপহইতে মুক্ত হইয়া ঈশ্বরের দাস হওয়াতে পবিত্রতারূপ ফল

২৩ ও অনন্ত জীবনরূপ পরিণাম পাইতেছ। কেননা পাপের বেতন মৃত্যু, কিন্তু ঈশ্বরের দত্ত বর আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের দ্বারা অনন্ত জীবন।

৭ অধ্যায়।

১ হে ভ্রাতৃগণ, ব্যবস্থাবিজ্ঞদের প্রতি আমার এই নিবেদন, ব্যবস্থা কেবল যাবজ্জীবন মনুষ্যের উপরে কর্ত্তৃত্ব
২ করে, ইহা কি তোমরা জান না? স্বামির জীবন থাকিতে বিবাহিতা স্ত্রী ব্যবস্থাদ্বারা তাহার প্রতি বদ্ধা থাকে; কিন্তু স্বামির মৃত্যু হইলে তাহার ব্যবস্থাহইতে
৩ মুক্তা হয়। এই নিমিত্তে স্বামির জীবন থাকিতে স্ত্রী যদি অন্য পুরুষকে বিবাহ করে, তবে সে ব্যভিচারিণী হয়; কিন্তু স্বামির মৃত্যু হইলে পর সে ব্যবস্থাহইতে মুক্তা হওয়াতে অন্য পুরুষকে বিবাহ করিলেও ব্যভিচা-
৪ রিণী হয় না। হে আমার ভ্রাতৃগণ, খ্রীষ্টের শরীরদ্বারা ব্যবস্থাগ্রন্থহইতে তোমাদেরও মৃত্যুজন্য বিয়োগ হওয়াতে অন্যের সহিত, অর্থাৎ মৃতগণের মধ্যহইতে উত্থাপিত ব্যক্তির সহিত, তোমাদের বিবাহ হওয়া উচিত; তাহা
৫ হইলে আমরা ঈশ্বরের নিমিত্তে ফলবান হইব। কেননা আমরা যখন শারীরিক ভাবে মগ্ন ছিলাম, তখন ব্যবস্থার ভার প্রযুক্ত পাপাভিলাষ আমাদের অঙ্গমধ্যে সতেজ
৬ হইয়া মৃত্যুর নিমিত্তে ফল উৎপন্ন করাইত। কিন্তু যাহার বশে ছিলাম, তাহার সম্বন্ধে মৃত হওয়াতে আমরা সম্প্রতি ব্যবস্থাহইতে মুক্ত হইয়াছি। অতএব আমাদের উচিত যেন লিপির জরাতে নয়, কিন্তু আত্মার নবীনতাতে (ঈশ্বরের) পরিচর্য্যা করি।

৭ তবে আমরা কি বলিব? ব্যবস্থা কি পাপজনক? তাহা দূরে থাকুক, বরঞ্চ ব্যবস্থা না থাকিলে পাপ কি,

তাহা জানিতাম না; যেহেতু "লোভ করিও না," এই কথা যদি ব্যবস্থা না কহিত, তবে লোভ কি, তাহা জা-
৮ নিতাম না। কিন্তু ব্যবস্থাদ্বারা পাপ সুযোগ পাইয়া আমার অন্তরে সর্ব্ব প্রকার লোভাদি জন্মাইল। যে-
৯ হেতুক বিনা ব্যবস্থাতে পাপ মৃত থাকে। আর আমি পূর্ব্বে বিনা ব্যবস্থাতে সজীব ছিলাম, পরে আজ্ঞা উপ-স্থিত হইলে পাপ সজীব হইয়া উঠিল, তাহাতে আমি
১০ মরিলাম। এমন হইলে জীবনজনক যে আজ্ঞা, তাহা
১১ আমার মৃত্যুজনক হইয়া উঠিল। কেননা আজ্ঞাদ্বারা পাপ সুযোগ পাইয়া আমার ভ্রান্তি জন্মাইয়া তদ্দ্বারা
১২ আমাকে সংহার করিল। অতএব ব্যবস্থা পবিত্র, এবং আজ্ঞাও পবিত্র ও যথার্থ ও উত্তম বটে।

১৩ তবে যাহা উত্তম, তাহাই কি আমার মৃত্যুজনক হইল? তাহা দূরে থাকুক; বরং পাপ উত্তম বস্তুদ্বারা আমার মৃত্যু ঘটাওনেতে যেন পাপরূপে দেখায়, এই জন্যে সে আমার মৃত্যুজনক হইল, ইহাতে আজ্ঞাদ্বারা
১৪ পাপ অতিশয় পাপিষ্ঠ হইয়া উঠে। ব্যবস্থা যে আত্মিক, ইহা আমরা জানি, কিন্তু আমি শারীরিক এবং পাপের
১৫ ক্রীত দাস। বিশেষতঃ যে কর্ম্ম করি, তাহাই না জানিয়া করি; কেননা যাহা আমার বাঞ্ছা তাহা করি না, কিন্তু
১৬ যাহা আমার ঘৃণিত তাহা করি। তথাচ যাহা বাঞ্ছিত নহে তাহা যদি করি, তবে ব্যবস্থা যে উত্তম, ইহা স্বী-
১৭ কার করি। সে কর্ম্ম সম্প্রতি আর আমার নিজ কর্ম্ম নহে, কিন্তু আমাতে যে পাপ থাকে তাহারই কর্ম্ম।
১৮ যেহেতুক আমাতে অর্থাৎ আমার শরীরে কোন উত্তম বিষয় বাস করে না, ইহা আমি জানি; আমার বাঞ্ছা আছে বটে, কিন্তু উত্তম কর্ম্ম সাধনের সামর্থ্য আমি
১৯ পাই না। কেননা যে উত্তম ক্রিয়া করিতে আমার

বাঞ্ছা, তাহা করি না; কিন্তু যে মন্দ ক্রিয়া করিতে
২০ বাঞ্ছা নাই, তাহাই করি। অতএব যাহা করিতে আ-
মার বাঞ্ছা নাই, তাহা যদি করি, তবে সে আর আ-
মার কর্ম্ম নহে, কিন্তু আমাতে বাসকারি পাপের কর্ম্ম।
২১ ভাল করিতে আমার বাঞ্ছা করণ সময়ে মন্দ করিতে
-পস্থিত, আমাতে এমন এক ব্যবস্থা দেখিতে পাই।
২২ আন্তরিক পুরুষদ্বারা আমি ঈশ্বরের ব্যবস্থাতে সন্তুষ্ট
২৩ আছি। কিন্তু আমার অঙ্গমধ্যে আর এক ব্যবস্থাকে
দেখিতে পাইতেছি, সে আমার মানসিক ব্যবস্থার বি-
পরীতে যুদ্ধ করে, এবং আমাকে অঙ্গস্থিত পাপব্যবস্থার
২৪ দাস করিতে যত্ন করে। হায়২! দুর্ভাগ্য মনুষ্য যে আমি,
২৫ আমাকে এই মৃত শরীরহইতে কে নিস্তার করিবে? আ-
মাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টদ্বারা আমি ঈশ্বরের ধন্যবাদ করি।
অতএব আমি আপনি মন দিয়া ঈশ্বরের ব্যবস্থার সেবা
করি, কিন্তু শরীর দিয়া পাপব্যবস্থার সেবা করি।

৮ অধ্যায়।

১ অতএব এখন যাহারা খ্রীষ্ট যীশুর আশ্রিত হইয়া শা-
রীরিক ভাবে না চলিয়া আত্মার ভাবে চলে, তাহারা
২ কোন দণ্ডের পাত্র হয় না। যীশু খ্রীষ্টদ্বারা জীবন-
দায়ক যে আত্মার ব্যবস্থা, তাহা পাপের ও মৃত্যুর
৩ ব্যবস্থাহইতে আমাকে মুক্ত করিয়াছে। যেহেতুক শারী-
রিক ভাব প্রযুক্ত দুর্ব্বল হওয়াতে ব্যবস্থা যাহা সাধন
করিতে অপারক ছিল, ঈশ্বর নিজ পুত্রকে পাপবলিরূপে
পাপিষ্ঠ শরীরির মূর্ত্তিতে প্রেরণ করাতে মনুষ্যশরীরে
৪ পাপের দণ্ড দিয়া তাহা সাধন করিয়াছেন। তাহাতে
শারীরিক ভাবে না চলিয়া আত্মার ভাবে চলিয়া থাকি
যে আমরা, আমাদিগেতে ব্যবস্থার ধর্ম্মকর্ম্ম সিদ্ধ হয়।

৫ যাহারা শরীরাচারী, তাহারা শারীরিক ভাবে আসক্ত; কিন্তু যাহারা আত্মাচারী, তাহারা আত্মার ভাবে আ-
৬ সক্ত। এবং শারীরিক ভাব মৃত্যুজনক; কিন্তু আত্মার
৭ ভাব জীবন ও শান্তিদায়ক। শারীরিক যে ভাব সে ঈশ্বরের প্রতি শক্রতা; কেননা সে ঈশ্বরের ব্যবস্থার
৮ অধীন হয় না এবং হইতে পারেও না। যাহারা শা-রীরিক তাহারা ঈশ্বরের তুষ্টিকর হইতে পারে না।
৯ তোমাদের অন্তরে যদি ঈশ্বরের আত্মা বাস করেন, তবে তোমরা শারীরিক নহ, কিন্তু আত্মিক লোক; কিন্তু যে কেহ খ্রীষ্টের আত্মা প্রাপ্ত না হয়, সে খ্রীষ্টের নহে।
১০ যদি খ্রীষ্ট তোমাদিগেতে থাকেন, তবে পাপ প্রযুক্ত দেহ মৃত্যুর অধীন বটে, কিন্তু পুণ্য প্রযুক্ত আত্মা জীবন
১১ প্রাপ্ত। তথাপি যিনি মৃতগণের মধ্যহইতে খ্রীষ্টকে উত্থাপন করিয়াছেন, তাঁহার আত্মা যদি তোমাদিগেতে বাস করেন, তবে যিনি মৃতগণের মধ্যহইতে খ্রীষ্টের উত্থাপন-কর্ত্তা, তিনি তোমাদের অন্তরে বাসকারি আপন আত্মা প্রযুক্ত তোমাদের মর্ত্ত্য দেহকেও সজীব করিবেন।

১২ অতএব হে ভ্রাতৃগণ, আমরা শরীরাচারী হইয়া জীবন ধারণ করিতে শরীরের কাছে বাধিত হইয়াছি এমন নয়;
১৩ যেহেতুক শরীরাচারী হইয়া জীবন ধারণ করিলে তোমরা মরিবা, কিন্তু আত্মাদ্বারা যদি শারীরিক কর্ম্ম ব্যা-
১৪ পাদন কর, তবে বাঁচিবা। কারণ যত লোক ঈশ্বরের আত্মার দ্বারা চালিত হয়, তাহারাই ঈশ্বরের সন্তান।
১৫ তোমরা পুনর্ব্বার ভয় করণার্থে দাসত্বের আত্মাকে পা-ইয়াছ, তাহা নয়; কিন্তু যে আত্মাদ্বারা ঈশ্বরকে আব্বা, অর্থাৎ পিতা, বলিয়া সম্বোধন কর, সেই দত্তকপুত্রত্ব-
১৬ পদের আত্মাকে পাইয়াছ। আর আমরা যে ঈশ্বরের সন্তান, এবিষয়ে পবিত্র আত্মা আমাদের আত্মার সহিত

১৭ প্রমাণ দিতেছেন। আর যদি সন্তান হই, তবে ধনাধিকারীও হই, অর্থাৎ ঈশ্বরের ধনাধিকারী ও খ্রীষ্টের সহাধিকারী হই। কিন্তু বিভবে তাঁহার সহভাগী হইবার নিমিত্তে দুঃখে তাঁহার সহভাগী হওয়া আমাদের আবশ্যক।
১৮ আর আমাদিগের প্রতি যে বিভব প্রকাশিত হইবে, তাহার কাছে আমি এই বর্ত্তমান কালের দুঃখকে
১৯ তৃণজ্ঞান করি। কেননা সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা ঈশ্বরের
২০ পুত্রগণের উদয়কে অপেক্ষা করিতেছে। কারণ সৃষ্টি যে
২১ স্বেচ্ছাপূর্ব্বক অলীকতার বশীকৃত হইল তাহা নয়, কিন্তু বশীকর্ত্তার নিমিত্তে; এবং সৃষ্টিও বিনাশের দাসত্বহইতে মুক্ত হইয়া ঈশ্বরের সন্তানদিগের বিভব পাইবে, এই
২২ আশাতে বশীকৃত হইল। কেননা আমরা জানি, সমস্ত সৃষ্টি এখন পর্য্যন্ত প্রসববেদনার তুল্য বেদনাতে ব্যথিত
২৩ হইয়া আর্ত্তস্বর করিতেছে। কেবল তাহা নয়, কিন্তু প্রথমজাত ফলস্বরূপ আত্মাকে প্রাপ্ত হইয়াছি যে আমরা, আমরাও দত্তকপুত্রত্বপদের অর্থাৎ শরীরের মুক্তির অপেক্ষা করিতে২ তদ্রূপ অন্তরে আর্ত্তস্বর করিতেছি।
২৪ কেননা আমরা প্রত্যাশাতে পরিত্রাণ পাইয়াছি, কিন্তু চক্ষুর্গোচর যে প্রত্যাশা, সে প্রত্যাশা নহে; যে যাহা
২৫ দেখে, সে কেমন করিয়া তাহার প্রত্যাশা করে? যাহা দেখিতে না পাই, তাহার প্রত্যাশা যদি করি, তবে সহিষ্ণুতাতে
২৬ তাহার অপেক্ষাতে থাকি। আর সেই রূপে আত্মাও আমাদের দুর্ব্বলতার প্রতিকার করেন, কেননা কিসের জন্যে প্রার্থনা করিতে হয়, তাহা আমরা উপযুক্তরূপে জানি না; কিন্তু আত্মা আপনি অস্পষ্ট আর্ত্তস্বরদ্বারা
২৭ আমাদের নিমিত্তে প্রার্থনা করেন। আর যিনি অন্তর্যামী, তিনি আত্মার ভাব কি, তাহা জানেন, কেননা পবিত্র লোকদের জন্যে তিনি ঈশ্বরের অভিমতানুসারে প্রার্থনা

২৮ করেন। আর আমরা জানি, পূর্ব্বনিরূপণানুসারে আহূত হইয়া যাহারা ঈশ্বরকে প্রেম করে, তাবৎ ঘটনা মি-
২৯ লিয়া তাহাদের মঙ্গল জন্মায়। কেননা তিনি যাহাদিগকে পূর্ব্বে লক্ষ্য করিলেন, তাহাদিগকে আপন পুত্রের প্রতি-মূর্ত্তির সদৃশ হওনার্থে নিযুক্ত করিলেন; (কি জন্যে?)
৩০ তিনি যেন অনেক ভ্রাতার মধ্যে জ্যেষ্ঠ হন। আর যাহা-দিগকে নিযুক্ত করিলেন, তাহাদিগকে আহ্বানও করিলেন; আর যাহাদিগকে আহ্বান করিলেন, তাহাদিগকে পুণ্য-বান্ গণিতও করিলেন; এবং যাহাদিগকে পুণ্যবান্ গণিত করিলেন, তাহাদিগকে বিভবের অধিকারীও করিলেন।
৩১ এই সকলেতে আমরা কি বলিব? ঈশ্বর যদি আ-
৩২ মাদের সপক্ষ হন, তবে আমাদের বিপক্ষ কে? আপন পুত্রের প্রতি মমতা না করিয়া যিনি আমাদের সকলের জন্যে তাঁহাকে সমর্পণ করিলেন, তিনি কি তাঁহার সহিত আমাদিগকে সকল বিষয় দান করিবেন না?
৩৩ ঈশ্বরের মনোনীত লোকদের প্রতি কে দোষারোপ করিবে? কি ঈশ্বর? তিনি তাহাদিগকে পুণ্যবান্ করিয়া
৩৪ গণনা করেন। কে বা তাহাদের দণ্ডাজ্ঞা করিবে? কি খ্রীষ্ট? তিনি মরিয়াছেন, বরঞ্চ পুনরুত্থানও করিয়াছেন, আর তিনি ঈশ্বরের দক্ষিণ পার্শ্বে আছেন, এবং আমাদের
৩৫ জন্যে প্রার্থনাও করিতেছেন। তবে আমাদের সহিত খ্রীষ্টের প্রেমের বিচ্ছেদ কে জন্মাইতে পারে? কি ক্লেশ, কি সঙ্কট, কি তাড়না, কি দুর্ভিক্ষ, কি বস্ত্রহীনতা,
৩৬ কি বিপদ, কি খড়গ, ইহারা কি পারিবে? যেমত লিপি আছে, "আমরা তোমার নিমিত্তে সমস্ত দিন মৃত্যুমুখে "আছি; ছেদনীয় মেষের ন্যায় গনিত হইতেছি।"
৩৭ কিন্তু যিনি আমাদিগকে প্রেম করিয়াছেন, তাঁহাদ্বারা
৩৮ আমরা এই সকলেতে সর্ব্বতোভাবে জয়ী হই। কেননা

আমি নিশ্চয় জানি, মৃত্যু কি জীবন কি স্বর্গস্থ দূত কি অধিপতি কি বাহিনী, কি বর্ত্তমান বিষয় কি ৩৯ ভবিষ্যৎ বিষয় কি উচ্চপদ কি নীচপদ, আর যে কোন সৃষ্ট বস্তু হউক, কিছুই আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট-দ্বারা ঈশ্বরের প্রেমহইতে আমাদিগকে বিচ্ছেদ করিতে পারিবে না।

৯ অধ্যায়।

১ আমি খ্রীষ্টের সাহায্যে সত্যই কহিতেছি, মিথ্যা কথা কহি না, ইহাতে আমার মনও পবিত্র আত্মার সাহায্যে ২ আমার পক্ষে সাক্ষ্য দিতেছে। আমার ভারি শোক ও ৩ নিরন্তর মনঃপীড়া আছে। বিশেষতঃ যাহারা শারীরিক সম্বন্ধে আমার স্বজাতীয়, আমার সেই ভ্রাতৃগণের পরি-বর্ত্তে আপনি যেন শাপাস্পদরূপে খ্রীষ্টহইতে পৃথক্ হই, ৪ এমত যাচ্ঞা করিতে পারিতাম। কেননা তাহারা ইস্রা-য়েলীয় লোক; এবং দত্তকপুত্রতা, ও (ঈশ্বরীয়) তেজ, ও নিয়ম, ও ব্যবস্থাদান, ও উপাসনা ও প্রতিজ্ঞা, এই ৫ সকলের অধিকারী আছে। এবং পিতৃগণও তাহাদের আছে; এবং শারীরিক সম্বন্ধে তাহাদেরই মধ্যহইতে সেই খ্রীষ্ট উৎপন্ন হইয়াছেন, যিনি সর্ব্বোপরিস্থ ঈশ্বর ও সদাকাল পরম ধন্য। আমেন্।

৬ ঈশ্বরের বাক্য যে বিফল হইয়াছে এমন নহে, যেহে-তুক ইস্রায়েলহইতে উৎপন্ন সকলে ইস্রায়েলীয় নয়। ৭ এবং ইব্রাহীমের বংশ হওয়াতে সকলে তাহার সন্তান হয়, তাহাও নয়; কিন্তু "ইস্হাকহইতে তোমার বংশ ৮ "বিখ্যাত হইবে।" অর্থাৎ শরীর সম্বন্ধীয় সন্তান সকলে ঈশ্বরের সন্তান হয় তাহা নহে; কিন্তু যাহারা প্রতিজ্ঞার ৯ সন্তান, তাহারাই বংশরূপে গণিত হয়। কেননা সেই

প্রতিজ্ঞার বাক্য এই, “আমি এমন সময়ে ফিরিয়া আ-
১০ “সিব, তখন সারার পুত্র হইবে।” আরও বলি, রিব্কা
যখন এক জনদ্বারা, অর্থাৎ আমাদের পূর্ব্বপুরুষ ইস্-
১১ হাকদ্বারা গর্ব্ভধারণ করিয়াছিল, তখন ঈশ্বরের মনো-
নীত করণানুযায়ি যে নিরূপণ, তাহা যেন কর্ম্মহইতে
নয়, কিন্তু আহ্বানকর্ত্তাহইতে স্থির হইয়া থাকে, এই
নিমিত্তে তাহার দুই সন্তান ভূমিষ্ঠ হওনের পূর্ব্বে,
এবং তাহাদের ভাল মন্দ কোন কর্ম্ম করণের পূর্ব্বে,
১২ তাহার প্রতি এই বাক্য উক্ত হইয়াছিল, “জ্যেষ্ঠ কনি-
১৩ “ষ্ঠের সেবা করিবে।” যেমন লিখিত আছে, “আমি
“যাকূব্কে প্রেম করিয়াছি, কিন্তু এষৌকে অপ্রেম করি-
১৪ “য়াছি।” ইহাতে আমরা কি বলিব? ঈশ্বরেতে কি অন্যায়
১৫ সম্ভবে? তাহা দূরে থাকুক। কেননা তিনি মূসাকে
কহিয়াছেন, “আমি যাহাকে অনুকম্পা করিতে চাহি,
“তাহাকে অনুকম্পা করি, ও যাহাকে দয়া করিতে চাহি,
১৬ “তাহাকেই দয়া করি।” অতএব তাহা ইচ্ছুক বা ধাবমান
১৭ মনুষ্যহইতে হয় না, দয়াকারি ঈশ্বরহইতে হয়। কেননা
ফিরৌণের প্রতি শাস্ত্র বলে, যথা, “আমি তোমাদ্বারা
“নিজ পরাক্রম দেখাইতে ও সমস্ত পৃথিবীতে আপন
“নাম প্রকাশ করিতে, এতন্নিমিত্তেই তোমাকে স্থাপন
১৮ “করিলাম।” অতএব তিনি যাহাকে ইচ্ছা করেন, তাহা-
কেই দয়া করেন; এবং যাহাকে ইচ্ছা করেন, তাহা-
কেই কঠিন করেন।

১৯ তুমি বলিবা, এমন হইলে তিনি দোষ ধরেন কেন?
তাঁহার ইচ্ছার প্রতিরোধ কে কখন্ করিয়াছে? আহা!
২০ হে ঈশ্বরের প্রতিবাদি মনুষ্য, তুমি কে? ‘আমার এই
রূপ সৃষ্টি করিলা কেন?’ এমন কথা সৃষ্ট বস্তু কি সৃষ্টি-
২১ কর্ত্তাকে বলিতে পারে? কিম্বা এক মৃৎপিণ্ডহইতে সম্মা-

নের ও অপমানের দুই প্রকার পাত্র নির্ম্মাণ করিতে
২২ কুম্ভকারের কি মৃত্তিকাতে অধিকার নাই? ঈশ্বর ক্রোধ
প্রকাশ করিতে ও নিজ শক্তি জানাইতে ইচ্ছুক হইয়া
যদি বিনাশে নিযুক্ত ক্রোধপাত্রদের প্রতি দীর্ঘ সহিষ্ণুতা
২৩ করেন; এবং যাহাদিগকে বিভবের নিমিত্তে পূর্ব্বে
প্রস্তুত করিয়াছেন, এমন দয়াপাত্রদের প্রতি আপন
মহিমাধন প্রকাশ করিতে চাহিয়া যদি যিহূদীয়দের মধ্য-
২৪ হইতে কেবল নয়, কিন্তু অন্যজাতীয়দিগের মধ্যহইতেও
আমাদের ন্যায় তাহাদিগকে আহ্বান করেন, তবে কি?
২৫ হোশেয় গ্রন্থেও তিনি কহেন, যথা, "যাহারা আমার
"প্রজা নয়, তাহাদিগকে আপনার প্রজা কহিয়া ডা-
২৬ "কিব; এবং অপ্রিয়াকে প্রিয়া করিয়া বলিব। আর
"তোমরা আমার প্রজা নহ, এই কথা যে স্থানে তাহা-
"দিগকে কহা গিয়াছিল, সেই স্থানে তাহারা অমর
২৭ "ঈশ্বরের সন্তান বিখ্যাত হইবে।" আর ইস্রায়েল্
লোকের বিষয়ে যিশায়িয়ও এ কথা ঘোষণা করে,
"ইস্রায়েল লোক সমুদ্রের বালির ন্যায় বহুসংখ্যক হই-
"লেও তাহাদের কতক অবশিষ্ট লোকমাত্র পরি-
২৮ "ত্রাণ পাইবে; যেহেতুক তিনি ধর্ম্মযুক্ত কর্ম্ম সংক্ষেপে
"সম্পন্ন করিবেন; পৃথিবীতে সংক্ষিপ্তরূপে কর্ম্ম করি-
২৯ "বেন।" যিশায়িয় আরো কহিয়াছিল; "সৈন্যাধ্যক্ষ
"পরমেশ্বর যদি অবশিষ্ট কিঞ্চিৎ না রাখিতেন, তবে আ-
"মরা সিদোম নগরের ন্যায় হইতাম, ও অমোরা নগরের
৩০ "তুল্য হইতাম।" ইহাতে আমরা কি বলিব? যে অন্য-
জাতীয় লোকেরা পুণ্যের অনুসন্ধান করিত না, তাহারা
পুণ্য পাইয়াছে, অর্থাৎ বিশ্বাসদ্বারা প্রাপ্য পুণ্য পাইয়াছে;
৩১ কিন্তু যে ইস্রায়েল লোকেরা পুণ্যের নিয়ম অনুসন্ধান
৩২ করিত, তাহারা পুণ্যের নিয়ম প্রাপ্ত হয় নাই। ইহার

কারণ কি? তাহারা বিশ্বাস পথে নয়, কিন্তু ব্যবস্থানুযায়ি ক্রিয়ার পথে অনুসন্ধান করিত, কেননা তাহারা
৩৩ সেই বিঘ্নজনক প্রস্তরে বিঘ্ন পাইল, যেমত লিখিত আছে, "দেখ, আমি সিয়োনেতে এক বিঘ্নকারি প্রস্তর ও বাধা-"জনক পাষাণ স্থাপন করিব। যে কেহ তাঁহাতে বিশ্বাস "করিবে, সে লজ্জিত হইবে না।"

১০ অধ্যায়।

১ হে ভ্রাতৃগণ, ইস্রায়েল্ লোকদের নিমিত্তে আমার মনোভিলাষ এবং ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা এই, যেন
২ তাহাদের পরিত্রাণ হয়। ঈশ্বরের বিষয়ে তাহাদের উদ্‌যোগ আছে, ইহাতে আমি তাহাদের সাক্ষী আছি;
৩ কিন্তু সে জ্ঞানযুক্ত উদ্‌যোগ নয়। কেননা ঈশ্বরীয় পুণ্য না জানাতে এবং আপনাদের পুণ্য স্থির করিতে চেষ্টা করাতে তাহারা ঈশ্বরীয় পুণ্যের অধীনতা স্বীকার করে
৪ নাই। কেননা প্রত্যেক বিশ্বাসি ব্যক্তির পুণ্যলাভার্থে
৫ খ্রীষ্ট ব্যবস্থার পরিণাম হইয়াছেন। আর ব্যবস্থাহইতে লভ্য পুণ্যের এ প্রকার বর্ণনা মূসা করিয়াছে, যথা "যে "কেহ এই সকল পালন করিবে, সে তাহাদ্বারা বাঁচিবে।"
৬ কিন্তু বিশ্বাসহইতে লভ্য যে পুণ্য, সে এমত কথা বলে, যথা, "মনে২ এমন চিন্তা করিও না, কে স্বর্গারোহণ
৭ "করিবে? (তাহা করিলে খ্রীষ্টকে নামান যায়।) কিম্বা "কে রসাতলে নামিবে?" (তাহা করিলে খ্রীষ্টকে মৃত-
৮ দের মধ্যহইতে উত্তোলন করা যায়।) তবে কি বলে? না, "সেই বাক্য তোমার নিকটবর্ত্তি, অর্থাৎ তোমার "মুখে ও তোমার অন্তঃকরণে আছে," ইহাই বলে; আর
৯ সে আমাদের কর্ত্তৃক প্রচারিত বিশ্বাসের বাক্য। ফলতঃ তুমি যদি মুখে যীশুকে প্রভুরূপে স্বীকার কর, এবং

ঈশ্বর যে তাঁহাকে মৃতগণের মধ্যহইতে উত্থাপন করিয়াছেন, ইহা যদি অন্তঃকরণে বিশ্বাস কর, তবে পরি-
১০ ত্রাণ পাইবা। যেহেতুক পুণ্য প্রাপ্তির নিমিত্তে অন্তঃকরণে বিশ্বাস করিতে হয়, এবং পরিত্রাণের জন্যে মুখে
১১ স্বীকার করিতে হয়; যেমত শাস্ত্রে লেখে, "যে কেহ "তাঁহাতে বিশ্বাস করিবে, সে লজ্জিত হইবে না।"
১২ ইহাতে যিহূদীয়েতে এবং গ্রীক লোকেতে কিছু বিশেষ নাই; যেহেতুক সকলের অদ্বিতীয় প্রভু যিনি, তিনি আপনার নিকটে প্রার্থনাকারি সকলের প্রতি (অনু-
১৩ গ্রহের) নিধিস্বরূপ। আর "যে কেহ প্রভুর নামে প্রা- "র্থনা করিবে, সেই পরিত্রাণ পাইবে।"
১৪ যাঁহাতে বিশ্বাস করে নাই, তাঁহার কাছে কেমন করিয়া প্রার্থনা করিবে? এবং যাঁহার কথা শুনে নাই, তাঁহাতে কি প্রকারে বিশ্বাস করিবে? আর ঘোষণাকা-
১৫ রিরা না থাকিলে কি রূপে শ্রবণ করিবে? এবং প্রেরিত না হইলে কি প্রকারে ঘোষণা করিবে? যেমন লিখিত আছে, "যাহারা সন্ধির সুসমাচার জ্ঞাপন করে, ও মঙ্গ- "লের সংবাদ দেয়, তাহাদের চরণ কেমন শোভা পায়!"
১৬ কিন্তু সকলে সুসমাচার গ্রাহ্য করে নাই; এ বিষয়ে যিশায়িয় কহে, "হে প্রভো, আমাদের সংবাদ শুনিয়া
১৭ "কে বিশ্বাস করিল?" অতএব বিশ্বাস শ্রবণমূলক, এবং
১৮ শ্রবণ ঈশ্বরের বাক্যমূলক। তবে আমি বলি, তাহারা কি শুনিতে পায় নাই? অবশ্য শুনিয়াছে, যেহেতুক "তাহাদের স্বর সর্ব্ব দেশে, ও তাহাদের বক্তৃতা পৃথিবীর
১৯ "সীমা পর্য্যন্ত ব্যাপিয়াছে।" আরও বলি, ইস্রায়েল লোক কি ইহা বুঝে নাই? প্রথমে মূসা এই কথা বলিয়াছিল, "আমি অগণ্য জাতিদ্বারা তোমাদিগকে উত্তাপযুক্ত করিব, "ও বাতুল বংশদ্বারা তোমাদিগকে ক্রোধান্বিত করিব।"

২০ আর যিশায়িয় অতি সাহস পূর্ব্বক কহে, "যাহারা আ-
"মার বিষয়ে চেষ্টাও করে নাই, তাহারা আমাকে পা-
"ইয়াছে, এবং যাহারা আমার বিষয়ে জিজ্ঞাসাও করে
"নাই, তাহাদের নিকটে আমি প্রকাশিত হইয়াছি।"
২১ কিন্তু ইস্রায়েল লোকদের বিষয়ে সে কহে, "এই যে
"লোকেরা আজ্ঞালঙ্ঘন ও আপত্তি করে, ইহাদের প্রতি
"আমি সমস্ত দিন হস্ত বিস্তার করিয়া আছি।"

১১ অধ্যায়।

১ এখন আমি জিজ্ঞাসা করি, ঈশ্বর কি আপন প্রজা-
দিগকে দূরীকৃত করিয়াছেন? তাহা দূরে থাকুক; কেননা
আমিও এক জন ইস্রায়েল্ লোক; আমি ইব্রাহীমের
২ বংশে বিন্যামীনের গোত্রে জন্মিয়াছি। ঈশ্বর আপনার
যে প্রজাদিগকে পূর্ব্বে লক্ষ্য করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে
দূরীকৃত করেন নাই। এলিয়ের ইতিহাসে ধর্ম্মপুস্তক কি
বলে, তাহা কি জান না? সে ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে ঈশ্ব-
৩ রের নিকটে এই নিবেদন করিয়াছিল, যথা, "হে
"প্রভো, তাহারা তোমার যজ্ঞবেদি সকল ভাঙ্গিয়া
"তোমার ভবিষ্যদ্বক্তৃগণকে বধ করিল, কেবল আমি
"একলা অবশিষ্ট রহিলাম; এবং তাহারা আমারও প্রাণ
৪ "লইতে চেষ্টা পাইতেছে।" কিন্তু তাহার প্রতি ঈশ্বরের
উত্তর কি হইল? "বালের সম্মুখে যাহারা হাঁটু পাতে
"নাই, এমন সপ্ত সহস্র লোককে আমি আপনার জন্যে
৫ "অবশিষ্ট রাখিলাম" তদ্রূপ এই বর্ত্তমান কালেও অনু-
গ্রহেতে মনোনীত কতক অবশিষ্ট লোক আছে। আর তাহা
৬ যদি অনুগ্রহদ্বারা হয়, তবে ক্রিয়াদ্বারা হয় না, নতুবা অনু-
গ্রহ অনুগ্রহই নহে; কিন্তু যদি ক্রিয়াদ্বারা হয়, তবে অনু-
গ্রহদ্বারা হয় না, নতুবা ক্রিয়া ক্রিয়াই নহে।

৭ তবে নির্যাস কি? ইস্রায়েল যাহার অন্বেষণ করিয়াছিল, তাহা পায় নাই; কিন্তু মনোনীত লোকেরা পা-
৮ ইয়াছে, তদ্ভিন্ন সকলে কঠিনীভূত হইল। যেমন লিখিত আছে, "ঈশ্বর তাহাদিগকে ঘোর নিদ্রার ভাব দিয়া-
"ছেন, অর্থাৎ দেখে না এমত চক্ষু, এবং শুনে না এমত
৯ "কর্ণ দিয়াছেন; অদ্যাপি সেই প্রকার থাকে।" এতদ্বিষয়ে দায়ূদও কহে, যথা, "তাহাদের ভোজনাসন
"তাহাদের সম্মুখে ফাঁদ ও বাঁশকল ও বাধা ও সমুচিত
১০ "দণ্ডস্বরূপ হউক; তাহারা যেন দেখিতে না পায়, তন্নি-
"মিত্তে তাহাদের চক্ষু অন্ধ হউক, এবং তাহাদের পৃষ্ঠ
"তোমাকর্তৃক নিত্য কুব্জীকৃত হউক।"

১১ ইহাতে আমি জিজ্ঞাসা করি, তাহারা কি অধঃপতনেরই নিমিত্তে স্খলিত হইয়াছে? তাহা দূরে থাকুক; বরং তাহাদিগকে উদ্‌যোগী করিবার নিমিত্তে ভিন্নজাতীয় লোকেরা তাহাদের পদচ্যুতিদ্বারা পরিত্রাণ পাইয়াছে।
১২ তাহাদের পদচ্যুতি যদি জগজ্জনের ঐশ্বর্য্যজনক হইল, এবং তাহাদের ক্ষতি যদি অন্যজাতীয়দিগের ঐশ্বর্য্যজনক হইল, তবে তাহাদের বৃদ্ধি আর কত ঐশ্বর্য্যজনক না
১৩ হইবে? অতএব হে ভিন্নজাতীয় লোক সকল, তোমাদের প্রতি কহিতেছি, ভিন্নজাতীয়দের নিকটে প্রেরিত
১৪ যে আমি, আমি যেন স্বজাতীয়দের উদ্যোগ জন্মাইয়া তাহাদের মধ্যে কতক২ লোকের পরিত্রাণ করি, এই জন্যে নিজ পরিচারকত্বপদের মহিমা প্রকাশ করিতেছি।
১৫ কেননা তাহাদের অগ্রাহ্য হওনে যদি জগজ্জনের মিলন লাভ হইল, তবে তাহাদের গ্রাহ্য হওনে কি মৃত্যুদেহে
১৬ জীবনলাভের তুল্য লাভ হইবে না? আর প্রথম পক্ব শস্য যদি পবিত্র হয়, তবে পিষ্টকও পবিত্র হইবে; এবং
১৭ মূল যদি পবিত্র হয়, তবে শাখাও হইবে। আর কতক

শাখা ছিন্ন হওয়াতে তুমি বন্য জিতবৃক্ষের চারা হইয়া যদি সেই শাখামূলে লাগান হইয়া জিতবৃক্ষের মূলের ও রসের অংশী হইয়া থাক, তবে সেই শাখাদের বি-
১৮ রুদ্ধে গর্ব্ব করিও না; কিন্তু যদ্যপি কর, তথাপি তুমি মূলকে ধারণ কর না, কিন্তু মূল তোমাকে ধারণ করে।
১৯ ইহাতে কি তুমি বলিবা, আমাকে লাগাইবার জন্যে
২০ সে সকল শাখা ছিন্ন হইয়াছে? ভাল, অবিশ্বাসদ্বারা তাহারা ছিন্ন হইয়াছে, এবং বিশ্বাসদ্বারা তোমার স্থিরতা
২১ আছে; অতএব অহঙ্কারী না হইয়া সভয় হও। কেননা ঈশ্বর যদি প্রকৃত শাখার প্রতি মমতা করেন নাই, তবে
২২ কি জানি তোমার প্রতিও মমতা করিবেন না। ইহাতে ঈশ্বরের দয়া ও নিগ্রহ উভয় নিরীক্ষণ কর; অর্থাৎ যাহারা পতিত হইয়াছে, তাহাদের প্রতি তাঁহার নিগ্রহ প্রকাশ পায়; কিন্তু তুমি যদি তাঁহার দয়ার আশ্রয়ে থাক, তবে তোমার প্রতি দয়া প্রকাশ পাইবে; না থাকিলে তুমিও ছিন্ন হইবা।

২৩ আর তাহারা যদি অবিশ্বাসে না থাকে, তবে পুনর্ব্বার লাগান হইবে; যেহেতুক আর বার তাহাদিগকে
২৪ লাগাইতে ঈশ্বরের শক্তি আছে। তোমাকে বন্য জিতবৃক্ষহইতে ছিন্ন করিয়া যদি প্রকৃতির ব্যতিক্রমে উত্তম জিতবৃক্ষে লাগান গিয়াছে, তবে সেই জিতবৃক্ষের প্রকৃত শাখা যে ইহারা, ইহাদিগকে কি আরও অনায়াসে
২৫ নিজ জিতবৃক্ষেতে পুনর্ব্বার লাগান যাইবে না? হে ভ্রাতৃগণ, তোমাদের যেন আত্মাভিমান না জন্মে ইহার নিমিত্তে আমার এমন বাঞ্ছা হয়, যে তোমরা এই নিগূঢ় কথা অজ্ঞাত না থাক; ফলতঃ যাবৎ অন্যজাতীয়দের পূর্ণ সংখ্যা প্রবিষ্ট না হইবে, তাবৎ অংশক্রমে ইস্রা-
২৬ য়েল্ লোকদের কাঠিন্য থাকিবে; আর এই প্রকারে

সমস্ত ইস্রায়েল পরিত্রাণ পাইবে। এতদ্রূপ লিখিতও আছে, "সিয়োন্‌হইতে এক মুক্তিদাতা আসিয়া যাকুবহইতে
২৭ "তাবৎ অধর্ম্ম দূর করিবেন; আর যে সময়ে আমি তা- "হাদের পাপ লোপ করিব, তৎকালে তাহাদের সহিত
২৮ "আমার এই নিয়ম হইবে।" তাহারা সুসমাচারের বিষয়ে তোমাদের নিমিত্তে অপ্রিয় পাত্র, কিন্তু মনো- নীত করণ বিষয়ে পিতৃলোকদের নিমিত্তে প্রিয় পাত্র
২৯ হইতেছে। কেননা ঈশ্বরের বরদান ও আহ্বান অনু-
৩০ শোচিতব্য নহে। অতএব তোমরা যেমন পূর্ব্বে ঈশ্বরের অনাজ্ঞাবহ হইয়া সম্প্রতি তাহাদের অনাজ্ঞাবহতাতে
৩১ কৃপার পাত্র হইলা, তদ্রূপ তোমাদের কৃপাপ্রাপ্তিতে তা- হারাও যেন কৃপার পাত্র হয়, এই জন্যে সম্প্রতি অনা-
৩২ জ্ঞাবহ হইল। কেননা ঈশ্বর সকলকে কৃপা করণার্থে
৩৩ সকলকে অনাজ্ঞাবহদের শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন। আহা! ঈশ্বরের জ্ঞান ও বুদ্ধিরূপ নিধি কেমন বোধাগম্য! তাঁ- হার বিচার কেমন অননুসন্ধেয়! এবং তাঁহার পথ
৩৪ কেমন অনুপলক্ষ্য! কেননা প্রভুর মন কে জানিয়াছে?
৩৫ এবং তাঁহার মন্ত্রীই বা কে হইয়াছে? এবং তাঁহার উপকার বা কে করিয়াছে, যে তন্নিমিত্তে তাহার প্রত্যু-
৩৬ পকার করিতে হয়? যেহেতুক বস্তুমাত্রই তাঁহাহইতে ও তাঁহাদ্বারা ও তাঁহার নিমিত্তে হইয়াছে; তাঁহার মহিমা সর্ব্বদা প্রকাশিত হউক। আমেন্।

১২ অধ্যায়।

১ অতএব হে ভ্রাতৃগণ, আমি ঈশ্বরের বহুবিধ কৃপা- প্রযুক্ত বিনতি পূর্ব্বক তোমাদিগকে কহিতেছি, তোমরা আপন২ শরীরকে সজীব ও পবিত্র ও তুষ্টিকর বলি- রূপে ঈশ্বরের উদ্দেশে উৎসর্গ কর, এই তোমাদের

২ উপযুক্ত উপাসনা। এবং এই সংসারের অনুরূপ হইও না, কিন্তু আপন২ মনের নূতনীকরণদ্বারা স্বরূপান্তর হও; তাহাতে ঈশ্বরের অভিমত অর্থাৎ উত্তম ও তুষ্টি-
৩ কর ও সিদ্ধ কি, তাহার তত্ত্ব পাইবা। বিশেষতঃ আমাকে যে বর দেওয়া গিয়াছে, তাহাদ্বারা আমি তোমাদের মধ্যবর্ত্তি সকলকে কহি, আপনার বিষয়ে যেমন বোধ করা উপযুক্ত, কেহ আপনাকে তদপেক্ষা বড় বোধ না করুক; কিন্তু ঈশ্বর যাহাকে যে পরিমাণে বিশ্বাস দিয়াছেন, তদনুসারে সে সুবুদ্ধি হইবার চেষ্টাতে আ-
৪ পনার বিষয়ে বোধ করুক। কেননা যেমন আমাদের এক শরীরেতে অনেক অঙ্গ আছে, কিন্তু সকল অঙ্গের এক-
৫ রূপ কার্য্য নয়, তেমনি আমরা বহু হইলেও খ্রীষ্টেতে
৬ এক শরীর ও পরস্পর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আছি। এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহদ্বারা আমাদিগকে বিশেষ২ বর দত্ত হইয়াছে। কেহ কি ভবিষ্যদ্বাক্যবাদিত্ব পাইয়াছে? সে বিশ্বাসের নিয়মানুসারে কহুক; কেহ বা কি পরিচর্য্যাপদ
৭ পাইয়াছে? সে তদ্রূপে পরিচর্য্যা করুক; কিম্বা কেহ যদি
৮ শিক্ষক হয়, তবে সে তদ্রূপে শিক্ষা দিউক; এবং যে বক্তা হয়, সে তদ্রূপে বক্তৃতা করুক; এবং যে দাতা সে সরল ভাবে দান করুক; যে শাসনকর্ত্তা, সে যত্নপূর্ব্বক শাসন করুক; আর যে দয়া করে, সে হৃষ্টমনে দয়া করুক।

৯ তোমাদের প্রেম অকল্পিত হউক। তোমরা মন্দ বি-
১০ ষয়ে বিরক্ত হইয়া উত্তম বিষয়ে অনুরক্ত হও। এবং ভ্রাতৃভাবের প্রেমেতে পরস্পর স্নেহ কর, ও সমাদর
১১ বিষয়ে এক জন অন্য জনকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান কর। এবং শ্রমেতে নিরালস্য ও আত্মাতে উদ্যোগী এবং প্রভুর
১২ সেবাকারী হও। এবং প্রত্যাশাতে আনন্দিত, ও ক্লে-

১৩ শেতে সহিষ্ণু, ও প্রার্থনাতে অক্লান্ত হও; ও পবিত্র-দিগের দীনতার প্রতীকার কর; ও অতিথিসেবাতে রত
১৪ হও। যাহারা তোমাদিগকে তাড়না করে, তাহাদিগকে
১৫ আশীর্ব্বাদ কর, শাপ না দিয়া আশীর্ব্বাদ কর। যাহারা
১৬ আনন্দ করে, তাহাদের সহিত আনন্দ কর; যাহারা রোদন করে, তাহাদের সহিত রোদন কর। আর পরস্পর তোমাদের মনের এক ভাব হউক; এবং উন্নতির আকাঙ্ক্ষী না হইয়া নম্র লোকদের সহগামী হও; আ-
১৭ পনাদিগকে জ্ঞানবান বোধ করিও না। অপকার প্রাপ্ত হইলেও পুনরায় অপকার করিও না; তাবৎ মনুষ্যের
১৮ দৃষ্টিতে যাহা উত্তম, তাহাই চিন্তা কর। যদি হইতে পারে, তবে সাধ্য পর্য্যন্ত সকলের সহিত নির্ব্বিরোধ
১৯ ব্যবহার কর। হে প্রিয় বন্ধুগণ, প্রাপ্ত অপকারের প্রতীকার আপনারা করিও না, কিন্তু ক্রোধকে স্থান দেও, যেহেতু লিপি আছে, "পরমেশ্বর কহিতেছেন, প্রতিফল
২০ "দেওয়া আমার কর্ম্ম, আমিই সমুচিত দণ্ড দিব।" এই জন্যে "তোমার শত্রু যদি ক্ষুধিত হয়, তবে তাহাকে অন্ন "ভোজন করাও; এবং যদি তৃষ্ণাযুক্ত হয়, তবে তাহাকে "জল পান করাও; তাহা করিলে তুমি তাহার মস্তকে
২১ "জ্বলদগ্নি রাশি করিয়া রাখিবা।" কুক্রিয়াতে পরাজিত না হইয়া উত্তম ক্রিয়াদ্বারা কুক্রিয়াকে পরাজয় কর।

১৩ অধ্যায়।

১ প্রত্যেক প্রাণী বর্ত্তমান শাসন পদের অধীন হউক, কেননা ঈশ্বরের নিরূপণ ব্যতিরেকে শাসনপদ হয় না; আর যে সমস্ত শাসনপদ আছে, সকলই ঈশ্বরের নিযুক্ত।
২ এই জন্যে যে জন শাসনপদের বিপক্ষ হয়, সে ঈশ্বরের নিয়োগের বিপক্ষ হয়; আর যাহারা বিপক্ষ হয়, তাহারা

৩ আপনাদের সমুচিত দণ্ড ঘটায়। শাসনকর্ত্তারা সদাচারির প্রতি নয়, কিন্তু দুরাচারির প্রতি ভয়জনক হয়; শাসনকর্ত্তার নিকটে তুমি কি নির্ভয় হইতে চাহ? তবে সৎকর্ম্ম কর, তাহাতে তাহাহইতে প্রশংসা পাইবা;
৪ কেননা সে তোমার সদাচরণের নিমিত্তেই ঈশ্বরের পরিচারক হইয়াছে। কিন্তু দুষ্কর্ম্ম যদি কর, তবে ভয় কর; সে নিরর্থক খড়্গ ধারণ করে না; কেননা দুরাচারিকে
৫ ক্রোধজন্য দণ্ড দিতে সে ঈশ্বরের পরিচারক। অতএব তাহার বশীভূত হইতে হয়, কেবল দণ্ডের ভয়ে নয়,
৬ কিন্তু মনেরও নিমিত্তে। এ জন্যে তোমরা তাহাদিগকে রাজকরও দিয়া থাক; যেহেতুক তাহারা ঈশ্ব-
৭ রের সেবক হইয়া ঐ কর্ম্ম করিতে অক্লান্ত হয়। অতএব যাহার যে পাওনা, তাহাকে তাহা দেও। রাজাকে রাজস্ব দেও, ও শুল্কগ্রাহককে শুল্ক দেও, এবং যাহাকে ভয় করিতে হয়, তাহাকে ভয় কর; ও যাহাকে সমাদর করিতে হয়, তাহাকে সমাদর কর।

৮ তোমরা পরস্পর প্রেম বিনা আর কিছুতে কাহারও ঋণী হইও না; কেননা যে পরের প্রতি প্রেম করে,
৯ তাহাদ্বারা ব্যবস্থা সিদ্ধ হয়। ফলতঃ "পরদার করিও না, "ও নরহত্যা করিও না, ও চুরি করিও না, ও মিথ্যাসাক্ষ্য "দিও না, এবং লোভ করিও না," এই সকল আজ্ঞা প্রভৃতি যত আজ্ঞা আছে, সে সকল একই সংক্ষেপ বচনেতে, অর্থাৎ "প্রতিবাসিকে আত্মতুল্য প্রেম কর,"
১০ এই আজ্ঞাতে পাওয়া যায়। কেননা প্রেম প্রতিবাসির অনিষ্ট জন্মায় না; এই জন্যে প্রেমই ব্যবস্থার সিদ্ধি।

১১ অধিকন্তু সময়ের আলোচনা কর; নিদ্রাহইতে আমাদের জাগ্রৎ হওনের সময় উপস্থিত হইল; কেননা যে সময়ে বিশ্বাসী হইয়াছিলাম, তদপেক্ষা এই বর্ত্তমান

১২ সময়ে আমাদের পরিত্রাণ সন্নিকট। রাত্রির অধিকাংশ গিয়াছে; দিবস সন্নিকট হইল; অতএব আইস, আমরা অন্ধকারের ক্রিয়া ত্যাগ করিয়া দীপ্তির সজ্জা পরিধান
১৩ করি; এবং দিবসের উপযুক্ত সদাচরণ করি। রঙ্গরস ও মত্ততা, এবং লম্পটতা ও কামুকতা, এবং বিরোধ ও
১৪ ঈর্ষ্যা, এই সকল ত্যক্তব্য। তোমরা প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে পরিধান কর, সুখাভিলাষ পূর্ণ করণার্থে শরীরের নিমিত্তে চিন্তা করিও না।

১৪ অধ্যায়।

১ যে জন বিশ্বাসে দুর্ব্বল, তাহাকে গ্রাহ্য কর, কিন্তু
২ বাদানুবাদে সন্দিগ্ধ হইবার নিমিত্তে নয়। কেননা তাবৎ দ্রব্যই খাদ্য, কোন ব্যক্তির এমন বিশ্বাস আছে; অন্য কোন ব্যক্তি দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত কেবল শাক ভোজন
৩ করে। যে যাহা ভোজন করে, সে তদ্ভোজনে অসম্মত ব্যক্তিকে অবজ্ঞা না করুক; এবং যে যাহা ভোজন না করে, সে তদ্ভোক্তাকে দোষী না করুক, যেহেতুক
৪ ঈশ্বর তাহাকে গ্রাহ্য করিয়াছেন। তুমি কে যে পরের দাসকে দোষী কর? সে নিজ প্রভুর নিকটে পদস্থ কিম্বা পদচ্যুত হইবে। বরঞ্চ সে পদস্থ থাকিবে, কেননা
৫ তাহাকে স্বপদে রক্ষা করিতে ঈশ্বর পারক হন। অপর কোন জন এক দিবসাপেক্ষা অন্য দিবসকে বিশেষরূপে মান্য করে, অন্য কোন জন সকল দিবসকেই সমানরূপে মানে। প্রত্যেক জন আপন২ মনে বিবেচনা করিয়া
৬ নিশ্চয় করুক। যে জন বিশেষ দিন মানে, সে প্রভুর ভক্তিতে তাহা মানে; এবং যে জন বিশেষ দিনকে না মানে, সেও প্রভুর ভক্তিতে তাহা মানে না; আর যে যাহা ভোজন করে, সে প্রভুর ভক্তিতে তাহা ভোজন

করে, কেননা সে ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিয়া থাকে; এবং যে যাহা ভোজন না করে, সেও প্রভুর ভক্তিতে তাহা
৭ ভোজন না করিয়া ঈশ্বরের ধন্যবাদ করে। আর আমাদের কেহ যে আপনার নিমিত্তে জীবৎ থাকে, কিম্বা
৮ আপনার নিমিত্তে মরিয়া যায়, তাহা নয়। কিন্তু আমরা যদি জীবৎ থাকি, তবে প্রভুর নিমিত্তে জীবৎ থাকি; এবং যদি মরিয়া যাই, তবে প্রভুর নিমিত্তেই মরিয়া যাই; অতএব আমাদের জীবন থাকুক কিম্বা
৯ মৃত্যু হউক, আমরা প্রভুর আছি। যেহেতুক জীবৎ ও মৃত উভয় লোকদের প্রভু হইবার নিমিত্তে খ্রীষ্ট মরিলেন, এবং কবরহইতে উঠিলেন, ও পুনর্জীবিত হই-
১০ লেন। কিন্তু কে তুমি যে আপন ভ্রাতাকে দোষী কর? এবং কে বা তুমি যে আপন ভ্রাতাকে তুচ্ছজ্ঞান কর? খ্রীষ্টের বিচার সিংহাসনের সম্মুখে আমাদের সকল-
১১ কে দাঁড়াইতে হইবে। কেননা লিখিত আছে, "প্রভু "কহিতেছেন, আমি যদি অমর হই, তবে আমার কাছে "প্রত্যেক জন হাঁটু পাতিবে, এবং সকলের জিহ্বা ঈশ্ব-
১২ "রের গুণানুবাদ করিবে।" অতএব ঈশ্বরের কাছে আমাদের প্রত্যেক জনকে নিজ কর্ম্মের কথা কহিতে হইবে।
১৩ এমন হইলে আইস, আমরা অদ্যাবধি পরস্পর কেহ কাহাকেও দোষী না করিয়া বরঞ্চ যাহাতে আপন২ ভ্রাতার বিঘ্ন কি ব্যাঘাত না জন্মাই, এমত মনস্থ করি।
১৪ আমি জানি, এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্টদ্বারা নিশ্চয়রূপে জ্ঞাত আছি, কোন বস্তুই স্বাভাবিক অব্যবহার্য্য নয়; কিন্তু যে যাহা অব্যবহার্য্য জ্ঞান করে, তাহার কাছে
১৫ তাহাই অব্যবহার্য্য বটে। তোমার খাদ্য সামগ্রী প্রযুক্ত যদি তোমার ভ্রাতার মনোদুঃখ জন্মে, তবে তুমি আর প্রেমাচরণ করিতেছ না; যাহার নিমিত্তে খ্রীষ্ট

প্রাণ ব্যয় করিয়াছেন, তাহাকে তোমার খদ্য সামগ্রী-
১৬ দ্বারা নষ্ট করিও না। অতএব তোমাদের উৎকৃষ্টতা
১৭ নিন্দনীয় না হউক। কেননা খাদ্য কি পেয় এ সকল
ঈশ্বররাজ্যের সার নয়; সার হইয়াছে পুণ্য ও শান্তি
১৮ এবং পবিত্র আত্মার দ্বারা আনন্দ। এই সকলেতে যে
১৯ জন খ্রীষ্টের সেবা করে, সে ঈশ্বরের তুষ্টিজনক এবং
২০ মনুষ্যদের নিকটেও গ্রাহ্য হয়। অতএব যাহা শান্তি ও
পরস্পরের নিষ্ঠাবর্দ্ধক, তাহাই চেষ্টা করি। খাদ্যের
নিমিত্তে ঈশ্বরের কর্ম্মের হানি জন্মাইও না। সকল
বস্তুই শুচি বটে, তথাপি যে যাহা ভোজন করিয়া বিঘ্ন
২১ পায়, তাহার নিমিত্তে তাহা মন্দ হইয়া উঠে। মাংস-
ভক্ষণ কিম্বা মদ্যপান ইত্যাদি যে কোন ক্রিয়াতে তো-
মার ভ্রাতা উছোট খায়, কি বিঘ্ন পায়, কিম্বা দুর্ব্বল
২২ হয়, এমন কর্ম্ম করা ভাল নয়। যদি তোমার বিশ্বাস
থাকে, তবে আপনার অন্তরে ঈশ্বরের গোচরে তাহা
রাখ; যাহা গ্রাহ্য করে, তাহাদ্বারা আপনাকে যে
২৩ দোষী না করে, সেই ব্যক্তি ধন্য। কিন্তু যে কেহ
সন্দিগ্ধ হইয়া ভোজন করে, সে বিশ্বাসমূলক কর্ম্ম না
করাতে দোষী হইল; কেননা যাহা বিশ্বাসমূলক নহে,
তাহাই পাপ।

১৫ অধ্যায়।

১ বলবান যে আমরা, আমাদের উচিত যেন দুর্ব্বল
লোকদের দুর্ব্বলতা সহ্য করিয়া আপনাদের ইষ্টাচারী
২ না হই। আমাদের প্রত্যেক জন সদ্বিষয়ে নিষ্ঠার নি-
৩ মিত্তে প্রতিবাসির ইষ্টাচারী হউক। যেহেতুক খ্রীষ্টও আ-
পনার ইষ্টাচারী ছিলেন না, বরঞ্চ যেমন লিখিত আছে,
"তোমার নিন্দকদের নিন্দাতে আমি নিন্দাগ্রস্ত হই।"

৪ আর পূর্ব্বকালাবধি যে সকল কথা লিখিত আছে, যে সকল আমাদের শিক্ষার নিমিত্তেই লিখিত আছে, অর্থাৎ আমরা যেন ধর্ম্মপুস্তকহইতে লভ্য সহিষ্ণুতা ও সান্ত্বনা-
৫ দ্বারা প্রত্যাশা প্রাপ্ত থাকি। সহিষ্ণুতার ও সান্ত্বনার আকর যে ঈশ্বর, তিনি এমন অনুগ্রহ করুন, যে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মতে তোমরা এক জন অন্য জনের সহিত
৬ মনের ঐক্য রাখ; এবং এক চিত্তে থাকিয়া এক মুখে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের পিতা ঈশ্বরের গুণানুবাদ
৭ কর। এবং ঈশ্বরের মহিমাপ্রকাশের নিমিত্তে খ্রীষ্ট যেমন তোমাদিগকে গ্রাহ্য করিয়াছেন, তদ্রূপ তোমরাও এক জন অন্য জনকে গ্রাহ্য কর।

৮ আমার কথা এই; ঈশ্বরের সত্যতার নিমিত্তে অর্থাৎ পিতৃগণকে দত্ত প্রতিজ্ঞা স্থির করণার্থে যীশু খ্রীষ্ট ছিন্ন-
৯ ত্বক্ লোকদের পরিচারক হইলেন। আর ঈশ্বরের কৃপার নিমিত্তে তাঁহার ধন্যবাদ করা অন্যজাতীয়দের উচিত, যেমন লিখিত আছে, "এই নিমিত্তে আমি ভিন্ন-
"জাতীয়দের নিকটে তোমার গুণের প্রশংসা করিব,
১০ "এবং তোমার নাম গান করিব।" আরও লেখে, "হে
"অন্যজাতি সকল, তোমরা তাঁহার লোকের সহিত আ-
১১ "নন্দ কর।" পুনর্ব্বার লেখে, "হে ভিন্নজাতীয় সকল,
"তোমরা পরমেশ্বরের ধন্যবাদ কর; হে লোক সকল,
১২ "তাঁহার প্রশংসা কর।" তদ্ভিন্ন যিশায়িয়ও কহে, "যিনি
"যিশয়ের মূলস্বরূপ, তিনি অন্যজাতীয়দের উপরে কর্ত্তৃত্ব
"করিতে দণ্ডায়মান হইবেন, এবং অন্যজাতীয় লোকেরা
১৩ "তাঁহাতে প্রত্যাশা রাখিবে।" অতএব তোমরা যেন পবিত্র আত্মার প্রভাবে প্রত্যাশাতে অতিশয় বর্দ্ধিষ্ণু হও, এই জন্যে প্রত্যাশাজনক ঈশ্বর তোমাদিগকে বিশ্বাসের সহিত পরম আনন্দেতে ও শান্তিতে পরিপূর্ণ করুন।

১৪ হে ভ্রাতৃগণ, তোমরা সদ্ভাব ধনে ধনবান, ও সর্ব্ব প্রকার জ্ঞানেতে পরিপূর্ণ, এবং পরস্পর চেতনা দেওনে তৎপর, ১৫ ইহা আমি নিশ্চয় জানি। তথাপি তোমাদিগকে প্রবোধ ১৬ দিবার জন্যে অংশক্রমে সাহসিক রূপে লিখিলাম। কারণ ঈশ্বরকর্তৃক আমাকে এই বর দেওয়া গিয়াছে, যেন আমি ভিন্নজাতীয়দের মধ্যে যীশু খ্রীষ্টের কর্ম্মকারী হইয়া, যাহাতে অন্যজাতীয়েরা পবিত্র আত্মার দ্বারা পবিত্রীকৃত নৈবেদ্যরূপে গ্রাহ্য হয়, তন্নিমিত্তে সুসমাচারের ১৭ উপাসনা করি। আর ঈশ্বরের বিষয়ে যীশু খ্রীষ্টদ্বারা ১৮ আমার শ্লাঘা করণের কারণ আছে। আমারই কোন কথা কহিতে সাহস হয় না, কিন্তু অন্যজাতীয়দিগকে আজ্ঞাবহ করিবার জন্যে খ্রীষ্ট আমাদ্বারা বাক্যেতে ও ১৯ ক্রিয়াতে, অর্থাৎ আশ্চর্য্য লক্ষণ ও চিহ্নদ্বারা এবং ঈশ্বরের আত্মার প্রভাবদ্বারা কি না করিয়াছেন! আমি যিরূশালম অবধি চারি দিগে ইল্লুরিয়া পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র ২০ খ্রীষ্টের সুসমাচার প্রচার করিয়াছি। কিন্তু পরের স্থাপিত ভিত্তিমূলের উপরে যেন না গাঁথি, এই নিমিত্তে যে২ স্থানে খ্রীষ্টের নামের উচ্চারণ কখন হয় নাই, সেই২ স্থানে সুসমাচার প্রচার করিতে আমার স্পৃহা ২১ হইল। যেমত লিখিত আছে, “যাহাদের নিকটে তাঁহার “কথা প্রকাশিত ছিল না, তাহারাই দেখিতে পাইবে; “এবং যাহারা কখনো শুনে নাই, তাহারাই জ্ঞান প্রাপ্ত ২২ “হইবে।” তাহাতে আমি তোমাদের নিকটে গমন করি- ২৩ তে চাহিলে বার২ বাধা পাইলাম। কিন্তু সম্প্রতি এই সকল অঞ্চলে গন্তব্য স্থান আর না থাকাতে, এবং তোমাদের নিকটে গমন করিতে বহু বৎসরাবধি আ- ২৪ মার আকাঙ্ক্ষা হওয়াতে, যে সময়ে ইস্পানিয়া দেশে যাত্রা করিব, তৎকালে তোমাদের নিকট দিয়া যাইয়া

তোমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিব, এবং অগ্রে তোমাদের সম্ভাষে এক প্রকার তৃপ্ত হইয়া তোমাদের দ্বারা সেই দেশে প্রস্থাপিত হইব, এমন আমার আশা আছে।
২৫ কিন্তু সম্প্রতি পবিত্রদিগের উপকার করিতে যিরূশালমে
২৬ যাইতেছি। কারণ মাকিদনিয়া ও আখায়া দেশীয় লোকেরা যিরূশালমস্থ দীনহীন পবিত্র লোকদিগকে কিছু
২৭ অর্থ দান করিতে বিহিত জ্ঞান করিয়াছে। তাহারা বিহিত জ্ঞান করিয়াছে বটে, যেহেতুক তাহারা তাহাদের ঋণগ্রস্ত আছে; কেননা ভিন্নজাতীয়েরা যাহাদের পারমার্থিক ধনের অংশী হইয়াছে, তাহাদিগকে ঐহিক ধন
২৮ দিয়া প্রত্যুপকার করা তাহাদের উচিত। অতএব সেই কর্ম্ম সম্পন্ন করিলে, অর্থাৎ মুদ্রাঙ্ক দিয়া সেই ফল তাহাদের নিকটে সমর্পণ করিলে পর আমি তোমা-
২৯ দের নিকট দিয়া ইস্পানিয়া দেশে গমন করিব। আর তোমাদের নিকটে উপস্থিত হওন সময়ে আমি খ্রীষ্টের সুসমাচারের শুভফলের বাহুল্য সম্বলিত হইয়া উপস্থিত হইব, তাহা জানি।

৩০ হে ভ্রাতৃগণ, আমি প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামদ্বারা এবং আত্মার প্রেমদ্বারা তোমাদিগকে এই বিনতি করিতেছি; যিহূদা দেশস্থ অবিশ্বাসি লোকদের হইতে
৩১ যেন রক্ষা পাই, এবং যিরূশালমে যে উপকারের কর্ম্ম আমার কর্ত্তব্য, তাহা যেন পবিত্র লোকদের নিকটে
৩২ গ্রাহ্য হয়; এই রূপে ঈশ্বরের ইচ্ছা হইলে আমি যেন তোমাদের নিকটে আহ্লাদে গমন করিয়া তোমাদের সহিত প্রাণ জুড়াইতে পারি, এই সকলের নিমিত্তে তোমরা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনারূপ যুদ্ধে আমার
৩৩ সাহায্য কর। শান্তিদায়ক ঈশ্বর তোমাদের সকলের সঙ্গে থাকুন। আমেন।

১৬ অধ্যায়।

১ কিংক্রিয়া নগরস্থ মণ্ডলীর পরিচারিকা ফৈবী নাম্নী আমাদের ধর্ম্মভগিনীর পক্ষে আমি তোমাদের নিকটে
২ বিনতি করিতেছি; তোমরা তাহাকে প্রভুর আশ্রিতা জানিয়া পবিত্র লোকদের যোগ্য মতে অতিথি করিবা, এবং তাহার প্রয়োজনানুসারে তোমাদের হইতে যে উপকার হইতে পারে, তাহা করিবা; কেননা সেও
৩ অনেকের, বিশেষতঃ আমার উপকারিণী হইয়াছে। অপর যে প্রিস্কিল্লা ও আকিলা খ্রীষ্ট যীশুর কর্ম্মে আমার সহকারী, এবং আমার প্রাণের নিমিত্তে আপনাদের গলা
৪ দিয়াছে, তাহাদিগকে আমার নমস্কার জানাইও। তাহাদের কাছে কেবল আমি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি এমন নয়, কিন্তু অন্যজাতীয় তাবৎ মণ্ডলীর লোকেরাও করি-
৫ তেছে। আর তাহাদের গৃহে মণ্ডলীস্থ সকলকেও আমার নমস্কার জানাইও; এবং আসিয়া দেশে খ্রীষ্টের পক্ষে প্রথমজাত ফলস্বরূপ যে আমার প্রিয়তম ইপেনিত,
৬ তাহাকেও আমার নমস্কার জানাইও। এবং বহুশ্রম পূর্ব্বক আমাদের উপকার করিয়াছিল যে মরিয়ম্, তা-
৭ হাকে আমার নমস্কার জানাইও। এবং প্রেরিতদের কাছে সুপরিচিত ও আমার অগ্রে খ্রীষ্টাশ্রিত, এবং আমার জ্ঞাতি ও সহবন্দি যে আন্দ্রনীক ও যূনিয়, তাহা-
৮ দিগকেও আমার নমস্কার জানাইও। এবং প্রভুতে আমার প্রিয়তম আম্প্লিয়কে আমার নমস্কার বলিও।
৯ আর খ্রীষ্টের কর্ম্মে আমাদের সহকারি উর্ব্বানকে এবং আমার প্রিয়তম স্তাখুকে আমার নমস্কার জানাইও।
১০ এবং খ্রীষ্টের সুপরীক্ষিত ভক্ত আপিল্লিকে আমার নমস্কার বলিও; এবং আরিষ্টবুলের পরিজনদিগকে আমার

১১ নমস্কার জানাইও। আর আমার জ্ঞাতি হেরোদিয়োন্‌কে আমার নমস্কার বলিও, এবং নর্কিসের পরিজনের মধ্যে যাহারা প্রভুর আশ্রিত, তাহাদিগকে নমস্কার
১২ বলিও। আর প্রভুর সেবাতে পরিশ্রমকারিণী ত্রুফেনা ও ত্রুফোষাকে নমস্কার বলিও; এবং প্রভুর সেবাতে অত্যন্ত পরিশ্রমকারিণী যে প্রিয়া পর্ষী, তাহাকে নমস্কার
১৩ জানাইও। আর প্রভুর মনোনীত রুফকে, এবং আমার
১৪ মাতার স্বরূপ তাহার জননীকে নমস্কার বলিও। আর অসুঙ্ক্রিত ও ফ্লিগোন্‌ ও হর্ম্মা ও পাত্রোবা ও হর্ম্মিকে,
১৫ এবং ইহাদের সঙ্গি ভ্রাতৃগণকে নমস্কার জানাইও। আর ফিললগ, ও যুলিয়া, ও নীরিয় ও তাহার ভগিনী, এবং ওলুম্প, ইহাদিগকে এবং ইহাদের সহিত যত পবিত্র
১৬ লোক আছে, সে সকলকে নমস্কার বলিও। তোমরা পরস্পর পবিত্র চুম্বন পূর্ব্বক নমস্কার করিও; খ্রীষ্টের মণ্ডলীগণ তোমাদিগকে নমস্কার জানাইতেছে।

১৭ হে ভ্রাতৃগণ, তোমাদিগকে বিনতি করিয়া বলি, তোমরা যে শিক্ষা পাইয়াছ, তদ্বৈপরীত্যে যাহারা বিচ্ছেদ ও বিঘ্ন জন্মায়, তাহাদিগকে চিনিয়া রাখিয়া তাহাদের
১৮ সঙ্গহইতে দূর হও। কেননা এই প্রকার লোকেরা আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সেবা করে তাহা নয়, আপন২ উদরের সেবা করে, এবং প্রণয়ের বাক্য ও মিষ্ট কথা-
১৯ দ্বারা সরল লোকদের মন ভুলায়। জগৎসমুদয়ে তোমাদের আজ্ঞাবহতার কথা ব্যাপিয়াছে, ইহাতে তোমাদের বিষয়ে আনন্দিত হইলাম; তথাপি তোমরা যে উত্তম বিষয়ে জ্ঞানী হইয়া মন্দ বিষয়ে অবিজ্ঞ হও, ইহা আ-
২০ মার বাঞ্ছা। কিন্তু শান্তিদাতা ঈশ্বর অবিলম্বে তোমাদের পদতলে শয়তানকে দলিত করিবেন। আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ তোমাদের সহবর্ত্তী হউক। আমেন।

২১ আমার সহকারী যে তীমথিয় এবং আমার জ্ঞাতি যে লূকিয় ও যাসোন্ ও সোষিপাত্র, ইহারা তোমাদিগকে
২২ নমস্কার জানাইতেছে। আর এই পত্রলেখক তর্ত্তিয় নামে যে আমি, আমিও প্রভুর নামে তোমাদিগকে নম-
২৩ স্কার করিতেছি। এবং আমার ও তাবৎ মণ্ডলীর আ-তিথ্যকারি গায়ঃ তোমাদিগকে নমস্কার করিতেছে; এবং ইরাস্ত নামে এই নগরের ধনাধ্যক্ষ, ও কার্ত্ত নামে এক জন ভ্রাতা, ইহারাও তোমাদিগকে নমস্কার করি-
২৪ তেছে। আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ তোমা-দের সহবর্ত্তী হউক। আমেন্।

২৫ পূর্ব্বকালীয় সকল যুগে যে নিগূঢ় কথা গুপ্তভাবে ছিল,
২৬ কিন্তু সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়া ভবিষ্যদ্বক্তৃগ্রন্থানুসারে সদা-তন ঈশ্বরের আদেশে মনুষ্যদিগকে বিশ্বাসের আজ্ঞা গ্রহণ করাইবার নিমিত্তে তাবজ্জাতীয়দের নিকটে প্রচা-রিত হইতেছে, সেই নিগূঢ় কথার প্রাদুর্ভাবের ফল যে আমার সুসমাচার ও যীশু খ্রীষ্ট বিষয়ক ঘোষণা তদ-নুসারে যিনি তোমাদিগকে সুস্থির করিতে সমর্থ হন,
২৭ এমন যে অদ্বিতীয় পরমজ্ঞানী ঈশ্বর, যীশু খ্রীষ্টদ্বারা তাঁহার ধন্যবাদ সদাকাল পর্য্যন্ত হউক। আমেন্।

করিন্থীয় মণ্ডলীর প্রতি পৌল প্রেরিতের প্রথম পত্র।

---

১ অধ্যায়।

১ করিন্থ নগরে ঈশ্বরের যে মণ্ডলী আছে, অর্থাৎ খ্রীষ্ট
২ যীশুদ্বারা পবিত্রীকৃত যে লোকেরা আমাদের ও তাহাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে প্রার্থনাকারি সর্ব্বস্থানস্থ সকলের সহিত পবিত্র লোকরূপে আহূত হইয়াছে, তাহাদের প্রতি ঈশ্বরেচ্ছানুক্রমে যীশু খ্রীষ্টের আহূত প্রেরিত
৩ পৌল এবং সোস্থিনি নামক ভ্রাতা পত্র লিখিতেছে। আমাদের পিতা ঈশ্বর এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্টহইতে অনুগ্রহ ও শান্তি তোমাদের প্রতি বর্ত্তুক।

৪ ঈশ্বর যীশু খ্রীষ্টদ্বারা তোমাদিগকে যে অনুগ্রহ প্রদান করিয়াছেন, তন্নিমিত্তে আমি তোমাদের জন্যে সতত
৫ আপন ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিতেছি। কেননা খ্রীষ্টদ্বারা তোমরা সর্ব্ববিষয়ে, বিশেষতঃ বক্তৃতা ও জ্ঞানধনে ধনী
৬ হইয়াছ। এই রূপে তোমাদের মধ্যে খ্রীষ্ট বিষয়ক সাক্ষ্য
৭ স্থিরীকৃত হইয়াছে। তাহাতে তোমরা কোন বরে অসম্পূর্ণ না হইয়া আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের পুনরা-
৮ গমনের অপেক্ষা করিতেছ। আর তিনি তোমাদিগকে শেষ পর্য্যন্ত সুস্থির করিয়া আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের দিবসে
৯ নির্দ্দোষরূপে উপস্থিত করিবেন। কেননা যে ঈশ্বর আ-

পনার পুত্র আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সহভাগিত্বে তোমাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন, তিনি বিশ্বাস্য।

১০ হে ভ্রাতৃগণ, আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে তোমাদিগকে এই বিনতি করি। তোমাদের পরস্পর কথার ঐক্য থাকুক, ভিন্নবাক্যতা না হউক, বরঞ্চ এক মনে ও
১১ এক ভাবে তোমাদের সিদ্ধি হউক। হে আমার ভ্রাতৃগণ, তোমাদের মধ্যে বিবাদ আছে, এমন সংবাদ
১২ আমি ক্লোয়ীর পরিজনদ্বারা পাইয়াছি। ফলতঃ তোমরা প্রত্যেকে বলিয়া থাক, আমি পৌলের শিষ্য, এবং আমি আপল্লোর, এবং আমি কৈফার (পিতরের), এবং
১৩ আমি খ্রীষ্টের। খ্রীষ্ট কি ভিন্ন হইয়াছেন? পৌল কি তোমাদের নিমিত্তে ক্রুশে হত হইয়াছে? পৌলের নামে
১৪ বা কি তোমরা বাপ্তাইজিত হইয়াছ? আমি তোমাদের মধ্যে ক্রীস্প ও গায়ঃ বিনা আর কাহাকেও বাপ্তাইজিত করি নাই, এই জন্যে ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিতেছি;
১৫ ইহাতে আমি আপন নামে বাপ্তিস্ম করিয়াছি এ
১৬ কথা কেহ বলিতে পারে না। এবং স্তিফানের পরিজনকেও বাপ্তাইজিত করিয়াছি, তদ্ভিন্ন আর কাহাকেও যে বাপ্তাইজিত করিয়াছি, ইহা আমার মনে পড়ে না।

১৭ খ্রীষ্ট আমাকে বাপ্তিস্ম করিবার নিমিত্তে প্রেরণ করেন নাই, কিন্তু সুসমাচার প্রচার করিবার নিমিত্তে; তাহাও বক্তৃতার কৌশলে নয়, পাছে খ্রীষ্টের ক্রুশ বি-
১৮ ফল হয়। কেননা বিনাশপাত্রদের নিকটে সেই ক্রুশের প্রসঙ্গ প্রলাপমাত্র, কিন্তু পরিত্রাণের পাত্র যে আমরা,
১৯ আমাদের নিকটে ঈশ্বরের শক্তিস্বরূপ। আর এমত লিখিতও আছে, "আমি জ্ঞানবানদের জ্ঞান বিনষ্ট করিব,
২০ "ও বুদ্ধিমানদের বুদ্ধি লোপ করিব।" জ্ঞানী কোথায়? ও বিদ্বান্ বা কোথায়? আর এ জগতের বাদানুবাদ-

কারী বা কোথায়? ঈশ্বর কি এই জগতের জ্ঞানকে
২১ অজ্ঞানতাস্বরূপ করেন নাই? ঈশ্বরের জ্ঞানক্রমে জগৎ
আপনার জ্ঞানে ঈশ্বরকে না জানাতে ঈশ্বর ঘোষণার
প্রলাপদ্বারা বিশ্বাসকারিদের পরিত্রাণ সিদ্ধ করিতে বি-
২২ হিত বুঝিলেন। যেহেতুক যিহূদীয় লোকেরা লক্ষণ চাহে,
২৩ এবং গ্রীক লোকেরা জ্ঞানের অনুধাবন করে; কিন্তু
২৪ আমরা ক্রুশে হত খ্রীষ্টকে ঘোষণা করিতেছি, অর্থাৎ
যিহূদীয়দের কাছে বিঘ্নকে ও অন্যজাতীয় লোকদের
নিকটে প্রলাপকে, তথাচ যিহূদী হউক কিম্বা গ্রীক লোক
হউক, আহূত সকলের কাছে ঈশ্বরের শক্তি ও ঈশ্বরের
২৫ জ্ঞানস্বরূপ খ্রীষ্টকে (প্রচার করিতেছি)। ঈশ্বরের যে
প্রলাপ, সে মনুষ্যগণহইতে অধিক জ্ঞানযুক্ত; এবং ঈশ্ব-
রের যে দুর্ব্বলতা, সে মনুষ্যগণহইতে অধিক বলবিশিষ্ট।
২৬ হে ভ্রাতৃগণ, তোমরা কে২ আহূত হইয়াছ, তাহা
২৭ দেখ। তোমাদের মধ্যে সাংসারিক জ্ঞানবিশিষ্ট কি মহ-
ল্লোক কি কুলীন অনেক নাই; কিন্তু ঈশ্বর জ্ঞানের পা-
ত্রদিগকে লজ্জা দিবার জন্যে মূর্খতার পাত্রদিগকে
মনোনীত করিলেন; এবং শক্তির পাত্রদিগকে লজ্জা
দিবার জন্যে দুর্ব্বলতার পাত্রদিগকে মনোনীত করি-
২৮ লেন; এবং বর্ত্তমান সকল বিষয় অসার করিবার জন্যে
জগতের নীচ এবং হেয় ও অবর্ত্তমান বিষয় মনো-
২৯ নীত করিলেন; তাহাতে ঈশ্বরের সাক্ষাতে কোন প্রাণী
৩০ আত্মশ্লাঘা করিতে পারে না। কিন্তু তাঁহার অনুগ্রহেতে
তোমরা সেই খ্রীষ্ট যীশুতে আছ, যিনি ঈশ্বরদ্বারা আ-
মাদের জ্ঞান ও পুণ্য ও পবিত্রতা ও মুক্তি হইয়াছেন।
৩১ অতএব যেমন লিপি আছে, "যে জন শ্লাঘা করে, সে
"প্রভুতে শ্লাঘা করুক।"

---

২ অধ্যায়

১ হে ভ্রাতৃগণ, আমি যে সময়ে তোমাদের নিকটে আসিয়াছিলাম, তৎকালে বক্তৃতার কিম্বা জ্ঞানের প্রাবল্যে তোমাদিগকে ঈশ্বরের সাক্ষ্য জ্ঞাত করিতে আসিয়াছি-
২ লাম, তাহা নয়। কিন্তু তোমাদের মধ্যে আর কিছুই জানিব না, কেবল যীশু খ্রীষ্টকে এবং তাঁহাকেই ক্রুশে
৩ হতরূপে জনিব, ইহা মনে স্থির করিয়াছিলাম। আর অতিশয় দুর্ব্বলতা ও ভয় ও কম্পযুক্ত হইয়া তোমাদের
৪ সহিত ছিলাম। আর তোমাদের বিশ্বাস মানুষের জ্ঞা-
৫ নের ফল না হইয়া যেন ঈশ্বরের শক্তির ফল হয়, এই জন্যে আমার বক্তৃতা ও ঘোষণা মনুষ্যদের জ্ঞানানুযায়ি মনোহর বাক্যবিশিষ্ট না হইয়া পবিত্র আত্মার ও শক্তির প্রমাণবিশিষ্ট ছিল।

৬ তথাপি সিদ্ধ লোকদের নিকটে আমাদের কথা জ্ঞানের কথা বটে; কিন্তু তাহা যে এই জগতের জ্ঞান, কিম্বা এই জগতের লোপ্য অধিপতিদের জ্ঞান, এমন
৭ নয়; কিন্তু জগৎপত্তনের পূর্ব্বে ঈশ্বর আমাদের বিভবার্থে যে নিগূঢ় জ্ঞান নিশ্চয় করিয়াছিলেন, তাহারই
৮ কথা কহিতেছি। এই জগতের অধিপতিদের মধ্যে কেহ সেই জ্ঞানের পরিচয় পায় নাই, কেননা যদি পাইত,
৯ তবে বিভবাধিকারি প্রভুকে ক্রুশে বধ করিত না। কিন্তু যেমন লিপি আছে, "কেহ চক্ষুতে যাহা দেখে নাই, "এবং কর্ণে শুনেও নাই, এবং মনুষ্যের মনে যাহা "কখনো প্রবিষ্ট হয় নাই, তাহাই ঈশ্বর আপন প্রেম-
১০ "কারি সকলের নিমিত্তে প্রস্তুত করিয়াছেন।" আর ঈশ্বর আপন আত্মাদ্বারা আমাদের কাছে তাহা প্রকাশ করিয়াছেন; কেননা আত্মা সকলই অনুসন্ধান করেন,

১১ ঈশ্বরের গম্ভীরার্থকেও অনুসন্ধান করেন। কেননা মানুষের অন্তরস্থ আত্মা ব্যতিরেকে আর কেহ যেমন মানুষের ভাব জানিতে পারে না, তেমনি ঈশ্বরের আত্মা ব্যতিরেকে আর কেহ ঈশ্বরের ভাব জানিতে পারে না।
১২ অতএব ঈশ্বর আমাদিগকে যে সকল বর দান করিয়াছেন, তাহা যেন জানিতে পারি, এই জন্যে আমরা জগতের আত্মাকে না পাইয়া ঈশ্বরহইতে নির্গত আত্মাকে
১৩ প্রাপ্ত হইয়াছি। তাহাতে মানুষিক জ্ঞানের আদিষ্ট বাক্যদ্বারা না কহিয়া আত্মার আদিষ্ট বাক্যদ্বারা ঐ বিষয় কহি, অর্থাৎ আত্মিক বিষয়ে আত্মিক বাক্য প্রয়োগ
১৪ করিয়া থাকি। কিন্তু প্রাণিতুল্য মনুষ্য ঈশ্বরের আত্মার কথা গ্রাহ্য করে না; কেননা সে তাহা প্রলাপ জ্ঞান করে, এবং তাহার তত্ত্বও বুঝিতে পারে না, যেহেতুক
১৫ তাহা আত্মিক বিচারের অপেক্ষা করে। যে জন আত্মিক, সে তাবতের বিচার করে, কিন্তু তাহার বিচার
১৬ কেহ করিতে পারে না। কেননা কে পরমেশ্বরের মন জানিয়া তাঁহাকে উপদেশ দিতে পারে? কিন্তু খ্রীষ্টের মন আমাদের আছে।

৩ অধ্যায়।

১ হে ভ্রাতৃগণ, আত্মিক লোকদের ন্যায় তোমাদিগকে সম্ভাষণ করিতে আমার সাধ্য ছিল না, কিন্তু শারীরিক ভাববিশিষ্ট, বরঞ্চ খ্রীষ্টধর্ম্মে শিশুবৎ লোকদের ন্যায়।
২ আমি তোমাদিগকে কঠিন দ্রব্য না দিয়া দুগ্ধ পান করাইয়াছিলাম; কেননা তৎকালে তোমাদের শক্তি ছিল
৩ না, এবং এখনও হয় নাই। এখনও তোমরা শারীরিক ভাবে মগ্ন আছ; যেহেতুক তোমাদের মধ্যে মাৎসর্য্য ও বিবাদ ও ভিন্নভাব এখনও আছে; অতএব তোমরা

কি শারীরিক ভাববিশিষ্ট নও? এবং মানুষের ন্যায়
৪ আচার ব্যবহার কি কর না? তোমাদের মধ্যে এক
জন বলে, আমি পৌলের শিষ্য; আর এক জন বলে,
আমি আপল্লোর শিষ্য; ইহাতে তোমরা কি শারী-
রিক নও।

৫ পৌল কে? এবং আপল্লো বা কে? তাহারা পরি-
চারকমাত্র,- যাহাদের দ্বারা তোমাদের বিশ্বাস জন্মি-
য়াছে; আর ইহাতে যাহার যে ফল, তাহাকে প্রভু তাহা
৬ দিয়াছেন। আমি রোপণ করিয়াছি, ও আপল্লো জল
৭ সেঁচিয়াছে, কিন্তু ঈশ্বর বৃদ্ধি করিয়াছেন। অতএব রো-
পক ও সেচক উভয়ই কিছু নয়, বৃদ্ধিকর্ত্তা যে ঈশ্বর
৮ তিনিই সার। আর রোপক ও সেচক উভয়ই এক; কিন্তু
যাহার যেরূপ শ্রম, তাহার সেই রূপ বেতন হইবে।
৯ কেননা আমরা ঈশ্বরের সহিত কর্ম্মকারী; তোমরা ঈশ্ব-
১০ রের ক্ষেত্রস্বরূপ ও ঈশ্বরের গাঁথনিস্বরূপ। আমি ঈশ্বরের
কাছে যে অনুগ্রহ পাইয়াছি, তদনুসারে নিপুণ গাঁথকের
ন্যায় ভিত্তিমূল স্থাপন করিয়াছি; তাহার উপরে অন্যে-
রা গাঁথে, কিন্তু কি রূপে গাঁথে, তদ্বিষয়ে প্রত্যেক জন
১১ সাবধান হউক। কেননা যে ভিত্তিমূল স্থাপিত হইয়াছে,
তাহা বিনা, অর্থাৎ যীশু খ্রীষ্ট বিনা আর কোন ভিত্তি-
১২ মূল কেহ স্থাপন করিতে পারে না। কিন্তু এই ভিত্তি-
মূলের উপরে স্বর্ণ কি রূপ্য কি রত্ন কি কাষ্ঠ কি খড়
কি নাড়া, ইত্যাদি বস্তুদ্বারা যে কেহ গাঁথে, তাহার
১৩ কর্ম্ম প্রকাশ পাইবে। বস্তুতঃ বিচারদিন তাহা প্রকাশ
করিবে; কেননা সে অগ্নিময় দিন, তাহাতে প্রত্যেক
জনের কর্ম্ম যে কি প্রকার, তাহার পরীক্ষা সেই অগ্নি-
১৪ দ্বারা হইবে। যাহার গাথনিকর্ম্ম স্থায়ি হইবে, সে পুরস্কার
১৫ পাইবে। কিন্তু যাহার কর্ম্ম দগ্ধ হইবে, তাহারি ক্ষতি

হইবে; তথাচ অগ্নিহইতে উদ্ধৃত ব্যক্তির ন্যায় হইয়া সে আপনি রক্ষা পাইবে।

১৬ তোমরা ঈশ্বরের মন্দির আছ, এবং ঈশ্বরের আত্মা ১৭ তোমাদের অন্তরে বাস করেন, ইহা কি জান না? যে কেহ ঈশ্বরের মন্দির নষ্ট করে, তাহাকে ঈশ্বর নষ্ট করিবেন; কেননা ঈশ্বরের মন্দির পবিত্র, আর তোম- ১৮ রাই সেই মন্দির। কেহ আপনাকে ভ্রান্ত না করুক: তোমাদের মধ্যে কেহ যদি ইহলোকের বিষয়ে আপনা- কে জ্ঞানী করিয়া মানে, তবে সে জ্ঞানী হইবার জন্যে ১৯ মূর্খ হউক। যেহেতুক এই সংসারের যে জ্ঞান, তাহা ঈশ্বরের নিকটে মূর্খতাস্বরূপ। এতদ্বিষয়ে লিপিও আছে, "তিনি জ্ঞানি লোকদিগকে তাহাদের কৌশলরূপ জালে ২০ "বদ্ধ করেন।" পুনশ্চ, "জ্ঞানি লোকদের কল্পনা যে ২১ "অনর্থক, তাহা পরমেশ্বর জ্ঞাত আছেন।" অতএব কেহ মনুষ্যদিগেতে শ্লাঘা না করুক; কেননা সকলই তোমাদের ২২ আছে। কি পৌল, কি আপল্লো, কি কৈফা, কি জগৎ, কি জীবন, কি মরণ, কি বর্ত্তমান বিষয়, কি ভবি- ২৩ ষ্যদ্বিষয়, সকলই তোমাদের; এবং তোমরা খ্রীষ্টের, ও খ্রীষ্ট ঈশ্বরের।

৪ অধ্যায়।

১ লোক আমাদিগকে খ্রীষ্টের সেবক ও ঈশ্বরের নিগূঢ় ২ বিষয়ের ভাণ্ডারী বলিয়া জ্ঞান করুক। লোকেরা ভা- ৩ ণ্ডারির কি গুণ চাহে? সে যেন বিশ্বস্ত হয়। ইহাতে তোমাদের দ্বারা কি অন্য কোন মনুষ্যদ্বারা আমি যে বিচারিত হই, ইহা আমি লঘু বোধ করি; এবং আমিও ৪ আপনার বিচারকর্ত্তা আপনি নহি। আমি আপনাকে দোষী জানি না, তথাপি ইহাতে আমি নির্দ্দোষ নহি;

৫ যিনি প্রভু, তিনি আমার বিচারকর্ত্তা। অতএব উপযুক্ত সময়ের পূর্ব্বে কোন বিচার করিও না; প্রভুর আগমনের অপেক্ষা কর, তিনি অন্ধকারস্থিত গুপ্ত বিষয় সকল দীপ্তিময় করিবেন, এবং মনের গুপ্ত পরামর্শ সকল ব্যক্ত করিবেন, তাহাতে ঈশ্বরহইতে প্রত্যেক জনের প্রশংসা হইবে।

৬ হে ভ্রাতৃগণ, এ বিষয়ে আমি তোমাদের নিমিত্তে আপনাকে ও আপল্লোকে নিদর্শনরূপে দেখাইলাম। আমাদের উদাহরণদ্বারা শিক্ষা পাইলে তোমরা বিধি অতিক্রম করিয়া অভিমান করিবা না, এবং এক জনের ৭ অনুরাগে অন্য জনের বিপক্ষে গর্ব্ব করিবা না। অন্যহইতে তোমাকে কে বিশেষ করে? আর যাহা দানরূপে পাও নাই, এমনই বা কি তোমার আছে? অতএব যাহা দানরূপে পাইয়াছ, তাহা দান না বলিয়া কেন ৮ আত্মশ্লাঘা করিতেছ? তোমরা এখন কি সম্পূর্ণ হইয়াছ? এখন কি ধনবান হইয়াছ? আমরা না থাকাতে কি রাজত্ব পাইয়াছ? তোমরা রাজত্ব পাইলে ভাল হয়; ৯ আমরাও তোমাদের রাজত্বের ভাগী হইতে পারি। কেননা বোধ হয়, প্রেরিত যে আমরা, ঈশ্বর আমাদিগকে বধ্য লোকদের ন্যায় অবশেষ করিয়া দেখাইতেছেন, তাহাতে আমরা স্বর্গদূত ও মনুষগণ প্রভৃতি জগৎ শুদ্ধের ১০ কৌতুকাস্পদ হইতেছি। খ্রীষ্টের নিমিত্তে আমরা মূঢ়, কিন্তু তোমরা খ্রীষ্টেতে বুদ্ধিমান; এবং আমরা দুর্ব্বল, কিন্তু তোমরা বলবান; এবং তোমরা সম্মানিত, কিন্তু ১১ আমরা অপমানিত। আমরা অদ্য পর্য্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত ও তৃষ্ণার্ত্ত ও বস্ত্রহীন ও প্রহারিত ও আশ্রমরহিত আছি। ১২ এবং স্বহস্তে পরিশ্রম করিয়া আসিতেছি, এবং ভর্ৎসিত ১৩ হইয়া আশীর্ব্বাদ করি, এবং তাড়িত হইয়া সহিষ্ণুতা করি,

এবং নিন্দিত হইয়া বিনয় করি। আমরা অদ্য পর্য্যন্ত জগতের মল ও তাবতের জঞ্জালরূপে গণিত হইতেছি।
১৪ আমি তোমাদিগকে লজ্জা দিতে এই সকল কথা লিখিতেছি তাহা নয়, কিন্তু প্রিয় পুত্ত্রগণের ন্যায় তো-
১৫ মাদিগকে প্রবোধ দিতেছি। কেননা খ্রীষ্টধর্ম্মে তোমাদের যদি দশ সহস্র পথদর্শক দাস হয়, তথাচ তোমাদের পিতা অনেক নয়; আমিই খ্রীষ্ট যীশুর সুসমাচারদ্বারা
১৬ তোমাদিগকে জন্ম দিয়াছি। অতএব তোমাদিগকে বিনয়
১৭ পূর্ব্বক লিখিতেছি, তোমরা আমার অনুগামী হও। এই অভিপ্রায়ে আমি তীমথিয়কে তোমাদের নিকটে পাঠাইলাম; সে আমার ধর্ম্মপুত্ত্র, এবং প্রভুতে প্রিয় ও বিশ্বস্ত। খ্রীষ্টধর্ম্মে আমার যে ধারা, অর্থাৎ সর্ব্বত্র তাবৎ মণ্ডলীতে যে প্রকার শিক্ষা দিয়া থাকি, তাহা সে তোমাদিগকে স্মরণ করাইবে।
১৮ আর আমি তোমাদের নিকটে যাইব না, ইহা অনুমান করিয়া তোমাদের কতক লোক অহঙ্কারে স্ফীত
১৯ হইয়াছে। কিন্তু প্রভুর ইচ্ছা যদি হয়, তবে আমি অবিলম্বে তোমাদের নিকটে উপস্থিত হইয়া অহঙ্কারে স্ফীত
২০ ঐ লোকদের কেবল কথা নহে, ক্ষমতাও জানিব। কেন-
২১ না ঈশ্বরের রাজত্ব কথাতে নয়, কিন্তু ক্ষমতাতে। আমি দণ্ড লইয়া তোমাদের নিকটে যাইব, কি প্রেম ও নম্রতাভাবে যাইব? ইহার মধ্যে তোমাদের ইচ্ছা কি?

৫ অধ্যায়।

১ অপর দেবপূজকদের মধ্যেও যেরূপ ব্যভিচারের নাম শুনা যায় না, এমন ব্যভিচার তোমাদের মধ্যে হইতেছে, ফলতঃ তোমাদের এক জন আপনার বিমাতাকে
২ রাখে, এ কথা সচরাচর জনরব হইতেছে। ইহাতে কি

দর্প করিতেছ? এমত দুষ্কর্ম্মকারি ব্যক্তি যেন তোমাদের মধ্যহইতে দূরীকৃত হয়, এই নিমিত্তে বরঞ্চ শোক কর ৩ নাই কেন? যে ব্যক্তি এই প্রকার দুষ্কর্ম্ম করিয়াছে, তাহার বিষয়ে আমি শরীরে দূরস্থ হইলেও আত্মাতে নিকটবর্ত্তী হইয়া উপস্থিত ব্যক্তির ন্যায় এই বিচার ৪ করিলাম; আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে তোমরা আমার আত্মার সহিত একত্র হইয়া আমাদের প্রভু যীশু ৫ খ্রীষ্টের দত্ত ক্ষমতাদ্বারা ঐ ব্যক্তিকে শরীরের বিনাশার্থে শয়তানের হস্তে সমর্পণ কর, যেন প্রভু যীশুর দিনে তাহার আত্মা পরিত্রাণ পায়।

৬ তোমাদের দর্প করা ভাল নয়। অল্প তাড়ীতে সমু- ৭ দয় সুজী তাড়ীময় হইয়া যায়, ইহা কি জান না? অত- এব নূতন পিষ্টকস্বরূপ হইবার নিমিত্তে পুরাতন তাড়ী দূর করিয়া দেও, কেননা তাড়ী তোমাদের অব্যবহার্য্য; কারণ আমাদের নিস্তারপর্ব্বীয় মেষ যে খ্রীষ্ট, তিনি ৮ আমাদের নিমিত্তে বলীকৃত হইয়াছেন। অতএব আইস, আমরা পুরাতন তাড়ীর দ্বারা অর্থাৎ শঠতা ও দুষ্টতা- রূপ তাড়ীর দ্বারা নয়, কিন্তু তাড়ীশূন্য রুটীদ্বারা অর্থাৎ সরলতা ও সত্যতাদ্বারা পর্ব্ব পালন করি।

৯ ব্যভিচারি লোকের সহিত আচার ব্যবহার করিও না, ১০ এ কথা তোমাদের প্রতি পত্রেতে লিখিয়াছিলাম। কিন্তু এই জগতের যে লোকেরা ব্যভিচারী কিম্বা লোভী কিম্বা দুরাত্মা কিম্বা দেবপূজক, তাহাদের সহিত আচার ব্যব- হার করিতে নিষেধ করিয়াছি তাহাই নয়, কেননা তাহা ১১ করিতে গেলে জগতের বাহিরে যাইতে হয়। কিন্তু ভ্রা- তৃনামধারি কোন জন যদি ব্যভিচারী কি লোভী কি দেবপূজক কি নিন্দক কি মত্ত কি দুরাত্মা হয়, তবে এমন লোকের সহিত সঙ্গ করিও না, এবং আহার ব্যব-

১২ হারও করিও না, এখন এইমাত্র লিখিলাম। বহির্ভূত লোকদের বিচার করণে আমার কি অধিকার? কিন্তু মণ্ডলীর মধ্যবর্ত্তি লোকদের বিচার তোমরা কি করিবা
১৩ না? বহির্ভূত লোকদের বিচার ঈশ্বর করিবেন; তোমরা আপনাদেরই মধ্যহইতে সে পাপিষ্ঠকে দূর করিয়া দেও।

৬ অধ্যায়।

১ তোমাদের মধ্যে কেহ কি এমন দুঃসাহসী আছে, যে আর এক জনের সহিত বিবাদ হইলে তাহার নিষ্পত্তি করণার্থে পবিত্র লোকদের নিকটে না যাইয়া অধার্ম্মিক
২ লোকদের নিকটে যায়? পবিত্র লোকেরা যে জগজ্জনের বিচার করিবে, ইহা কি তোমরা জান না? আর জগজ্জনের বিচার করণে যদি তোমাদের অধিকার থাকে, তবে অতি ক্ষুদ্র বিষয়ের বিচার করিতে তোমরা কি
৩ যোগ্য নও? সংসারের বিষয় থাকুক, দূতগণের বিচার
৪ আমরা করিব, ইহা কি জান না? অতএব তোমাদের মধ্যে যদি সংসারের বিষয়ে বিবাদ হয়, তবে তাহার বিচার করণার্থে মণ্ডলীর মধ্যে ক্ষুদ্রতমরূপে গণিত লো-
৫ কদিগকে নিযুক্ত কর। আমি তোমাদের লজ্জার নিমিত্তে এই কথা কহি। আপন ভ্রাতার বিবাদ ভঞ্জনার্থে বিচার করিতে সমর্থ, তোমাদের মধ্যে কি এমন বুদ্ধিমান্
৬ লোক এক জনও নাই? এই কারণ কি এক ভ্রাতা অন্য ভ্রাতার সহিত বিবাদ করে, এবং অবিশ্বাসি লোকদিগের
৭ নিকটে তাহা উপস্থিত করে? তোমরা যে পরস্পর বিবাদ করিয়া থাক, এই তোমাদের নিতান্ত দোষ; বরং
৮ অন্যায় সহ্য কর না কেন? বরং ক্ষতি স্বীকার কর না কেন? কিন্তু তোমরা পরের প্রতি, বরঞ্চ, নিজ ভ্রাতৃগণের প্রতি অন্যায় করিতেছ, ও তাহাদের ক্ষতি জন্মাইতেছ।

৯ ঈশ্বরের রাজ্যে অন্যায়কারি লোকদের অধিকার নাই, ইহা কি জান না? এ বিষয়ে ভ্রান্ত হইও না; যাহারা ব্যভিচারী কি দেবপূজক কি পারদারিক কি স্ত্রীবৎ ব্য-
১০ বহারী কি পুংমৈথুনকারী কি চোর কি লোভী কি মত্ত কি নিন্দক কি দুরাত্মা, তাহারা ঈশ্বরের রাজ্যে অধি-
১১ কার পাইবে না। আর তোমরা সেই প্রকার লোক ছিলা; কিন্তু আমাদের প্রভু যীশুর নাম ও আমাদের ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা ধৌত ও পবিত্রীকৃত ও পুণ্যবান্ গণিত হইয়াছ।

১২ সকলই আমার প্রতি অনিষিদ্ধ, কিন্তু সকলই মঙ্গল-জনক নয়; সকলই আমার প্রতি অনিষিদ্ধ, কিন্তু আমি
১৩ কোন দ্রব্যের অধীনতা স্বীকার করিব না। ভক্ষ্য উদরের নিমিত্তে, এবং উদর ভক্ষ্যের নিমিত্তে হইয়াছে, কিন্তু ঈশ্বর উভয়ের লোপ করিবেন; তথাপি শরীর ব্যভি-চারের নিমিত্তে নয়, কিন্তু প্রভুর নিমিত্তে, এবং প্রভু
১৪ শরীরের নিমিত্তে। আর ঈশ্বর আপন পরাক্রমদ্বারা প্রভুকে পুনরুত্থান করাইয়াছেন, এবং আমাদিগকেও পুন-
১৫ রুত্থান করাইবেন। তোমাদের দেহ যে খ্রীষ্টের অঙ্গ-স্বরূপ, ইহা কি জান না? তবে আমি কি খ্রীষ্টের অঙ্গ হরণ করিয়া বেশ্যার অঙ্গ করিব? এমন যেন না হয়।
১৬ যে কেহ বেশ্যাতে আসক্ত হয়, সে তাহার সহিত একাঙ্গ হয়, ইহা কি তোমরা জান না? যেহেতুক ঈশ্বর কহি-
১৭ য়াছেন, "সে দুই জন একাঙ্গ হইবে।" কিন্তু যে জন প্রভুতে আসক্ত হয়, সে তাঁহার সহিত একাত্মা হয়।
১৮ তোমরা ব্যভিচার কর্ম্মহইতে দূরে থাক। মনুষ্য অন্যান্য যে সকল পাপকর্ম্ম করে, সে তাহার শরীরের বহির্ভূত; কিন্তু যে জন ব্যভিচারকর্ম্ম করে, সে নিজ শরীরের
১৯ বিরুদ্ধে পাপ করে। ঈশ্বরহইতে প্রাপ্ত যে পবিত্র আত্মা

তোমাদের অন্তরে থাকেন, তোমাদের শরীর তাঁহার মন্দির-
২০ স্বরূপ, ইহা কি জান না? তোমরা আপনাদের আপনি নও, যেহেতুক বিশেষ মূল্যে ক্রীত হইয়াছ; অতএব তোমাদের শরীর ও তোমাদের আত্মা উভয় দিয়া ঈশ্বরেরই মহিমা প্রকাশ কর, কেননা উভয় ঈশ্বরের আছে।

৭ অধ্যায়।

১ আর তোমরা আমাকে যে২ কথা লিখিয়াছ, তাহার উত্তর এই। স্ত্রীলোককে স্পর্শ না করা মানুষের ভাল;
২ কিন্তু ব্যভিচার কর্ম্ম নিবারণের নিমিত্তে প্রত্যেক পুরুষের নিজ স্ত্রী হউক, এবং প্রত্যেক নারীর নিজ স্বামী হউক।
৩ আর স্বামী ভার্য্যার সহিত, এবং ভার্য্যা স্বামির সহিত
৪ বিধিমত প্রণয়ব্যবহার করুক। স্ত্রীর আপন শরীরে আপনার অধিকার নয়, কিন্তু স্বামির; এবং স্বামিরও আপন
৫ শরীরে আপনার অধিকার নয়, কিন্তু স্ত্রীর। তোমরা এক জন অন্য জনকে সঙ্গহীন করিয়া রাখিও না; কেবল উপবাস ও প্রার্থনার নিমিত্তে অবকাশ পাইবার জন্যে দুই জন একপরামর্শ হইয়া কিছু কাল পৃথক থাকিতে পার, পরে পুনর্ব্বার একত্র হইবা, নতুবা শয়তান তোমাদের ইন্দ্রিয়ের অধৈর্য্য প্রযুক্ত তোমাদিগকে পরীক্ষাতে
৬ ফেলিবে। তথাপি আমি আজ্ঞার মতে নয়, কিন্তু অনু-
৭ মতির মতে ইহা কহিতেছি। কেননা সকল মনুষ্যই যে আমার সদৃশ হয়, এই আমার বাসনা; কিন্তু প্রত্যেক জন কেহ এক প্রকার, ও কেহ অন্য প্রকার বর ঈশ্বর-হইতে পাইয়াছে।

৮ স্ত্রীহীন পুরুষগণের এবং বিধবাবর্গের প্রতি আমার নিবেদন এই, তাহারা যদি আমার ন্যায় থাকিতে পারে,
৯ তবে ভালই। কিন্তু যদি ইন্দ্রিয় আয়ত্ত করিতে না পারে,

তবে বিবাহ করুক; যেহেতুক কামানলে দগ্ধ হওয়া অপেক্ষা
১০ বরং বিবাহ করা ভাল। পুনশ্চ বিবাহিত লোকদের
প্রতি আমার আজ্ঞা তাহা নয়, কিন্তু প্রভুর এই আজ্ঞা
হইতেছে, স্ত্রী আপন স্বামিহইতে পৃথক্ না হউক।
১১ যদিস্যাৎ পৃথক্ হয়, তবে সে আর বিবাহ না করুক,
কিম্বা স্বামির সহিত পুনর্ব্বার মিলন করুক। তদ্রূপ স্বা-
মীও স্ত্রীকে পরিত্যাগ না করুক।

১২ আর অন্যান্য লোকদের প্রতি প্রভু বলেন নাই, কিন্তু
আমি বলিতেছি। কোন ভ্রাতার স্ত্রী অবিশ্বাসিনী হই-
লেও যদি তাহার সহিত বাস করিতে সম্মতা হয়, তবে
১৩ সে তাহাকে পরিত্যাগ না করুক। তদ্রূপ কোন স্ত্রীর
স্বামী অবিশ্বাসী হইলেও যদি তাহার সহিত বাস করি-
তে সম্মত হয়, তবে সে ঐ স্বামিকে পরিত্যাগ না
১৪ করুক। কেননা সেই স্ত্রীদ্বারা অবিশ্বাসি স্বামী পবিত্রী-
কৃত হয়, এবং সেই স্বামিদ্বারা অবিশ্বাসিনী স্ত্রী পবিত্রী-
কৃতা হয়; তাহা না হইলে তোমাদের সন্তানবর্গ অশুচি
১৫ হইত, কিন্তু এখন তাহারা পবিত্র আছে। কিন্তু যে
অবিশ্বাসী, সে যদি পৃথক্ হইতে চাহে, তবে পৃথক্
হউক; এমত বিষয়ে ভ্রাতা কি ভগিনী কেহ দাসরূপে
বদ্ধ নহে; তথাপি ঈশ্বর আমাদিগকে শান্তিভাবে থা-
১৬ কিতে আহ্বান করিয়াছেন। কেননা হে নারি, তুমি কি
জান? তুমি নিজ স্বামির পরিত্রাণের হেতু হইতে পার;
এবং হে পুরুষ, তুমি বা কি জান? তুমি নিজ পত্নীর
পরিত্রাণের হেতু হইতে পার।

১৭ আর প্রভু যাহাকে যেমন অংশ দিয়াছেন, অর্থাৎ
ঈশ্বর যাহাকে যেমন অবস্থাতে আহ্বান করিয়াছেন, সে
তেমনি আচরণ করুক, এই প্রকার নিয়ম আমি সমস্ত
১৮ মণ্ডলীতে করিয়া থাকি; যে ব্যক্তি ছিন্নত্বক্ হইয়া আহূত

হইয়াছে, সে ছিন্নত্বক্ থাকুক; এবং যে ব্যক্তি অচ্ছিন্নত্বক্ হইয়া আহূত হইয়াছে, সে ছিন্নত্বক্ না হউক।
১৯ ত্বক্‌ছেদ কিছু নয়, এবং অত্বক্‌ছেদও কিছু নয়; ঈশ্ব-
২০ রের আজ্ঞা পালন করাই সার। যে জন যে পদে থা-
২১ কিয়া আহূত হইয়াছে, সে সেই পদে থাকুক। তুমি যদি দাস হইয়া আহূত হইয়া থাক, তবে তাহাতে ভাবিত হইও না; কিন্তু যদি স্বাধীন হইতে পার, তবে বরং
২২ স্বাধীন হও। কেননা যে জন দাস হইয়া প্রভুকর্ত্তৃক আহূত হয়, সে প্রভুর মুক্ত ব্যক্তি; এবং যে জন স্বাধীন
২৩ হইয়া আহূত হয়, সেও তদ্রূপ খ্রীষ্টের দাস। তোমরা বিশেষ মূল্যদ্বারা ক্রীত হইয়াছ, মনুষ্যদের দাস হইও
২৪ না। হে ভ্রাতৃগণ, তোমাদের প্রত্যেক জন যে পদে থাকিয়া আহূত হইয়াছে, সেই পদে ঈশ্বরের নিকটে থাকুক।
২৫ অপর অবিবাহিত লোকদের বিষয়ে আমি প্রভুর কোন আজ্ঞা পাই নাই; কিন্তু বিশ্বাসপাত্র হইবার জন্যে প্রভুর অনুকম্পিত লোকের ন্যায় আপনি এই পরামর্শ
২৬ দিতেছি। উপস্থিত ক্লেশ প্রযুক্ত মনুষ্যের অবিবাহিত
২৭ থাকা ভাল, আমার এমন বোধ হয়। কিন্তু তুমি যদি ভার্য্যাতে নিবদ্ধ হইয়া থাক, তবে অবদ্ধ হইতে চেষ্টা করিও না; আর যদি ভার্য্যাতে অবদ্ধ হইয়া থাক, তবে ভার্য্যার চেষ্টা করিও না; কিন্তু বিবাহ করিলেও তো-
২৮ মার পাপ হয় না। আর অনূঢ়া কন্যা যদি বিবাহ করে, তাহাতে তাহারও পাপ নাই; তথাপি তাহাদের প্রতি শারীরিক ক্লেশ ঘটিবে; আর তোমাদের প্রতি আমার
২৯ দয়া হইতেছে। হে ভ্রাতৃগণ, আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, অবশিষ্ট সময় অতি সংক্ষিপ্ত; অতএব যাহাদের
৩০ ভার্য্যা আছে, তাহারা ভার্য্যাহীনের ন্যায়; এবং যাহারা রোদন করে, তাহারা অরোদনকারির ন্যায়; এবং যাহারা

আনন্দিত, তাহারা নিরানন্দের ন্যায়; ও যাহারা ক্রয় করে,
৩১ তাহারা অনধিকারির ন্যায় হউক; আর যাহারা এই সংসার ব্যবহারী, তাহারা তাহার কুব্যবহার না করুক,
৩২ যেহেতুক এই জগতের কৌতুক অতীত হইতেছে। কিন্তু তোমরা চিন্তাতে মগ্ন না হও, এই আমার বাঞ্ছা। যে জন অবিবাহিত, সে কি রূপে প্রভুর তুষ্টিকর হইবে,
৩৩ প্রভুর এমন বিষয় চিন্তা করে। কিন্তু যে জন বিবাহিত, সে কি প্রকারে নিজ পত্নীর তুষ্টিকর হইবে, সংসারের
৩৪ এমন বিষয় চিন্তা করে। তেমনি বিবাহিতা এবং অবিবাহিতা স্ত্রীতেও প্রভেদ আছে; অবিবাহিতা স্ত্রী শরীরে ও মনে যাহাতে পবিত্রা হয়, প্রভুর এমন বিষয় চিন্তা করে; কিন্তু বিবাহিতা যে স্ত্রী, সে কি প্রকারে স্বামির তুষ্টিকর হইবে, সংসারের এমন বিষয় চিন্তা করে।
৩৫ এই সকল কথা তোমাদিগকে ফাঁদে ফেলিবার জন্যে কহিতেছি, তাহা নয়; কিন্তু তোমাদের মঙ্গলার্থে, অর্থাৎ তোমরা যেন শিষ্টাচরণ কর, এবং অন্যমনস্ক না হইয়া নিত্য প্রভুতে আসক্ত থাক।

৩৬ কাহারো কন্যার যৌবনাবস্থা প্রায় গত হইলে যদি তাহার অনুচিত বোধ হয়, এবং এই প্রকার হওয়া যদি আবশ্যক হয়, তবে সে যাহা চাহে, তাহা করুক, ইহাতে
৩৭ পাপ নাই; তাহারা বিবাহ করুক। কিন্তু বিবাহ অনাবশ্যক হইলে যে ব্যক্তি স্থিরচিত্ত এবং আপনি আপন অভিমতের কর্ত্তা আছে, সে যদি আপন কন্যাকে অবিবাহিতা রাখিতে মনে নিশ্চয় করে, তবে উত্তম কর্ম্ম করে।
৩৮ অতএব যে জন বিবাহ দেয়, সে ভাল করে: এবং যে না দেয়, সে আরও ভাল করে।

৩৯ যত দিন স্বামী জীবৎ থাকে, তত দিন স্ত্রী বিবাহ বন্ধনেতে বদ্ধা থাকে; কিন্তু স্বামির মহানিদ্রা হইলে

পর সে মুক্তা হইয়া যাহাকে ইচ্ছা করে, তাহাকেই বিবাহ করিতে পারে, কিন্তু কেবল প্রভুর (লোকদের)
৪০ মধ্যে। তথাপি যদি সে আর বার বিবাহ না করিয়া অমনি থাকে, তবে আরও ধন্যা হইবে, আমার এই বিচার হয়; এবং বোধ হয়, ঈশ্বরের আত্মা আমারও মধ্যবর্ত্তী আছেন।

৮ অধ্যায়।

১ পরন্তু দেবপ্রসাদের বিষয়ে আমাদের সকলের জ্ঞান আছে, ইহা আমরা জানি; তথাপি সেই জ্ঞান অহ-
২ ঙ্কার জন্মায়, কিন্তু প্রেমই নিষ্ঠাজনক। অতএব যদি কেহ মনে২ ভাবে, আমি কিছু জানি, তবে যে রূপ জানিতে
৩ হয়, সেই রূপ এখনও কিছু জানে না। কিন্তু যে জন
৪ ঈশ্বরকে প্রেম করে, সেই ঈশ্বরের পরিচিত। দেবতার বলিপ্রসাদ ভোজনের প্রস্তাবে আমরা জানি, দেবতা জগতের মধ্যে কিছু নয়, এবং এক ঈশ্বরো দ্বিতীয়ো
৫ নাস্তি। যদ্যপি অনেক দেবতা ও অনেক প্রভু আছে, অর্থাৎ আকাশস্থ কিম্বা পৃথিবীস্থ অনেক বস্তুকে যদ্যপি
৬ ঈশ্বর বলা যায়, তথাপি যাঁহাহইতে তাবৎ বস্তুর ও যাঁহার নিমিত্তে আমাদের সৃষ্টি হইয়াছে, আমাদের সেই অদ্বিতীয় পিতা ঈশ্বর আছেন; এবং যাঁহাদ্বারা তাবৎ বস্তুর ও আমাদের সৃষ্টি হইয়াছে, আমাদের
৭ সেই অদ্বিতীয় প্রভু যীশু খ্রীষ্ট আছেন। কিন্তু সকলের এমত জ্ঞান নহে; বরঞ্চ কতক লোক অদ্যাপি দেবতাকে মানিয়া দেবতার প্রসাদ বলিয়া ভোজন করে; তাহাতে দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত তাহাদের সদসদ্বোধ কলঙ্কিত হয়।
৮ কিন্তু খাদ্য সামগ্রীদ্বারা আমরা ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তী হই, এমন নয়; যেহেতুক ভোজন করিলে আমাদের উৎ-

কৃষ্টতা হয় না, এবং ভোজন না করিলে আমাদের
৯ ত্রুটিও হয় না। অতএব তোমাদের সেই ক্ষমতা যেন
দুর্ব্বল লোকদের বাধাজনক না হয়, এতদ্বিষয়ে সাবধান
১০ থাক। কেননা জ্ঞানপ্রাপ্ত যে তুমি, তোমাকে কেহ যদি
দেবালয়ে ভোজনোপবিষ্ট দেখে, তবে তাহার দুর্ব্বলতা
প্রযুক্ত তাহার মন দেবপ্রসাদ ভোজন করিতে সাহসী
১১ হইবে। তাহাতে যাহার নিমিত্তে খ্রীষ্ট মরিয়াছেন, সেই
১২ দুর্ব্বল ভ্রাতা তোমার জ্ঞানদ্বারা কি নষ্ট হইবে? কিন্তু
ভ্রাতৃগণের বিরুদ্ধে এই রূপ পাপ করিয়া তাহাদের
দুর্ব্বল মনে আঘাত করিলে তোমরা খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে
১৩ পাপ কর। অতএব মাংস ভোজন যদি আমার ভ্রাতার
বিঘ্নজনক হয়, তবে আমি যেন ভ্রাতার বিঘ্ন না জন্মাই,
এই নিমিত্তে যাবজ্জীবন মাংস ভোজন করিব না।

৯ অধ্যায়।

১ আমি কি এক জন প্রেরিত নহি? এবং আমি কি
স্বাধীন নহি? আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে কি দর্শন
২ করি নাই? আর তোমরাও কি প্রভুতে আমার শ্রমের
ফলস্বরূপ নও? অন্য লোকদের নিকটে আমি যদি
স্যাৎ প্রেরিত না হই, তথাপি তোমাদের নিকটে প্রে-
রিত বটি; কেননা প্রভুতে আমার প্রেরিতত্বপদের মুদ্রাঙ্ক
৩ তোমরাই হইয়াছ। যে সকল লোক আমার প্রতি দো-
৪ ষারোপ করে, তাহাদের প্রতি আমার এই উত্তর। ভো-
৫ জন পান করণে কি আমাদের অধিকার নাই? এবং
অন্য সকল প্রেরিত ও প্রভুর ভ্রাতৃগণ এবং কৈফা, ইহা-
দের ন্যায় ধর্ম্মভগিনীকে বিবাহ করিয়া সঙ্গে লইয়া
৬ স্থানে২ যাইতে কি আমাদের অধিকার নাই? কিম্বা
(সাধারণ) শ্রম ত্যাগ করণে কি কেবল আমার ও বার্ন-

৭ ধার অধিকার নাই? আপনি ধন ব্যয় করিয়া কে সৈন্যের কর্ম্ম স্বীকার করে? এবং দ্রাক্ষাক্ষেত্র রোপণ করিয়া কে তাহার ফল ভোগ না করে? এবং পাল-
৮ রক্ষক হইয়া কে পালের দুগ্ধ পান না করে? আমি কি মানুষের মত কথা কহিতেছি? ব্যবস্থাতেও কি এই
৯ রূপ লিখে না? মূসার ব্যবস্থাগ্রন্থে লিখিত আছে, যথা, "তোমরা শস্যমর্দ্দনকারি বলদের মুখ বন্ধন করিবা না;"
১০ ঈশ্বর কি বলদের তত্ত্বাবধারণকারী? কিম্বা বিশেষরূপে আমাদের নিমিত্তে এই কথা কহেন? অবশ্য যে চাস করে, তাহাকে প্রত্যাশাতেই চাস করিতে হইবে; এবং যে শস্য মাড়ে, সে তাহার অংশী হইবার আশাতেই শস্য মাড়িবে; ইহা আমাদেরই নিমিত্তে লিখিত হই-
১১ য়াছে। আমরা যদি পারমার্থিক বিষয়ে তোমাদের নিমিত্তে বীজ রোপণ করিয়াছি, তবে সাংসারিক বিষয়ে তোমাদের ফলের অংশী হইব, এ কি মহৎ বিষয়?
১২ তোমাদিগেতে যদি অন্যদের অধিকার থাকে, তবে আমাদের কি আরো অধিকার থাকিবে না? তথাচ ঐ অধিকার আমরা ব্যবহারে আনি নাই, বরঞ্চ আমাদের দ্বারা খ্রীষ্টের সুসমাচারের কোন বাধা যেন না জন্মে,
১৩ এই জন্যে সকলি সহ্য করি। নতুবা যাহারা পবিত্র বিষয়ের উপাসনা করে, তাহারা পবিত্র স্থানহইতে প্রতিপালন পায়; এবং যাহারা বেদির সেবা করে, তাহারা বেদিস্থিত বস্তুর অংশী হয়, ইহা কি জান না?
১৪ সেই রূপে যাহারা সুসমাচার প্রচার করে, তাহাদের উপজীবিকা সুসমাচার হইবে, ইহা প্রভু নিরূপণ করি-
১৫ য়াছেন। কিন্তু এই সকলের ব্যবহার আমি করি নাই, এবং আমার প্রতি ইহা করিতে হইবে, এই আশয়েতে এই সকল কথা লিখিলাম, তাহাও নয়; কেননা কোন

ব্যক্তির দ্বারা আমার শ্লাঘার বিষয় নিরর্থক হওন
১৬ অপেক্ষা বরঞ্চ আমার মরণ ভাল। আমি সুসমাচার প্রচার করিলে তাহা আমার শ্লাঘার বিষয় হয় না, কারণ আমার উপরে কর্ত্তব্যের ভার আছে; সুসমাচার প্রচার
১৭ না করিলে আমার সন্তাপ হইবে। স্বেচ্ছাতে এই কর্ম্ম করিলে আমার পারিতোষিক হয়, কিন্তু অনিচ্ছাতে করিলেও ভাণ্ডারির কর্ত্তব্য কর্ম্মের ভার আমার উপরে
১৮ থাকে। তবে আমার পারিতোষিক কি? সুসমাচারানুযায়ি আমার যে অধিকার, তাহাতে কুব্যবহার না করিয়া যেন সুসমাচার প্রচার করিতে২ খ্রীষ্টের সুসমাচারকে ব্যয়রহিত করি, এই আমার পারিতোষিক।

১৯ আমি তাবৎ মনুষ্যের অনধীন হইলেও অধিক মনুষ্য লাভ করিবার জন্যে সকলের দাসত্ব স্বীকার করিলাম।
২০ যিহূদীয়দিগকে লাভ করিবার জন্যে আমি যিহূদীয়দের মধ্যে যিহূদীয়ের মত হইলাম; এবং ব্যবস্থাধীন লোকদিগকে লাভ করিবার জন্যে ব্যবস্থাধীন লোকদের
২১ মধ্যে ব্যবস্থাধীনের ন্যায় হইলাম। এবং যদ্যপি আমি ঈশ্বরের উদ্দেশে ব্যবস্থাহীন নহি, বরং খ্রীষ্টের ব্যবস্থার অধীন আছি, তথাপি ব্যবস্থাহীন লোকদিগকে লাভ করিবার জন্যে আমি ব্যবস্থাহীনদের মধ্যে ব্যবস্থাহীনের
২২ ন্যায় হইলাম। আর দুর্ব্বল লোকদিগকে লাভ করিবার জন্যে দুর্ব্বলদের মধ্যে দুর্ব্বলের ন্যায় হইলাম; সর্ব্বপ্রকারে কতক লোকের পরিত্রাণ যেন আমাদ্বারা হয়, এই অভিপ্রায়ে সর্ব্বপ্রকার লোকদের মধ্যে সর্ব্বপ্রকার
২৩ লোক হইলাম। সুসমাচারের নিমিত্তেই, অর্থাৎ আমিও যেন সুসমাচারের ফলের অংশী হই, এই জন্যে এই সকল করিয়া থাকি।

২৪ যাহারা পণ পাইতে দৌড়ে, তাহারা সকলেই দৌড়ে,

কিন্তু কেবল এক জন সেই পণ পায়, ইহা কি তোমরা জান না? তোমরাও যাহাতে পণ প্রাপ্ত হও, এমন রূপে
২৫ দৌড়। এবং যে কেহ মল্লযুদ্ধ করে, সে সকল বিষয়ে পরিমিতভোগী হয়; তাহারা যাহা করে, তাহা ক্ষয়ণীয় মুকুটের চেষ্টাতে করে। কিন্তু আমরা অক্ষয় মুকুটের
২৬ চেষ্টাতে। বিশেষতঃ আমিও দৌড়িতেছি; কিন্তু বিনালক্ষ্যে দৌড়ি না; এবং মল্লযুদ্ধ করিতেছি, কিন্তু যে জন আকা-
২৭ শের সহিত যুদ্ধ করে, তাহার মত নহি। বরঞ্চ শরীরকে দমন করিয়া আপন বশে রাখিতেছি, পাছে অন্যের প্রতি সুসমাচার প্রচার করিয়া অবশেষে আপনি অগ্রাহ্য হই।

১০ অধ্যায়।

১ হে ভ্রাতৃগণ, সম্প্রতি যাহা২ কহিব, তাহা তোমরা অজ্ঞাত থাক, ইহা আমি চাহি না। ফলতঃ আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা সকলে মেঘের নীচে ছিল, ও সকলে সমু-
২ দ্রের মধ্য দিয়া গমন করিয়াছিল; এবং সকলে মূসার
৩ উদ্দেশে মেঘে ও সমুদ্রে বাপ্তাইজিত হইয়াছিল; এবং
৪ সকলে একই পারমার্থিক ভক্ষ্য খাইয়াছিল, ও সকলে একই পারমার্থিক পেয় পান করিয়াছিল; কেননা তা-হাদের পশ্চাদ্গামি পারমার্থিক শৈলহইতে নির্গত জল
৫ পান করিত; আর সেই শৈল খ্রীষ্ট। কিন্তু তাহাদের প্রায় সকলের প্রতি ঈশ্বরের সন্তোষ হয় নাই, কেননা তাহারা প্রান্তরের মধ্যে মারা পড়িল।

৬ এই সকল বিষয়ে তাহারা আমাদের উদাহরণস্বরূপ হইল; বস্তুতঃ তাহারা যেমন কামী ছিল, তেমনি আমরা
৭ যেন মন্দ বিষয়ের কামনা না করি। এবং তাহাদের মধ্যে অনেকে যেমন দেবপূজক ছিল, আমরা যেন তেমন না হই; যেমন লিখিত আছে, "লোকেরা ভোজন পান করিতে

৮ "বসিল, পরে ক্রীড়া করিতে উঠিল।" আর যেমন ব্যভিচারকর্ম্ম করাতে তাহাদের তেইশ সহস্র লোক এক দিনে মারা পড়িল, আমরা যেন তেমন ব্যভিচারকর্ম্ম না
৯ করি। এবং যেমন খ্রীষ্টের পরীক্ষা করাতে তাহাদের মধ্যে কতক লোক সর্পদ্বারা নষ্ট হইল, আমরা যেন
১০ তেমন খ্রীষ্টের পরীক্ষা না করি। আর তাহাদের কতক লোক যেমন বচসা করাতে সংহারকদ্বারা হত হই-
১১ য়াছিল, আমরা যেন তাদৃশ বচসা না করি। তাহাদের প্রতি এই যে সকল ঘটিয়াছিল, সেই সকল দৃষ্টান্তস্বরূপ হইয়া, যাহাদের সময়ে জগতের পরিণাম হইতেছে, এমত যে আমরা, আমাদের শিক্ষার নিমিত্তে লিখিত হই-
১২ য়াছে। অতএব যে কেহ আপনাকে সুস্থির করিয়া মানে, সে যেন পতিত না হয়, এ বিষয়ে সাবধান হউক।
১৩ মানুষের প্রতি যে পরীক্ষা সম্ভব হয়, তাহা ব্যতিরেকে তোমাদের আর কোন পরীক্ষা ঘটে নাই; আর ঈশ্বর বিশ্বাস্য, তিনি তোমাদের প্রতি শক্তির অতিরিক্ত পরীক্ষা ঘটিতে দিবেন না; বরঞ্চ তোমরা যেন সহ্য করিতে পার, এই জন্যে পরীক্ষার সময়ে রক্ষার পথও প্রস্তুত করিবেন।
১৪ অতএব হে প্রিয়বর্গ, দেবপূজাহইতে বিমুখ হও।
১৫ আমি বিজ্ঞ লোকদের ন্যায় তোমাদিগকে কহিতেছি,
১৬ আমার কথা বিবেচনা কর। আমরা যে ধন্যবাদযুক্ত পাত্রের ধন্যবাদ করিয়া থাকি, তাহা কি খ্রীষ্টের রক্তে আমাদের সহভাগিত্বস্বরূপ নহে? এবং যে রুটী ভাঙ্গিয়া থাকি, তাহা কি খ্রীষ্টের শরীরে আমাদের সহভাগিত্ব-
১৭ স্বরূপ নহে? কেননা সে এক রুটী, এবং আমরা অনেকে হইয়াও এক শরীরস্বরূপ আছি, কারণ সকলে সেই এক
১৮ রুটীর অংশী হইতেছি। যাহারা শরীরের সম্বন্ধে ইস্রায়েল্ লোক, তাহাদের ব্যবহার দেখ; যাহারা বলির

মাংস ভোজন করিতে পায়, তাহারা কি যজ্ঞবেদির সহ-
১৯ ভাগী নয়? ইহাতে দেবতা যে বাস্তবিক, কিম্বা দেবতার
প্রসাদ যে বাস্তবিক, তাহা কি আমি কহি? তাহা নয়;
২০ কিন্তু দেবপূজকেরা যে বলি দান করে, তাহা ঈশ্বরকে
না দিয়া ভূতদিগকে দেয়; আর তোমরা ভূতদের সহভাগী
২১ হও, আমার এমন ইচ্ছা নয়। তোমরা প্রভুর পানপাত্র
ও ভূতদের পানপাত্র, এই উভয় পাত্রে পান করিতে
পার না; এবং প্রভুর মেজ ও ভূতদের মেজ, এই উভ-
২২ য়ের সহভাগী হইতে পার না। আমরা কি প্রভুর অন্ত-
র্জ্বালা জন্মাইব? আমরা কি তাঁহাহইতে বলবান্?
২৩ আমার প্রতি সকলই অনিষিদ্ধ, কিন্তু সকলই হিত-
জনক নয়; আমার প্রতি সকলই অনিষিদ্ধ, কিন্তু সকলই
২৪ নিষ্ঠাবর্দ্ধক নয়। অতএব প্রত্যেক জন কেবল আপনার
২৫ হিত চেষ্টা না করিয়া পরেরও হিত চেষ্টা করুক। যে
কোন দ্রব্য বাজারে বিক্রীত হয়, সদসদ্বোধের নিমিত্তে
২৬ কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া তাহা ভোজন কর; যেহেতুক
২৭ "পৃথিবী ও তন্মধ্যস্থ তাবৎ বস্তু পরমেশ্বরের।" আর
অবিশ্বাসি লোকদের মধ্যে কেহ তোমাদিগকে নিমন্ত্রণ
করিলে যদি তোমরা যাইতে চাহ, তবে সদসদ্বোধের
নিমিত্তে কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া যে কোন সামগ্রী
২৮ উপস্থিত করে, তাহাই ভোজন করিও। কিন্তু এ দেব-
তার প্রসাদ, এমন কথা তোমাদিগকে যদি কেহ বলে,
তবে যে জানাইল, তাহার নিমিত্তে এবং সদসদ্বোধের
নিমিত্তে তাহা ভোজন করিও না। ("পৃথিবী ও তন্ম-
২৯ "ধ্যস্থ তাবৎ বস্তু পরমেশ্বরের" বটে।) কিন্তু আমি
তোমার সদসদ্বোধের কথা কহি না, পরের সদসদ্বোধের
কথা কহিতেছি। ভোজন করিতে আমার যে অধিকার
আছে, তাহা পরের সদসদ্বোধে কেন দোষী হইবে?

৩০ আমি যদি ধন্যবাদ পূর্ব্বক ভোজন করি, তবে যে বস্তুর নিমিত্তে ধন্যবাদ করি, তদ্ভোজনদ্বারা কেন নিন্দনীয়
৩১ হইব? তোমরা ভোজন পান প্রভৃতি যে কোন কর্ম্ম কর, সে সকলই ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশের নিমিত্তে
৩২ কর। যিহূদীয়দের কি গ্রীক লোকদের কি ঈশ্বরের
৩৩ মণ্ডলীর, কাহারও বিঘ্নস্বরূপ হইও না। কেননা আমিও আপনার হিত চেষ্টা না করিয়া অনেকের পরিত্রাণের নিমিত্তে তাহাদের হিত চেষ্টা করিয়া সকল বি-
৩৪ ষয়ে সকলের তুষ্টিজনক হইতে যত্ন করি; অতএব আমি যেমন খ্রীষ্টের অনুকারী, তেমনি তোমরাও আমার অনুকারী হও।

১১ অধ্যায়।

১ হে ভ্রাতৃগণ, তোমরা সকল বিষয়েতে আমাকে মনে করিয়া আমার নিকটে যে২ বিধি পাইয়াছ, তাহা প্রতিপালন করিয়া থাক, এই নিমিত্তে তোমাদের প্রশংসা
২ করিতেছি। তথাপি আমার বাঞ্ছা এই, যেন তোমরা এই
৩ বক্ষ্যমাণ কথা জ্ঞাত হও; ফলতঃ প্রত্যেক পুরুষের মস্তকস্বরূপ খ্রীষ্ট, এবং স্ত্রীর মস্তকস্বরূপ পুরুষ, এবং
৪ খ্রীষ্টের মস্তকস্বরূপ ঈশ্বর। প্রার্থনা করণ কিম্বা ঈশ্বরীয় বাক্য কহন সময়ে যে কোন পুরুষ আপন মস্তক আ-
৫ চ্ছাদিত রাখে, সে আপন মস্তকের অপমান করে; কিন্তু প্রার্থনা করণ কিম্বা ঈশ্বরীয় বাক্য কহন সময়ে যে কোন স্ত্রীলোক আপন মস্তক অনাচ্ছাদিত রাখে, সে আপন মস্তকের অপমান করে, কারণ সে ছিন্নকেশীর তুল্যা
৬ হইয়া উঠে। স্ত্রীলোক যদি মস্তক আবৃত না করে, তবে মুণ্ডনও করুক; কিন্তু মস্তক মুণ্ডন করা কি ছিন্নকেশী হওয়া যদি স্ত্রীজাতির লজ্জার বিষয় হয়, তবে মস্তক আ-

৭ চ্ছাদিত করুক। পুরুষ ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি ও প্রতিবিম্ব-
স্বরূপ হওয়াতে তাহার মস্তক ঢাকিয়া রাখা কর্ত্তব্য নয়;
৮ কিন্তু স্ত্রী পুরুষের প্রতিবিম্বস্বরূপা। কেননা স্ত্রীহইতে
পুরুষের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা নয়, কিন্তু পুরুষহইতে
৯ স্ত্রীর। এবং স্ত্রীর প্রয়োজন হেতু পুরুষের সৃষ্টি হই-
য়াছে, তাহা নয়, কিন্তু পুরুষের প্রয়োজন হেতুক স্ত্রীর।
১০ এই জন্যে দূতগণের নিমিত্তে স্ত্রীলোকের মস্তক আচ্ছা-
১১ দিত রাখা কর্ত্তব্য। তথাপি প্রভুতে পুরুষহইতে স্ত্রীও
১২ স্বতন্ত্রা নহে এবং স্ত্রীহইতে পুরুষও স্বতন্ত্র নহে। কারণ
যেমন পুরুষহইতে স্ত্রী হইয়াছিল, তেমনি স্ত্রীদিয়া পুরুষ
১৩ হইয়া আসিতেছে; কিন্তু সকলই ঈশ্বরহইতে। আপ-
নারা বিবেচনা কর, অনাবৃত মস্তকে ঈশ্বরের নিকটে
১৪ প্রার্থনা করা স্ত্রীলোকের বিহিত কি না? স্বয়ং প্রকৃতি
কি তোমাদিগকে এমন শিক্ষা দেয় না, যে দীর্ঘকেশ
হওয়া পুরুষের লজ্জার বিষয়, এবং দীর্ঘকেশী হওয়া
১৫ স্ত্রীলোকের সমাদরের বিষয়? যেহেতুক দীর্ঘ কেশ আ-
১৬ বরণের নিমিত্তে তাহাকে দেওয়া গিয়াছে। ইহাতে কেহ
যদি বাগ্‌যুদ্ধ করিতে চাহে, তবে ঈশ্বরের মণ্ডলীদের
ও আমাদের এই প্রকার ব্যবহার নাই।

১৭ আর এক বিষয়ে আমি প্রশংসা না করিয়া তোমা-
দিগকে প্রবোধ দিতে চাহি, ফলতঃ তোমাদের যেরূপ
সমাগম হইয়া থাকে, সে সুফলজনক নহে, কিন্তু কুফল-
১৮ জনক। যেহেতুক প্রথমে মণ্ডলীতে তোমাদের সমাগম
হইলে তোমাদের মধ্যে ভিন্নবাক্যতা হয়, এ কথা আমি
১৯ শুনিতেছি, তাহাতে কিঞ্চিৎ বিশ্বাসও হয়। কেননা তো-
মাদের মধ্যে যাহারা সুপরীক্ষিত লোক, তাহারা যেন
প্রকাশিত হয়, ইহার জন্যে তোমাদের মধ্যে ভিন্ন২ দল
২০ হওয়া আবশ্যক আছে। তোমরা যখন এক স্থানে সমা-

গত হও, তৎকালে যে প্রভুর ভোজ ভোজন কর, এমন
২১ নয়; কারণ ভোজন সময়ে তোমাদের কেহ কাহারও
অপেক্ষা না করিয়া আপনার ভোজ ভোজন করে; তা-
হাতে কেহ বা ক্ষুধিত থাকে, ও কেহ বা অপরিমিত
২২ ভোগী হয়। ভোজন পান করিবার জন্যে কি তোমাদের
স্ব২ গৃহ নাই? কিম্বা ঈশ্বরের মণ্ডলীকে অবজ্ঞা করিয়া
কি খাদ্যহীন লোকদিগকে লজ্জা দিতেছ? এই বিষয়ে
তোমাদিগকে কি কহিব? কি প্রশংসা করিব? না, ইহাতে
প্রশংসা করিতে পারি না।

২৩ আমি প্রভুহইতে প্রাপ্ত যে শিক্ষা তোমাদিগকে দি-
য়াছি, তাহা এই; শত্রুহস্তে সমর্পিত হওনের রাত্রিতে
২৪ প্রভু যীশু রুটী লইয়া ঈশ্বরের ধন্যবাদ পূর্ব্বক ভাঙ্গিয়া
কহিলেন, 'ইহা লইয়া ভোজন কর, ইহা তোমাদের
নিমিত্তে ভগ্ন আমার শরীর স্বরূপ; এই কর্ম্ম আমার
২৫ স্মরণার্থে কর।' অপর ভোজন সাঙ্গ হইলে তিনি
তদ্রূপে পানপাত্র লইয়া কহিলেন, 'এই পানপাত্র আ-
মার রক্তের দ্বারা স্থিরীকৃত নূতন নিয়মস্বরূপ; তোমরা
যত বার পান করিবা, তত বার আমার স্মরণের জন্যে
২৬ করিও।' কেননা যত বার তোমরা এ রুটী ভোজন কর,
এবং এই পাত্রে পান কর, তত বার প্রভুর আগমন
২৭ পর্য্যন্ত তাঁহার মৃত্যু প্রকাশ করিতেছ। অতএব যে কেহ
অযোগ্য রূপে প্রভুর এই রুটী ভোজন করে, কিম্বা এই
পাত্রে পান করে, সে প্রভুর শরীরের এবং রক্তের
২৮ দায়ী হইবে। এই জন্যে মনুষ্য অগ্রে আপনার পরীক্ষা
করিয়া পশ্চাৎ এ রুটী ভোজন করুক এবং এ পাত্রে
২৯ পান করুক। কেননা যে জন অযোগ্য রূপে ভোজন
পান করে, সে প্রভুর শরীরের বিষয়ে বিবেচনা করা-
৩০ তে আপনার দণ্ডজনক ভোজন পান করে। এই কারণ

তোমাদের বিস্তর লোক দুর্ব্বল ও পীড়িত আছে, এবং
৩১ অনেকে মহানিদ্রাগত হয়। আমরা যদি আপনাদের
৩২ বিচার আপনারা করি, তবে দণ্ড পাইব না; কিন্তু
যখন দণ্ড পাই, তখন যেন জগজ্জনের সহিত (অনন্ত-
কালীয়) দণ্ড প্রাপ্ত না হই, এই জন্যে প্রভুকর্তৃক
শাস্তি পাই।

৩৩ অতএব হে আমার ভ্রাতৃগণ, তোমরা ভোজন করিতে
যখন একত্র হও, তখন এক জন অন্য জনের অপেক্ষা
৩৪ কর। কেহ যদি ক্ষুধিত হয়, তবে সে আপন গৃহে ভো-
জন করুক, কিন্তু তোমাদের একত্র হওন দণ্ডের হেতু
না হউক। তদ্ভিন্ন যাহা২ অবশিষ্ট আছে, তাহার ব্য-
বস্থা আমি উপস্থিত হইয়া স্থির করিব।

১২ অধ্যায়।

১ হে ভ্রাতৃগণ, তোমরা যে আত্মিক দান বিষয়ে অজ্ঞাত
২ থাক, আমার এমন বাঞ্ছা নয়। তোমরা জান, পূর্ব্বে
দেবপূজক হওয়াতে তোমরা যে রূপ চালিত হইতা, সেই
৩ রূপে অবাক্ প্রতিমাদিগের পশ্চাৎ চলিতা। এই জন্যে
আমি তোমাদিগকে এই কথা জানাইতেছি, ঈশ্বরের
আত্মার আবেশে কথা কহিয়া কেহ যীশুকে শাপাস্পদ
করিয়া বলে না; এবং পবিত্র আত্মার আবেশ ব্যতি-
৪ রেকে কেহ যীশুকে প্রভু করিয়া কহিতে পারে না। বর
নানাবিধ, কিন্তু আত্মা এক; এবং পরিচর্য্যা নানাবিধ,
৫ কিন্তু প্রভু এক। এবং ক্রিয়াসাধক গুণ নানাবিধ, কিন্তু
৬ ঈশ্বর এক; আর তিনি সকলেতে সর্ব্বসাধনকর্ত্তা। কিন্তু
৭ হিতের জন্যে প্রত্যেক জনকে আত্মার লক্ষণ দত্ত হয়।
৮ বিশেষতঃ সেই এক আত্মাদ্বারা কাহাকে বা জ্ঞানের
কথা, এবং সেই আত্মাদ্বারা কাহাকে বা বিদ্যার কথা;

৯ এবং সেই আত্মা দ্বারা কাহাকে বা বিশ্বাস দেওয়া যায়, এবং সেই আত্মাদ্বারা বররূপে কাহাকে বা সুস্থ করণের
১০ শক্তি, এবং কাহাকে বা আশ্চর্য্য ক্রিয়াসাধক গুণ, এবং কাহাকে বা ঈশ্বরীয়বাক্যবাদিত্ব, এবং এক জনকে বা আত্মার লক্ষণ সকল পরীক্ষা করণের শক্তি, ও আর এক জনকে বা নানাদেশীয় ভাষা কহিবার শক্তি, এবং অন্য জনকে বা সেই সকল ভাষার অর্থ করিবার শক্তি
১১ দান করা যায়। এই সকল কর্ম্ম এক অদ্বিতীয় আত্মা সাধন করেন; তিনি যাহাকে যে বর দিতে ইচ্ছা করেন, তাহাকে তাহাই দেন।

১২ যেমন শরীর এক, কিন্তু তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অনেক, এবং শরীরের অঙ্গসমূহেতে এক শরীর হয়, তদ্রূপ খ্রীষ্ট।
১৩ যেহেতুক আমরা যিহূদীয় হই কি গ্রীক লোক হই, দাস হই কি স্বাধীন হই, সকলে এক আত্মাদ্বারা এক শরীরে বাপ্তাইজিত হইয়াছি, এবং সকলে এক আত্মার পানীয়
১৪ পায়িত হইয়াছি। শরীর এক অঙ্গ নয়, কিন্তু অনেক
১৫ অঙ্গ। চরণ যদি বলে, আমি হস্ত নহি, এই জন্যে শরীরের অংশও নহি, তবে তৎপ্রযুক্ত সে কি শরীরের অংশ
১৬ হইবে না? আর কর্ণ যদি বলে, আমি চক্ষু নহি, এই জন্যে শরীরের অংশও নহি, তবে তৎপ্রযুক্ত কি কর্ণ
১৭ শরীরের অংশ হইবে না? তাবৎ শরীর যদি দর্শনেন্দ্রিয় হয়, তবে শ্রবণেন্দ্রিয় কোথায়? এবং সমস্ত শরীর যদি
১৮ শ্রবণেন্দ্রিয় হয়, তবে ঘ্রাণেন্দ্রিয় কোথায়? কিন্তু এখন ঈশ্বর আপন ইচ্ছানুসারে শরীরের মধ্যে স্ব ২ স্থানে অঙ্গ
১৯ প্রত্যঙ্গ স্থাপন করিয়াছেন। নতুবা সমস্তই যদি কেবল
২০ একাঙ্গ হইত, তবে শরীর কোথায়? কিন্তু এখন অনেক
২১ অঙ্গেতে একটি শরীর হয়। তোমাতে আমার প্রয়োজন নাই, চক্ষু হস্তকে এমন কথা বলিতে পারে না। আর

তোমাতে আমার প্রয়োজন নাই, মস্তক চরণকে এমন
২২ কথা কহিতে পারে না। বরঞ্চ শরীরের মধ্যে যে২ অঙ্গ
দুর্ব্বলরূপে গণিত হয়, সেই সকল অঙ্গই প্রয়োজনীয়।
২৩ এবং আমরা শরীরের মধ্যে যে২ অঙ্গকে কুৎসিত জ্ঞান
করি, সেই সকল অঙ্গকে আরও অধিক শোভাযুক্ত
করি; তাহাতে সেই কুদৃশ্য অঙ্গ অধিক সুদৃশ্য হইয়া
২৪ উঠে। যে২ অঙ্গ নিজে সুদৃশ্য, সেই সকলের ভূষণে
২৫ প্রয়োজন নাই। অতএব শরীরের মধ্যে যেন ভিন্নভাব
না হয়, বরং তাবৎ অঙ্গ যেন ঐক্যভাবে প্রত্যেকে সকলের
হিতার্থে চিন্তা করে, এই নিমিত্তে ঈশ্বর শোভাহীন অঙ্গ-
কে আদর দিয়া সুন্দররূপে সমুদয় শরীর সুগঠিত করি-
২৬ য়াছেন। তাহাতে যদি এক অঙ্গ দুঃখী হয়, তবে তাহার
সহিত তাবৎ অঙ্গই দুঃখী হয়; এবং এক অঙ্গ যদি
আদর প্রাপ্ত হয়, তবে তাহার সহিত সকল অঙ্গ আন-
২৭ ন্দিত হয়। তোমরাই খ্রীষ্টের শরীর, এবং এক২ জন
২৮ তাহার এক২ অঙ্গস্বরূপ হইয়াছ। আর মণ্ডলীতে ঈশ্বর
প্রথমে প্রেরিতগণকে, দ্বিতীয়ে ঈশ্বরীয়বাক্যবাদিগণকে,
তৃতীয়ে উপদেশকগণকে স্থাপন করিয়াছেন; তদ্ভিন্ন আ-
শ্চর্য্য ক্রিয়াসাধক গুণ, এবং আরোগ্য করণের শক্তি,
এবং উপকার করণের শক্তি, এবং লোক শাসন করণের
২৯ শক্তি, এবং নানা ভাষা কহনের শক্তি দিয়াছেন। সকলেই
কি প্রেরিত? সকলে বা কি ঈশ্বরীয়বাক্যবাদী? সকলে
বা কি উপদেশক? কিম্বা সকলেই কি আশ্চর্য্য ক্রিয়া-
৩০ কারী? সকলে বা কি আরোগ্য করণের শক্তিরূপ বর
পাইয়াছে? সকলে বা কি নানা ভাষাবাদী? সকলে বা
৩১ কি ভাষার্থকারক? অতএব তোমরা শ্রেষ্ঠ বর প্রাপ্ত
হইতে চেষ্টা কর; কিন্তু আর এক উত্তম পথ তোমা-
দিগকে দেখাইতেছি।

১৩ অধ্যায়।

১ মনুষ্যদের কিম্বা স্বর্গীয় দূতগণের ভাষাবাদী হইলেও যদি আমার প্রেম না থাকে, তবে আমি কেবল শব্দ-
২ কারক পিত্তল ও নিনাদি ভেরীস্বরূপ হই। আর যদ্যপি ঈশ্বরীয়বাক্যবাদী এবং সর্ব্বপ্রকার নিগূঢ় কথাতে ও সর্ব্বপ্রকার বিদ্যাতে পারদর্শী হই, এবং যাহাতে পর্ব্বত স্থানান্তর করিতে পারি, এমত সম্পূর্ণ বিশ্বাসও যদ্যপি আমার হয়, তথাপি প্রেম না থাকিলে আমি কিছুর
৩ মধ্যে গণ্য নহি। আর যদ্যপি দরিদ্র লোকদিগকে সর্ব্বস্ব দান করি, এবং দগ্ধ হইতে আপন শরীরকে অগ্নিতে সমর্পণ করি, তথাপি প্রেম না থাকিলে আমার কোন ফল নাই।

৪ প্রেম চিরসহিষ্ণু ও হিতদায়ক; প্রেম পরদ্বেষী নয়, প্রেম আত্মশ্লাঘা করে না, এবং অহঙ্কারে স্ফীত হয় না,
৫ এবং কুৎসিত আচরণ করে না, ও আত্মচেষ্টা করে না, ও হঠাৎ ক্রোধ করে না, পরের মন্দ চিন্তাও করে
৬ না; অধর্ম্ম বিষয়ে আমোদ না করিয়া সত্যমতের বি-
৭ ষয়ে অমোদ করে, ও সর্ব্ব বিষয়ে ক্ষমা করে, ও সর্ব্ব বিষয়ে বিশ্বাস করে, ও সর্ব্ব বিষয়ে প্রত্যাশা
৮ করে, ও সর্ব্ব বিষয়ে সহিষ্ণুতা করে। প্রেমের লোপ কখনো হইবে না; যদি ঈশ্বরীয়বাক্যবাদিত্ব থাকে, তবে তাহার লোপ হইবে, এবং যদি নানা ভাষা থাকে, তবে তাহার নিবৃত্তি হইবে; এবং যদি জ্ঞান থাকে,
৯ তবে তাহারও লোপ হইবে। আমাদের জ্ঞান খণ্ডমাত্র,
১০ এবং আমাদের ঈশ্বরীয় বাক্য কথন খণ্ডমাত্র; কিন্তু সিদ্ধি উপস্থিত হইলে সেই খণ্ড সকল থাকিবে না।
১১ যখন বালক ছিলাম, তখন বালকের ন্যায় কহিতাম, ও

বালকের ন্যায় চিন্তা করিতাম, এবং বালকের ন্যায় বি-
চার করিতাম; কিন্তু বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে সে সকল বালকত্ব
১২ ত্যাগ করিলাম। এখন আমরা দর্পণে অস্পষ্ট দেখিতেছি,
কিন্তু তৎকালে সম্মুখাসম্মুখি হইয়া দেখিব; এখন আ-
মার জ্ঞান খণ্ডমাত্র, কিন্তু তৎকালে আমি আপনি যেমন
১৩ পরিচিত, তেমনি পরিচয় পাইব। এখন বিশ্বাস ও প্রত্যাশা
ও প্রেম, এই তিন থাকে, কিন্তু ইহার মধ্যে প্রেমই শ্রেষ্ঠ।

১৪ অধ্যায়।

১ প্রেমের অনুধাবন কর; তথাপি আত্মিক বর, বি-
২ শেষতঃ ঈশ্বরীয় বাক্য কথনের ক্ষমতা চেষ্টা কর। কে-
ননা যে জন পরভাষা কহে, সে মানুষকে না কহিয়া
ঈশ্বরকে কহে; কারণ কেহ তাহা বুঝে না, সে আত্মার
৩ আবেশে নিগূঢ় কথা কহে। কিন্তু যে জন ঈশ্বরীয় বাক্য
কহে, সে মনুষ্যদিগকে নিষ্ঠা ও প্রবোধ ও সান্ত্বনাজনক
৪ কথা কহে। যে জন পরভাষা কহে, সে আপনার নিষ্ঠা
জন্মায়; কিন্তু যে ঈশ্বরীয় বাক্য কহে, সে মণ্ডলীর নিষ্ঠা
৫ জন্মায়। অতএব তোমরা সকলে যেন পরভাষা কহিতে পার,
এ আমার বাঞ্ছা; কিন্তু যেন ঈশ্বরীয় বাক্য কহিতে পার,
ইহাতে আমার অধিক বাঞ্ছা; কেননা যে পরভাষাবক্তা
মণ্ডলীর নিষ্ঠালাভের নিমিত্তে ভাবার্থ বুঝাইয়া না দেয়,
তাহাহইতে ঈশ্বরীয়বাক্যবাদী শ্রেষ্ঠ বটে।

৬ হে ভ্রাতৃগণ, এখন তোমাদের নিকটে গিয়া দর্শনের
কিম্বা জ্ঞানের কথা কিম্বা ঈশ্বরীয় বাক্য কিম্বা শিক্ষা
সম্বলিত কথা না কহিয়া যদি কেবল পরভাষা কহি, তবে
৭ আমাদ্বারা তোমাদের কি লাভ হইবে? আর বাঁশী হউক
কি বীণা হউক, নিষ্প্রাণ বাদ্যযন্ত্র তাল মান না রাখিয়া
যদি বাজে, তবে কিসের বাদ্য ও কিসের গান হইতে-

৮ হে, তাহা কিসেতে জানা যাইবে? আর তূরীর শব্দ যদি অস্পষ্ট হয়, তবে কে যুদ্ধের নিমিত্তে সুসজ্জ হইবে?
৯ তেমনি তোমরা যদি জিহ্বার দ্বারা লোকদের বোধগম্য কথা না বল, তবে কি কহিতেছ, তাহা কিসেতে জানা যাইবে? বরঞ্চ তোমাদের কথা আকাশকে বলার ন্যায়
১০ হইবে। জগতের মধ্যে কি জানি কত প্রকার ভাষা
১১ আছে, এবং কোন ভাষা অর্থরহিত নয়। কিন্তু আমি যদি সেই ভাষার অর্থ বুঝিতে না পারি, তবে যে জন কহে, তাহার কাছে আমি ম্লেচ্ছের ন্যায় হইব, এবং
১২ আমার কাছে সেই বক্তাও ম্লেচ্ছের ন্যায় হইবে। আর তোমরা যদি আত্মার লক্ষণ বিশিষ্ট হইতে চেষ্টা করিয়া থাক, তবে মণ্ডলীর নিষ্ঠাজনক বর প্রচুররূপে পাইতে
১৩ চেষ্টা কর। অতএব যে জন পরভাষা কহে, সে যেন অর্থ
১৪ বুঝাইয়া দিতে সক্ষম হয়, এই প্রার্থনা করুক। যদি পরভাষাতে প্রার্থনা করি, তবে আমার আত্মা প্রার্থনা করে,
১৫ কিন্তু আমার বুদ্ধি নিষ্ফল থাকে। আর কি বলিব? না, আমি আত্মার আবেশে প্রার্থনা করিব, এবং বুদ্ধিতেও প্রার্থনা করিব; আর আত্মার আবেশে গান করিব; এবং
১৬ বুদ্ধিতেও গান করিব। নতুবা তুমি যখন আত্মার আবেশে ধন্যবাদ কর, তখন সামান্য শ্রোতার মত উপস্থিত ব্যক্তি তোমার কথার ভাব বুঝিতে না পারাতে কেমন করিয়া
১৭ তোমার ধন্যবাদে আমেন বলিতে পারে? তুমি সুন্দররূপে ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিতেছ বটে, তথাপি তাহাতে
১৮ পরের নিষ্ঠা হয় না। তোমাদের সর্ব্বাপেক্ষা আমি অধিক পরভাষাবাদী, ইহাতে ঈশ্বরের ধন্যবাদ করি-
১৯ তেছি; কিন্তু মণ্ডলীর মধ্যে পরভাষার দ্বারা দশ সহস্র কথা অপেক্ষা বরঞ্চ বুদ্ধিদ্বারা, অর্থাৎ যাহাতে পরের শিক্ষালাভ হয়, এমন পাঁচটা কথা কহা আমি ভাল বাসি।

২০　হে ভ্রাতৃগণ, তোমরা বিচারে বালকগণের ন্যায় হইও না, বরঞ্চ দুষ্টতাতে শিশুগণের ন্যায় হও, কিন্তু বিচারে
২১ পক্ক হও। শাস্ত্রে লিপি আছে, "পরমেশ্বর কহিতেছেন, "আমি পরকীয় ভাষার এবং বিদেশিদের ওষ্ঠের দ্বারা "এই লোকদের সহিত কথোপকথন করিব, কিন্তু তাহা
২২ "করিলেও তাহারা আমার কথা মানিবে না।" অতএব ঐ যে পরভাষা কহা, তাহা অবিশ্বাসিদের নিমিত্তেই চিহ্নস্বরূপ হয়, কিন্তু বিশ্বাসিদের নিমিত্তে নহে; আর ঈশ্বরীয় বাক্য কহা অবিশ্বাসিদের জন্যে নয়, কিন্তু বি-
২৩ শ্বাসিদের জন্যে। সমুদয় মণ্ডলী একত্র হইলে যদি সকলে নানা ভাষা কহে, তবে তোমরা প্রলাপ দেখিতেছ, ইহা কি উপাগত সামান্য শ্রোতারা কিম্বা অবি-
২৪ শ্বাসি লোকেরা বলিবে না? কিন্তু সকলে যখন ঈশ্বরীয় বাক্য কহে, তৎকালে যদি এক জন অবিশ্বাসী কিম্বা সামান্য শ্রোতা আইসে, তবে সকলের কর্তৃক সে চেতনা
২৫ প্রাপ্ত হয়, ও সকলের কর্তৃক পরীক্ষিত হয়; এই রূপে তাহার মনের গুপ্ত ভাব সকল ব্যক্ত হওয়াতে সে অধোমুখে পড়িয়া ঈশ্বরের ভজনা করিয়া, ঈশ্বর নিতান্ত তোমাদের মধ্যবর্ত্তী, এই কথা স্বীকার করিবে।

২৬　হে ভ্রাতৃগণ, আর কি বলিব? যে সময়ে তোমরা একত্র হও, তৎকালে তোমাদের মধ্যে কাহারো গীত আছে, ও কাহারো উপদেশকথা আছে, ও কাহারো পরভাষা আছে, ও কাহারো প্রকাশিত বাক্য আছে, ও কাহারো অর্থপ্রকাশক কথা আছে; সকলই নিস্তার নি-
২৭ মিত্তে হউক। যদি কেহ পরভাষাতে কহিতে চাহে, তবে দুই তিন জনের অধিক না কহিয়া ক্রমে২ বলিবে,
২৮ আর এক জন তাহার অর্থ বুঝাইয়া দিবে, কিন্তু অর্থপ্রকাশক কেহ যদি বিদ্যমান না থাকে, তবে সেই

প্রকার লোক মণ্ডলীতে নীরব হইয়া থাকুক, কেবল
২৯ আপনার ও ঈশ্বরের উদ্দেশে কথা কহুক। আর দুই
কিম্বা তিন জন ঈশ্বরীয় বাক্য বলুক, অন্যেরা তাহার
৩০ পরীক্ষা করুক। কিন্তু উপবিষ্ট লোকদের মধ্যে আর
কোন ব্যক্তির প্রতি যদি কিছু প্রকাশিত হয়, তবে প্রথম
৩১ ব্যক্তির কথার শেষ হউক। সকলেরই শিক্ষা ও সান্ত্বনা
প্রাপ্তির নিমিত্তে এক২ করিয়া তোমরা সকলেই ঈশ্ব-
৩২ রীয় বাক্য কহিতে পার। ঈশ্বরীয়বাক্যবাদিদের মধ্যে
যাহার যে আত্মার সঞ্চার, সে তাহার বশে আছে।
৩৩ কেননা ঈশ্বর কলহজনক নহেন, কিন্তু শান্তিজনক, ইহা
পবিত্র লোকদের সকল মণ্ডলীতে (দেখা যায়)।
৩৪ আর তোমাদের স্ত্রীলোকেরা মণ্ডলীতে নীরব হইয়া
থাকুক; বক্তৃতা করা তাহাদের নিষিদ্ধ; বরঞ্চ ব্যবস্থা-
তেও যে কথা লিখিত আছে, তদনুসারে বশীভূতা হওয়া
৩৫ তাহাদের উচিত। কিন্তু যদি তাহাদের কিছু জিজ্ঞাস্য
হয়, তবে নিজ২ স্বামিকে ঘরে জিজ্ঞাসা করুক; যে-
হেতুক মণ্ডলীর মধ্যে স্ত্রীলোকদের কথা কহা কুৎসিত।
৩৬ ঈশ্বরের বাক্য কি তোমাদের হইতে নির্গত হইয়াছে?
কিম্বা কেবল তোমাদেরই নিকটে উপস্থিত হইয়াছে?
৩৭ তোমাদের কেহ যদি আপনাকে ঈশ্বরীয় বাক্যবাদী কিম্বা
আত্মাবিষ্ট করিয়া মানে, তবে তোমাদের প্রতি যে কথা
লিখিয়াছি, তাহা যে প্রভুর আজ্ঞা, ইহা স্বীকার করুক।
৩৮ কিন্তু কেহ যদি অজ্ঞান হয়, তবে অজ্ঞান হউক। হে
৩৯ ভ্রাতৃগণ, তোমরা ঈশ্বরীয় বাক্য কহিবার শক্তি চেষ্টা কর,
তথাপি পরভাষা কহিতে কাহাকেও নিষেধ করিও না।
৪০ কিন্তু উপযুক্ত ও সুনিয়মিতরূপে সকল কর্ম্ম কর।

১৫ অধ্যায়।

১ হে ভ্রাতৃগণ, আমি তোমাদের নিকটে যে সুসমাচার প্রচার করিয়াছি, ও যাহা তোমরা গ্রাহ্য করিয়াছ, ও যাহার আশ্রিত আছ, তাহা পুনর্ব্বার তোমাদিগকে জ্ঞাত
২ করিতেছি। তোমাদের বিশ্বাস যদি মিথ্যা না হয়, তবে আমার উপদেশের কথার অবলম্বী থাকিলে সেই সুসমা-
৩ চারদ্বারা তোমাদের পরিত্রাণ হয়। বিশেষতঃ আমি যে২ উপদেশ পাইয়াছি, তদনুসারে তোমাদিগকে প্রধান কথার মধ্যে যাহা শিক্ষা দিয়াছি, তাহা এই। শাস্ত্রানুসারে খ্রীষ্ট আমাদের পাপমোচনের জন্যে প্রাণত্যাগ
৪ করিলেন, এবং কবরে স্থাপিত হইলেন, ও শাস্ত্রানুসারে
৫ তৃতীয় দিবসে পুনরুত্থান করিলেন; এবং অগ্রে কৈফার
৬ কাছে, পরে দ্বাদশ শিষ্যের কাছে দর্শন দিলেন; তাহার পরে পাঁচ শতের অধিক ভ্রাতার নিকটে একেবারে দর্শন দিলেন; তাহাদের মধ্যে কেহ২ মহানিদ্রিত হইয়াছে,
৭ কিন্তু অধিকাংশ অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। তদনন্তর
৮ যাকূবকে, পরে সমস্ত প্রেরিতকে দর্শন দিলেন; সকলের শেষে অকালজাতের ন্যায় যে আমি, আমার নিকটেও
৯ দর্শন দিলেন। প্রেরিতদের মধ্যে আমি অতি ক্ষুদ্র বরং প্রেরিত নাম ধরণের অযোগ্য আছি; কেননা আমি
১০ ঈশ্বরের মণ্ডলীর তাড়নাকারী ছিলাম। কিন্তু যে আছি, ঈশ্বরের অনুগ্রহেতে সেই আছি; এবং আমাতে তাঁহার অনুগ্রহ বৃথা হয় নাই; বরঞ্চ অন্য সকল অপেক্ষা আমি অধিক শ্রম করিয়া আসিতেছি; কিন্তু আমিই করিয়াছি তাহা নয়; আমার সহকারী যে ঈশ্বরের অনুগ্রহ, সেই
১১ করিয়াছে। অতএব আমি কিম্বা তাহারা, যে হউক, আমরা এমত ঘোষণা করি, এবং তোমরা এমত বিশ্বাস করিয়াছ।

১২ খ্রীষ্ট মৃতগণের মধ্যহইতে পুনরুত্থান করিয়াছেন তাঁহার বিষয়ক এমত কথার ঘোষণা যদি হইয়া থাকে, তবে মৃত লোকদের পুনরুত্থান নাই, তোমাদের মধ্যে ১৩ কেহ২ এমন কথা বলে কেন? মৃত লোকদের পুনরুত্থান ১৪ যদি না হয়, তবে খ্রীষ্টেরও পুনরুত্থান হয় নাই; এবং খ্রীষ্টের পুনরুত্থান যদি না হইয়া থাকে, তবে আমাদের ১৫ ঘোষণা বৃথা, এবং তোমাদের বিশ্বাসও বৃথা। বরঞ্চ আমরা ঈশ্বরের মিথ্যাসাক্ষীও হইয়া উঠিলাম; কারণ তিনি খ্রীষ্টকে উত্থাপন করিয়াছেন, এমন সাক্ষ্য আমরা ঈশ্বরের বিষয়ে দিয়াছি, কিন্তু মৃতগণের পুনরুত্থান যদি না হয়, তবে তিনি তাঁহাকে উত্থাপন করেন নাই। ১৬ কেননা মৃত লোকদের উত্থান যদি না হয়, তবে খ্রীষ্টেরও ১৭ উত্থান হয় নাই। এবং খ্রীষ্টের উত্থান যদি না হইয়া থাকে, তবে তোমাদের বিশ্বাস মিথ্যা, এখনও তোমরা ১৮ আপন২ পাপে মগ্ন আছ। এবং যাহারা খ্রীষ্টের আশ্রিত হইয়া মহানিদ্রাগত হইয়াছে, তাহারাও নষ্ট হইয়াছে। ১৯ খ্রীষ্ট যদি কেবল ইহকালে আমাদের প্রত্যাশার ভূমি হন, তবে তাবৎ মনুষ্যদের মধ্যে আমরা দুর্ভাগ্য।

২০ কিন্তু এখন খ্রীষ্ট মহানিদ্রাগত লোকদের প্রথমজাত ফলরূপে মৃতগণের মধ্যহইতে পুনরুত্থান করিয়াছেন। ২১ কেননা যেমন মনুষ্যদ্বারা মৃত্যুর সঞ্চার হইয়াছে, তেমন মনুষ্যদ্বারা মৃত লোকদের পুনরুত্থানের সঞ্চারও হই- ২২ য়াছে। আদমদ্বারা যেমন সকলে মরে, তেমনি খ্রীষ্টদ্বারা ২৩ সকলেই জীবিত হইবে। কিন্তু প্রত্যেক জন আপন২ পালাতে উঠে; প্রথমে প্রথমজাত ফলস্বরূপ খ্রীষ্ট, পরে তাঁহার আগমন সময়ে খ্রীষ্টের লোক সকল। তৎপশ্চাৎ ২৪ পরিণাম হইবে। তখন তিনি তাবৎ শাসন ও কর্তৃত্ব ও পরাক্রম লোপ করিয়া আপন পিতা ঈশ্বরের নিকটে

২৫ রাজ্য সমর্পণ করিবেন। কেননা যাবৎ তিনি সমুদয় শত্রুকে তাঁহার পদতলে দলিত না করিবেন, তাবৎ খ্রী-
২৬ ষ্টকে রাজত্ব করিতে হইবে। শেষশত্রুরূপে মৃত্যুর লোপ
২৭ হইবে। কেননা ঈশ্বর সকলই তাঁহার বশীভূত করিয়া তাঁহার পদতলে রাখিলেন। কিন্তু সকলই তাঁহার বশী-ভূত করিলেন, ইহাতে বশীভূত পদার্থের মধ্যে তিনি গণ্য নহেন, যিনি সকলই তাঁহার বশীভূত করিয়াছেন,
২৮ ইহা স্পষ্ট বোধ হয়। এবং তাঁহাকর্তৃক সকলই তাঁহার বশীকৃত হইলে পর, যিনি তাবৎকে পুত্রের বশে রা-খিলেন, পুত্রও আপনি তাঁহার বশীভূত হইবেন, তাহাতে ঈশ্বর সর্ব্বে সর্ব্বা হইবেন।

২৯ আর যাহারা মৃত লোকদের বিনিময়ে বাপ্তাইজিত হয়, তাহারা কি পাইবে? কোন প্রকারে যদি মৃত লোক-দের পুনরুত্থান না হয়, তবে মৃতদের বিনিময়ে তাহারা
৩০ কেন বাপ্তাইজিত হয়? আর আমরা বা কেন দণ্ডে২
৩১ প্রাণপণ করি? আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টেতে তোমাদের নিমিত্তে আমার যে আনন্দ, তদ্দ্বারা দিব্য করিয়া কহি-
৩২ তেছি, আমি দিনে২ মৃত্যুমুখে আছি। ইফিষ নগরে বন্য পশুদের সহিত যে যুদ্ধ করিয়াছি, তাহা যদি মনুষ্যের মতে করিয়া থাকি, তবে তাহাতে আমার কি লাভ? মৃত লোকদের পুনরুত্থান যদি না হয়, তবে 'আইস, আ-
৩৩ মরা ভোজন পান করি, কেননা কল্য মরিব।' ভ্রান্ত
৩৪ হইও না; কুসংসর্গ সদাচারকে নষ্ট করে। ধর্ম্মের পক্ষে প্রবুদ্ধ হও, পাপাচরণ করিও না; কেননা ঈশ্বরের বি-ষয়ে তোমাদের কাহারো২ কিছুই জ্ঞান নাই; এই যে কথা কহিতেছি, সে তোমাদিগের লজ্জার বিষয়।

৩৫ ইহাতে কেহ জিজ্ঞাসা করিবে, মৃত লোকেরা কি প্রকারে উঠিবে? কি প্রকার দেহ বিশিষ্ট হইয়া নির্গত

৩৬ হইবে? হে অবোধ ব্যক্তি, তুমি যে বীজ বপন কর,
৩৭ তাহা না মরিলে পুনর্জীবিত হয় না। আর যে মূর্ত্তি নির্গত
হইবে, তাহা তুমি বপন কর না, শুষ্ক বীজমাত্র বপন কর,
৩৮ গোমের হউক কি অন্য কোন প্রকার বীজ হউক; কিন্তু
ঈশ্বর তাহাকে যে মূর্ত্তি দিতে চাহেন, তাহাই দিয়া
৩৯ থাকেন। তিনি এক২ বীজকে স্ব২ মূর্ত্তি দেন। অপর
সকল মাংসময় শরীর এক প্রকার নয়; কিন্তু মনুষ্যের
শরীর এক প্রকার, ও পশুর শরীর অন্য প্রকার; এবং
মৎস্যের শরীর এক প্রকার, ও পক্ষির শরীর অন্য
৪০ প্রকার। এবং স্বর্গীয় ও পার্থিব দুই প্রকার দেহ আছে;
কিন্তু স্বর্গীয় দেহের এক প্রকার তেজ, ও পার্থিব দেহের
৪১ অন্য প্রকার তেজ আছে। সূর্য্যের এক প্রকার তেজ,
ও চন্দ্রের আর এক প্রকার তেজ, ও নক্ষত্রগণের অন্য
প্রকার তেজ, বিশেষতঃ নক্ষত্রগণের মধ্যেও তেজের তার-
৪২ তম্য আছে। এই রূপে মৃত লোকদের পুনরুত্থানও হইবে।
যাহা বপন করা যায়, তাহা ক্ষয়ণীয়; যাহা উঠিবে,
৪৩ তাহা অক্ষয়। যাহা বপন করা যায়, তাহা তুচ্ছনীয়;
যাহা উঠিবে, তাহা গৌরবান্বিত। যাহা বপন করা যায়,
৪৪ তাহা দুর্ব্বল; যাহা উঠিবে, তাহা পরাক্রমবিশিষ্ট। যে
দেহকে বপন করা যায়, সে প্রাণির যোগ্য; যে দেহ
উঠিবে, সে আত্মার যোগ্য। প্রাণির যোগ্য এবং আত্মার
৪৫ যোগ্য এই দুই প্রকার দেহ আছে। এই রূপ লিপিও
আছে, যথা, "প্রথম মানুষ আদম্ সজীব প্রাণী হইল।"
কিন্তু শেষ আদম্ (অর্থাৎ খ্রীষ্ট) জীবনদায়ক আত্মা।
৪৬ আত্মার যোগ্য যে দেহ সে প্রথম নয়, কিন্তু প্রাণির
৪৭ যোগ্যই প্রথম; তৎপশ্চাৎ আত্মার যোগ্য দেহ। প্রথম
মানুষ পৃথিবীহইতে জাত হইয়া পার্থিব ছিল, কিন্তু
৪৮ দ্বিতীয় মানুষ স্বর্গহইতে আগত প্রভু আছেন। পার্থিব

ব্যক্তিরা ঐ পার্থিবের তুল্য, এবং স্বর্গীয় ব্যক্তিরা ঐ
৪৯ স্বর্গীয়ের তুল্য। আর আমরা যেমন ঐ পার্থিব ব্যক্তির আকারবিশিষ্ট হইয়াছি, তেমনি এই স্বর্গীয় ব্যক্তিরও আকারবিশিষ্ট হইব।

৫০ হে ভ্রাতৃগণ, তোমাদিগকে যথার্থ বলিতেছি, রক্তমাংস বিশিষ্ট শরীর ঈশ্বররাজ্যের অধিকারী হইতে পারে না;
৫১ এবং অক্ষয়তাতে ক্ষয়ের কোন অধিকার নাই। দেখ, আমি তোমাদের নিকটে এক নিগূঢ় কথা প্রকাশ করি।
৫২ আমরা সকলে মহানিদ্রাগত হইব না, কিন্তু শেষ দিনের তূরী বাজিলে এক বিপল, বরং এক নিমিষের মধ্যে সকলে রূপান্তর হইব; কেননা তূরী বাজিবে, তাহাতে মৃত লোকেরা অক্ষয় হইয়া উত্থান করিবে, এবং আমাদের মধ্যে যাহারা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহারা রূপান্তর
৫৩ হইবে। যেহেতুক এই ক্ষয়ের পাত্রকে অক্ষয়তা পরিহিত, এবং এই মৃত্যুর পাত্রকে অমরতা পরিহিত হইতে হইবে।
৫৪ অতএব এই ক্ষয়ের পাত্র যখন অক্ষয়তা পরিহিত হইবে, এবং এই মৃত্যুর পাত্র যখন অমরতা পরিহিত হইবে, তখন এই যে কথা লিখিত আছে, তাহা প্রত্যক্ষ হইবে;
৫৫ যথা, "জয় মৃত্যুকে গ্রাস করিল। হে মৃত্যো, তোমার "হুল কোথায়? হে পরলোক, তোমার জয় কোথায়?"
৫৬ আর মৃত্যুর হুল পাপ, ও পাপের বল ব্যবস্থা। কিন্তু
৫৭ ধন্য ঈশ্বর, তিনি আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টদ্বারা আমা-
৫৮ দিগকে জয়যুক্ত করেন। অতএব হে আমার প্রিয় ভ্রাতৃগণ, সুস্থির ও নিশ্চল হইয়া প্রভুর কর্ম্মে সর্ব্বদা বহু যত্নবান্ থাক। প্রভুতে তোমাদের পরিশ্রম বৃথা নহে, ইহা জ্ঞাত হও।

---

১৬ অধ্যায়।

১ আর পবিত্র লোকদের নিমিত্তে যে চাঁদা, তাহার বি-
ষয়ে আমি গালাতিয়া দেশস্থ মণ্ডলী সকলকে যে আজ্ঞা
২ দিয়াছি, তদনুসারে তোমরাও কর; অর্থাৎ আমার উপ-
স্থিত হওন সময়ে যেন চাঁদা করিতে না হয়, এই নি-
মিত্তে তোমরা প্রত্যেক জন সপ্তাহের প্রথম দিনে আপ-
নাদের নিকটে কিছু২ রাখিয়া আপন২ সঙ্গতি অনুসারে
৩ অর্থ সঞ্চয় কর। পরে আমি উপস্থিত হইলে তোমরা
যাহাদিগকে বিশ্বাস্য জ্ঞান করিবা, আমি তাহাদিগকে
পত্র দিয়া তাহাদের দ্বারা তোমাদের সেই দান যিরূ-
৪ শালমে পাঠাইয়া দিব। কিম্বা যদি তথায় আমারও গমন
৫ উপযুক্ত হয়, তবে তাহারা আমার সঙ্গে যাইবে। মা-
কিদনিয়া দেশ দিয়া আমার যাত্রা সমাপ্ত হইলেই আমি
তোমাদিগের নিকটে যাইব; কেননা সম্প্রতি মাকিদ-
৬ নিয়া দেশের স্থানে২ ভ্রমণ করিতেছি। পরে তোমাদের
নিকটে পৌঁছিলে কিছু দিন অবস্থিতি করিব, হইতে
পারে শীতকালের শেষ পর্য্যন্ত থাকিব; পরে তোমা-
দের দ্বারা প্রস্থাপিত হইয়া যে স্থান আমার গন্তব্য,
৭ সেই স্থানে যাত্রা করিব। কেননা তোমাদের সহিত
কেবল পথঘটিত সাক্ষাৎ করিতে চাহি না; কিন্তু প্রভু
যদি অনুমতি দেন, তবে তোমাদের সহিত কিছু কাল
৮ বাস করিতে আকাঙ্ক্ষা করিতেছি। তথাপি পঞ্চাশত্তমী
৯ পর্য্যন্ত ইফিষ নগরে থাকিব; যেহেতুক আমার সম্মুখে
কার্য্যসাধক বৃহৎ দ্বার মুক্ত হইয়াছে, এবং অনেক প্রতি-
রোধকারী আছে।

১০ তীমথিয় যদি তোমাদের নিকটে উপস্থিত হয়, তবে
যাহাতে সে তোমাদের মধ্যে নির্ভয়ে থাকে, ইহাতে

মনোযোগ করিবা; কেননা আমি যেমন, তেমনি সেও
১১ প্রভুর কর্ম্মে শ্রম করিতেছে। অতএব কেহ তাহাকে হেয়জ্ঞান না করুক; পরে সে আমার নিকটে যাহাতে আসিতে পারে, তদ্রূপে কুশলে তাহাকে প্রস্থাপন করিবা; আমি ভ্রাতৃগণের সহিত তাহার অপেক্ষাতে আছি।
১২ আর আপল্লো ভ্রাতার বিষয়ে লিখিতেছি, সে যেন ভ্রাতৃগণের সহিত তোমাদের নিকটে গমন করে, ইহার নিমিত্তে তাহাকে বিস্তর বিনতি করিয়াছিলাম, কিন্তু এই ক্ষণে যাইতে কোন প্রকারে তাহার বাঞ্ছা হইল না;
১৩ সুযোগ পাইলে গমন করিবে। তোমরা জাগ্রৎ থাক;
১৪ বিশ্বাসে সুস্থির এবং বীর ও বলবান্ হও। তোমাদের তাবৎ কর্ম্ম প্রেমেতে হউক।

১৫ হে ভ্রাতৃগণ, আমার আর একটি নিবেদন আছে: স্তিফানের পরিজনবর্গ আখায়া দেশের প্রথম ফলস্বরূপ, এবং তাহারা পবিত্র লোকদের পরিচর্য্যার নিমিত্তে আপনাদিগকে নিযুক্ত করিয়াছে, ইহা তোমরা জ্ঞাত আছ।
১৬ অতএব তোমরা এই প্রকার লোকদের, এবং যত লোক কর্ম্মেতে সাহায্য ও পরিশ্রম করে, সেই সকলের বশীভূত
১৭ হও। স্তিফানের ও ফর্তুনাতের ও আখায়িকের আগমনে আমি আহ্লাদিত হইলাম, কেননা তোমাদের হইতে যে
১৮ ত্রুটি ছিল, তাহা তাহারা সম্পূর্ণ করিয়াছে। তাহাদের দ্বারা তোমাদের ও আমার মন আপ্যায়িত হইয়াছে; অতএব তোমরা এই প্রকার লোকদিগকে মান্য করিও।

১৯ তোমাদের প্রতি আশিয়া দেশস্থ মণ্ডলীদিগের নমস্কার এবং আকিলা ও প্রিস্কিল্লা ও তাহাদের গৃহস্থিত মণ্ডলীর
২০ পুনঃ২ নমস্কার জানিবা। এবং তোমাদের প্রতি সমস্ত ভ্রাতৃগণের নমস্কার জানিবা। তোমরা পবিত্র চুম্বন পূর্ব্বক পরস্পর নমস্কার কর।

২১ আর আমার নিজ নমস্কার আমি পৌল স্বহস্তে
২২ লিখিয়া তোমাদিগকে জানাইতেছি। যদি কেহ প্রভু
যীশু খ্রীষ্টকে প্রেম না করে, তবে সে শাপগ্রস্ত হউক;
২৩ মারাণাথা, (অর্থাৎ প্রভু আসিতেছেন)। আমাদের
প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ তোমাদের সহবর্ত্তী হউক।
২৪ খ্রীষ্ট যীশুর দ্বারা আমার প্রেম তোমাদের সকলের
সহবর্ত্তী হউক। আমেন্।

করিন্থীয় মণ্ডলীর প্রতি পৌল প্রেরিতের দ্বিতীয় পত্র।

---

১ অধ্যায়।

১ করিন্থ নগরে ঈশ্বরের যে মণ্ডলী, এবং সমুদয় আ-
খায়া দেশে যে সকল পবিত্র লোক আছে, তাহাদের
প্রতি ঈশ্বরের ইচ্ছাতে যীশু খ্রীষ্টের প্রেরিত পৌল এবং
২ তীমথিয় ভ্রাতা পত্র লিখিতেছে। আমাদের পিতা ঈশ্বর
এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্টহইতে অনুগ্রহ ও শান্তি তোমাদের
প্রতি বর্ত্তুক।

৩ আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের পিতা ঈশ্বর ধন্য; তিনিই
কৃপাতে পরিপূর্ণ পিতা এবং সর্ব্বসান্ত্বনার আকর ঈশ্বর।
৪ বিশেষতঃ আমরা ঈশ্বরকর্তৃক যে সান্ত্বনা পাইয়া শান্তি-
যুক্ত হই, সেই সান্ত্বনাদ্বারা যেন নানাবিধ ক্লেশে পী-
ড়িত লোকদিগকে সান্ত্বনা করিতে পারি, এই জন্যে তিনি

আমাদের তাবৎ ক্লেশভোগ সময়ে আমাদিগকে সান্ত্বনা
৫ দেন। কেননা যেমন খ্রীষ্ট সম্বন্ধীয় ক্লেশের বাহুল্য,
তেমনি খ্রীষ্টদ্বারা সান্ত্বনারও বাহুল্য আমাদের প্রতি
৬ বর্ত্তে। অতএব আমরা যদি ক্লেশ পাই, তবে তাহা তো-
মাদের সান্ত্বনার ও পরিত্রাণের নিমিত্তে হয়; কেননা
আমাদের প্রতি যে দুঃখ ঘটে, সেই দুঃখ তোমাদের
৭ সহ্য করাতে পরিত্রাণের সাধন হইতেছে। এবং আমরা
যদি সান্ত্বনাপ্রাপ্ত হই, তবে তাহাও তোমাদের সান্ত্বনার
ও পরিত্রাণের নিমিত্তে হয়। ইহাতে তোমাদের বিষয়ে
আমাদের দৃঢ় প্রত্যাশা আছে; কেননা তোমরা যেমন
দুঃখের সহভাগী হইতেছ, তেমনি সান্ত্বনারও সহভাগী
৮ হইবা, ইহা আমরা জানি। হে ভ্রাতৃগণ, আশিয়া দেশে
আমাদের প্রতি যে ক্লেশ ঘটিয়াছে, তাহা তোমাদের
অজ্ঞাত হওয়া বিহিত বুঝিলাম না। কেননা তাহার
আত্যন্তিক ভারে আমরা শক্তির অতিরিক্তরূপে ভারগ্রস্ত,
৯ বরঞ্চ প্রাণরক্ষাবিষয়েও আশাহীন ছিলাম, এবং মনে২
আপনাদিগের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা নিশ্চয় করিয়াছিলাম; কারণ
আপনাদের উপরে নির্ভর না দিয়া মৃত লোকদের উত্থা-
পনকারী যে ঈশ্বর, তাঁহার উপরে নির্ভর দিতে স্থির
১০ করিয়াছিলাম। আর তিনিই এমত (ভয়ানক) মৃত্যু-
হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করিয়াছেন, এবং এখনও
উদ্ধার করিতেছেন, আর প্রত্যাশা করি, ইহার পরেও
১১ উদ্ধার করিবেন। ইহাতে অনেকের দ্বারা আমাদের লব্ধ
দানের নিমিত্তে যেন অনেকের মুখ ঈশ্বরের ধন্যবাদ
করে, এই জন্যে তোমরাও প্রার্থনাদ্বারা সাহায্য করিয়া
আমাদের উপকার কর।

১২ আমাদের আহ্লাদের বিষয় কি? কেবল আমাদের
মনের এই সাক্ষ্য, যে আমরা জগজ্জনের মধ্যে বিশেষতঃ

তোমাদের প্রতি সাংসারিক বুদ্ধিতে নয়, কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহেতে নিষ্কপট ও সরল আচরণ করিয়া আসি-
১৩ তেছি। কেননা তোমরা যাহা পাঠ করণদ্বারা জানিতেছ, এবং যাহা মানিতেছ, তাহা বিনা আমরা তোমাদিগকে আর কিছু লিখি না। এবং প্রত্যাশা করি, তোমরা শেষ
১৪ পর্য্যন্ত তাহা মানিবা। বরং সম্প্রতিও এক প্রকার আমাদিগকে মানিতেছ, কেননা আমরা তোমাদের আহ্লাদের বিষয়, এবং তোমরাও তদ্রূপ প্রভু যীশুর দিনে আমাদের আহ্লাদের বিষয়।

১৫ এই রূপ দৃঢ় প্রত্যাশা প্রযুক্ত আমি তোমাদের নিকট দিয়া মাকিদনিয়া দেশে যাইব, পরে মাকিদনিয়া দেশহইতে আর বার তোমাদের নিকট দিয়া গমন করিয়া
১৬ তোমাদের কর্তৃক যিহূদা দেশে প্রস্থাপিত হইব, ইহা ভাবিয়া তোমাদের দ্বিতীয় বরপ্রাপ্তির নিমিত্তে তোমাদের কাছে যাইতে পূর্ব্বে মনে স্থির করিয়াছিলাম।
১৭ এমত মনস্থ করণে কি চাঞ্চল্য প্রকাশ করিয়াছি? আমি মনে যাহা স্থির করি, তাহা শারীরিক ভাবানুসারে আমার নিজ যে হাঁ তাহাই হাঁ বলিয়া, কিম্বা আমার নিজ যে না তাহাই না বলিয়া, কি স্থির করিয়া থাকি? তাহা
১৮ নহে। কিন্তু ঈশ্বর বিশ্বাস্য, কেননা তোমাদের প্রতি
১৯ আমাদের বাক্য অগ্রে হাঁ পরে না হয় নাই। ফলতঃ আমাদের দ্বারা, অর্থাৎ আমার ও সীলের ও তীমথিয়ের দ্বারা তোমাদের নিকটে যাঁহার কথা প্রচারিত হইয়াছে, এমন যে ঈশ্বরের পুত্র যীশু খ্রীষ্ট, তিনি এক বার হাঁ, আর বার না হন নাই, কিন্তু তাঁহাতেই হাঁ
২০ হইয়াছে। যেহেতুক ঈশ্বরের সমস্ত প্রতিজ্ঞা তাঁহাতেই হাঁ এবং তাঁহাতেই আমেন্ (অর্থাৎ সত্য) হইয়াছে; (কি নিমিত্তে?) আমাদের দ্বারা ঈশ্বরের প্রশংসার

২১ নিমিত্তে। সেই ঈশ্বর তোমাদিগকে ও আমাদিগকে খ্রীষ্টে স্থির করিয়াছেন, এবং অভিষিক্ত করিয়াছেন, ২২ এবং তিনিই আমাদিগকে মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন, এবং আমাদের অন্তঃকরণে আত্মারূপ বায়না দিয়া রাখিয়াছেন।
২৩ আমি ঈশ্বরকে সাক্ষী মানিয়া আপনার প্রাণের দিব্য পূর্ব্বক কহিতেছি, তোমাদের প্রতি দয়া করাতে এখন ২৪ পর্য্যন্ত করিন্থ নগরে যাই নাই। তোমাদের বিশ্বাসের উপরে আমরা কর্ত্তৃত্ব করি, তাহা নয়, বরঞ্চ তোমাদের আনন্দের সাহায্য করি; যেহেতুক বিশ্বাসদ্বারা তোমাদের স্থিতি হইতেছে।

২ অধ্যায়।

১ আর আমি পুনর্ব্বার তোমাদিগকে খেদান্বিত করিবার জন্যে তোমাদের নিকটে যাইব না, ইহা মনে স্থির ২ করিয়াছিলাম। কেননা আমি যদি তোমাদের খেদ জন্মাই, তবে যে আমাদ্বারা খেদিত হয়, সে ব্যতিরেকে ৩ আর কাহাহইতে আমার সান্ত্বনা জন্মিবে? আমার আহ্লাদ হইলে তোমাদের সকলের আহ্লাদ হয়, ইহা নিশ্চয় বুঝিলাম; অতএব আমার উপস্থিত হওন সময়ে যাহাদের দ্বারা আমার আনন্দ হওয়া উপযুক্ত, তাহাদের দ্বারা যেন খেদ না জন্মে, এই নিমিত্তে তোমাদিগকে ৪ এমন পত্র লিখিয়াছিলাম। ফলতঃ অনেক মনঃপীড়া ও মর্ম্মবেদনা পাইয়া অনেক অশ্রুপাত পূর্ব্বক লিখিয়াছিলাম, তাহা কিছু তোমাদের খেদ জন্মাইবার নিমিত্তে এমন নয়, কিন্তু তোমাদের প্রতি আমার প্রেমের যে বাহুল্য, তাহা তোমরা যেন জ্ঞাত হও, এই নিমিত্তে।
৫ অতএব যে জন খেদ জন্মাইয়াছে, সে আমারই নয়, কিন্তু এক প্রকার তোমাদের সকলের খেদ জন্মাইয়াছে;

৬ তথাপি আমি ভারি দোষ দিতে চাহি না। সে প্রায় সকলের দ্বারা যে দণ্ড পাইয়াছে, সেই তাহার যথেষ্ট। ৭ অতএব সে যেন শোকসাগরে ডুবিয়া না যায়, এই নিমিত্তে বরং তাহাকে ক্ষমা ও সান্ত্বনা করিলে ভাল করিবা। ৮ এ কারণ বিনতি করি, তোমরা তাহার প্রতি প্রেম স্থির ৯ কর। আর তাবৎ কর্ম্মে তোমরা আজ্ঞাবহ হইতেছ কি না, ইহার প্রমাণ পাইবার নিমিত্তে তোমাদিগকে লি- ১০ খিয়াছিলাম। তোমরা যাহার যে দোষ ক্ষমা কর, সে দোষ আমিও ক্ষমা করি; কেননা আমি যদি কিছু ক্ষমা করিয়া থাকি, তবে খ্রীষ্টের সাক্ষাতে তোমাদের নিমিত্তে ১১ তাহা ক্ষমা করিয়াছি। এবং শয়তানকর্ত্তৃক যেন আমরা বঞ্চিত না হই, এই জন্যে করিয়াছি; কেননা তাহার কল্পনা আমাদের অজ্ঞাতসার নহে।

১২ অপর খ্রীষ্টের সুসমাচারের নিমিত্তে ত্রোয়াতে আই- ১৩ লে পর যদ্যপি আমার সম্মুখে প্রভুর কর্ম্মের দ্বার মুক্ত হইল, তথাপি আমার ভ্রাতা তীতের সাক্ষাৎ না পাওয়াতে আমার মনের কিছুই সুখ হইল না; এই জন্যে তাহাদের নিকটহইতে বিদায় লইয়া মাকিদনিয়া দেশে ১৪ প্রস্থান করিলাম। কিন্তু ধন্য ঈশ্বর, তিনি খ্রীষ্টের দ্বারা আমাদিগকে সর্ব্বদা জয়যুক্ত করেন, এবং আমাদের দ্বারা ১৫ তাঁহার জ্ঞানের সুগন্ধ সর্ব্বত্র প্রকাশ করেন। যেহেতুক ত্রাণের পাত্র কি বিনাশের পাত্র, উভয়ের প্রতি আমরা ১৬ ঈশ্বরের দ্বারা খ্রীষ্টের সৌরভস্বরূপ হইতেছি। একের প্রতি আমরা মৃত্যুজনক মৃত্যুর গন্ধ, অন্যের প্রতি জীবনদায়ক জীবনের গন্ধ হইতেছি; কিন্তু এমন কর্ম্মের ১৭ যোগ্য কে? অনেকের ন্যায় আমরাও ঈশ্বরের বাক্যে ভাঁজ দিই তাহা নয়; কিন্তু নিষ্কপট ভাবে, বরং ঈশ্বরীয় ভাবে ঈশ্বরের সম্মুখে খ্রীষ্টের নামে কথা কহি।

৩ অধ্যায়।

১ আমরা কি পুনর্ব্বার আপনাদের প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিতেছি? তোমাদের প্রতি কিম্বা তোমাদের নিকটহইতে সুখ্যাতিপত্রে কি অন্যদের ন্যায় আমাদেরও
২ প্রয়োজন আছে? তোমরাই আমাদের পত্র; আর আমাদের অন্তঃকরণে লিখিত সেই পত্রকে সমস্ত মনুষ্য
৩ জ্ঞাত হইতেছে ও পাঠ করিতেছে। অতএব যাহার ভার আমাদিগকে সমর্পিত হইয়াছে, খ্রীষ্টের এমত পত্রস্বৰূপ তোমরা আছ, ইহা সকলের কাছে প্রকাশ পাইতেছে। সেই পত্র কালীতে লিখিত এমন নয়, কিন্তু অমর ঈশ্বরের আত্মাতে লিখিত; এবং প্রস্তরে খোদিত তাহাও নয়, কিন্তু মাংসময় হৃৎপত্রে খোদিত হইয়াছে।
৪ খ্রীষ্টদ্বারা ঈশ্বরের প্রতি আমাদের এই প্রকার দৃঢ়
৫ বিশ্বাস আছে। আমরা যে নিজ গুণে কিছু মীমাংসা করিতে পারি, এমন যোগ্য নহি; কিন্তু ঈশ্বরহইতে আ-
৬ মাদের যোগ্যতা। তিনিই আমাদিগকে নূতন নিয়মের পরিচারক হইবার যোগ্য করিয়াছেন। আমরা লিপির পরিচারক নহি, কিন্তু আত্মার; যেহেতুক লিপি মৃত্যু-
৭ জনক, কিন্তু আত্মা জীবনদায়ক। প্রস্তরে খোদিত অক্ষরশ্রেণীর মৃত্যুজনক পরিচর্য্যাপদ যদি এমন তেজোযুক্ত হইল, যে ইস্রায়েল্ লোকেরা মূসার মুখের লোপ্য তেজ প্রযুক্ত তাহার মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে পারিল
৮ না, তবে তদপেক্ষা আত্মার পরিচর্য্যাপদ কি আরো
৯ তেজোযুক্ত হইবে না? কেননা দণ্ডাজ্ঞার পরিচর্য্যাপদ যদি তেজোযুক্ত হইল, তবে পুণ্যের পরিচর্য্যাপদ কি
১০ আরও মহাতেজোযুক্ত হইবে না? বরং এ বিষয়ে ইহার উৎকৃষ্ট তেজের কাছে ঐ পূর্ব্বকার তেজ নিস্তেজ হয়।

১১ যাহার লোপ হইবে, তাহা যদি তেজোবিশিষ্ট হইল, তবে যাহা চিরস্থায়ী, তাহা কি আরও তেজোময় হইবে না? ১২ আমাদের এই প্রকার প্রত্যাশা থাকাতে আমরা ১৩ মহাপ্রগল্‌ভতাবিশিষ্ট হই। ইস্রায়েল লোকেরা যেন সেই লোপ্য তেজের পরিণাম নিরীক্ষণ করিতে না পায়, এই জন্যে মূসা যেমন আপন মুখে ঘোমটা রাখিত, ১৪ আমরা তদ্রূপ করি না। তাহাদের মন অন্ধীকৃত হইল, কেননা সেই পুরাতন নিয়মের গ্রন্থ পাঠ করণ সময়ে অদ্য পর্য্যন্ত সেই ঘোমটা থাকে, দূরীকৃত হয় না; অর্থাৎ খ্রীষ্টদ্বারা তাহার লোপ হইয়াছে, ইহা (তাহারা দেখে ১৫ না)। অদ্যাবধি যখন মূসার ব্যবস্থাগ্রন্থ পাঠ হয়, তখন ১৬ তাহাদের অন্তঃকরণের উপরে ঘোমটা থাকে। কিন্তু যখন তাহারা প্রভুর প্রতি মন ফিরাইবে, তখন সেই ১৭ ঘোমটা দূরীকৃত হইবে। কেননা প্রভু আত্মাই; আর ১৮ প্রভুর আত্মা যে স্থানে, সেই স্থানে মুক্তি। কিন্তু আমরা সকলে অনাবৃত মুখে প্রভুর তেজ দর্পণে নিরীক্ষণ করিতে২ তাঁহার সাদৃশ্যে রূপান্তর হইয়া আত্মস্বরূপ প্রভু হইতে উত্তর২ তেজ প্রাপ্ত হইতেছি।

৪ অধ্যায়।

১ অতএব এই পরিচর্য্যাপদে নিযুক্ত হওয়াতে আমরা ২ প্রাপ্ত অনুগ্রহানুসারে ক্লান্ত হই না; বরঞ্চ লজ্জাকর গুপ্ত ক্রিয়াদি পরিত্যাগ করিয়াছি, এবং কুটিলাচারী না হইয়া ঈশ্বরের বাক্যে ভাঁজ না দিয়া সত্য মত প্রকাশ করণদ্বারা ঈশ্বরের সাক্ষাতে তাবৎ মনুষ্যের মনোগোচরে ৩ আপনাদিগকে সুখ্যাতির পাত্র দেখাইতেছি। তাহাতে যদি আমাদের সুসমাচার কাহারো কাছে আচ্ছাদিত থাকে, তবে বিনাশ পাত্রদেরই কাছে আচ্ছাদিত থাকে।

৪ তাহাদিগেতে দেখা যায়, যে এই জগতের দেব অবিশ্বাসিদের জ্ঞানচক্ষু অন্ধ করিয়াছে, এই জন্যে ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি যে খ্রীষ্ট, তাঁহার তেজোবিশিষ্ট সুসমাচারের ৫ প্রভা তাহাদের প্রতি উদিত হয় না। কেননা আমরা আপনাদের প্রসঙ্গ ঘোষণা করি না, কিন্তু খ্রীষ্ট যীশু যে প্রভু, এবং যীশুর নিমিত্তে আমরা তোমাদের দাস, ইহা ৬ ঘোষণা করিতেছি। আর অন্ধকারের মধ্যহইতে দীপ্তিকে উদয় পাইতে আজ্ঞা দিয়াছিলেন যে ঈশ্বর, তিনি আমাদের অন্তঃকরণের মধ্যে উদয় পাইয়া, যীশু খ্রীষ্টের মুখমণ্ডলে বিরাজমান যে ঈশ্বরের তেজ, তদ্বিষয়ক জ্ঞানের দীপ্তি প্রকাশ করেন।

৭ আর পরাক্রমের গৌরব যেন আমাদের না হইয়া ঈশ্বরের হয়, এই জন্যে আমাদিগকে মৃণ্ময় ভাণ্ডে সেই ৮ নিধি রক্ষা করিতে হয়। আমরা পদে২ ক্লিষ্ট হইতেছি, কিন্তু অবসন্ন হই না; এবং নিরুপায় হইতেছি, কিন্তু ৯ নিরাশ হই না; এবং তাড়িত হইতেছি, কিন্তু অনাথ হই না; এবং নিপাতিত হইতেছি, কিন্তু নষ্ট হই ১০ না। আমাদের দেহে যেন যীশুর জীবন প্রকাশ পায়, এই জন্যে আমরা সর্ব্বদা সেই দেহে প্রভু যীশুর মরণ ১১ বহিয়া বেড়াইতেছি। কেননা আমাদের মর্ত্ত্য শরীরে যেন যীশুর জীবন প্রকাশ পায়, এই নিমিত্তে আমরা জীবৎ হইয়াও যীশুর জন্যে সর্ব্বদা মৃত্যুর হস্তে সমর্পিত ১২ হইতেছি। এই রূপে আমাদিগেতে মৃত্যুর, কিন্তু তোমাদিগেতে জীবনের কর্ম্ম সফল হইতেছে।

১৩ "আমার বিশ্বাস ছিল, এই কারণ কথা কহিয়াছিলাম," এই যে কথা লিখিত আছে, তদনুসারে আমরাও সেই বিশ্বাসজনক আত্মা প্রাপ্ত হওয়াতে আমাদেরও বিশ্বাস ১৪ আছে, এই কারণ কথা কহিতেছি। যিনি প্রভু যীশুকে

উত্থাপন করিয়াছেন, তিনি যীশুদ্বারা আমাদিগকেও উত্থাপন করিয়া তোমাদের সহিত আপনার সাক্ষাতে ১৫ উপস্থিত করিবেন, ইহা আমরা জানি। আর এই সকল তোমাদের নিমিত্তে হইতেছে; অর্থাৎ অনুগ্রহের বাহুল্য যেন বহু লোকের ধন্যবাদদ্বারা ঈশ্বরের মহিমা বাহুল্য- ১৬ রূপে প্রকাশ করে। এই হেতুক আমরা ক্লান্ত হই না, কিন্তু আমাদের বাহ্য পুরুষ যদ্যপি ক্ষয় পায়, তথাপি ১৭ আন্তরিক পুরুষ দিনে২ নূতনীকৃত হইতেছে। এবং আমাদের এই যে ক্ষণমাত্রস্থায়ি লঘুতর ক্লেশ, সে অতিশয় বাহুল্যরূপে আমাদের অনন্তকালস্থায়ি গুরুতর ১৮ বৈভব সাধন করিতেছে; যেহেতুক আমরা প্রত্যক্ষ বস্তু লক্ষ্য না করিয়া অপ্রত্যক্ষ বস্তু লক্ষ্য করিতেছি। যাহা প্রত্যক্ষ তাহা ক্ষণকালস্থায়ি, কিন্তু যাহা অপ্রত্যক্ষ তাহা অনন্তকালস্থায়ি।

৫ অধ্যায়।

১ আর আমরা জানি, আমাদের এই পার্থিব তাম্বুগৃহ পতিত হইলে ঈশ্বরদত্ত এক বাসস্থান আছে, তাহা হস্ত- নির্ম্মিত গৃহ নহে, কিন্তু অনন্তকালস্থায়ী এবং স্বর্গে ২ স্থিত। এ গৃহে থাকিতে২ আমরা সেই স্বর্গীয় বাসাতেও আচ্ছাদিত হওনের আকাঙ্ক্ষী হইয়া কাতরোক্তি করি- ৩ তেছি। কেননা বোধ হয় সেই আচ্ছাদন পাইলে আ- ৪ মরা নগ্ন হইব না। এই বাসাতে থাকিয়া আমরা ভারা- ক্রান্ত হওয়াতে কাতরোক্তি করিতেছি; এই আচ্ছাদন ফেলিয়া দিতে চাহি তাহা নয়, কিন্তু সেই আচ্ছাদনেও আচ্ছাদিত হইতে চাহি; তাহা হইলে মৃত্যুর পাত্র জী- ৫ বনগ্রস্ত হইবে। আর ইহারই নিমিত্তে যিনি আমাদিগকে প্রস্তুত করিয়াছেন, তিনি ঈশ্বর; এবং তিনি বায়না-

৬ রূপে আপনার আত্মাও আমাদিগকে দিয়াছেন। অতএব আমরা সর্ব্বদা সাহসী আছি, আর যাবৎ এই দেহে নিবাস করি, তাবৎ প্রভুহইতে দূরে প্রবাস করি, ইহা ৭ জানি; কেননা আমরা দৃষ্টিপথে চলি না, কিন্তু বিশ্বাস-৮ পথে চলিতেছি। এবং শরীরহইতে দূরে প্রবাসী হইয়া প্রভুর সহিত সহবাস করা উত্তম, ইহা জানিয়া আমরা ৯ সাহসী আছি। আর এই কারণ, প্রবাসে হউক কিম্বা সহবাসে হউক, তাঁহারই তুষ্টিজনক হইতে স্পৃহা করি-১০ তেছি। যেহেতুক দেহবাসের সময়ে প্রত্যেকের কৃত সদসৎ কর্ম্মের ফলাফল প্রাপ্তির নিমিত্তে খ্রীষ্টের বিচারাসনের সম্মুখে আমাদের সকলকে প্রত্যক্ষ হইতে হইবে।

১১ অতএব প্রভুর ভয়ানকতা জানিয়া আমরা মনুষ্যদিগকে লওয়াইতেছি, কিন্তু ঈশ্বরের গোচরে প্রত্যক্ষ আছি; এবং অনুমান করি, তোমাদের মনোগোচরেও প্রত্যক্ষ আছি। ১২ ইহাতে যে পুনর্ব্বার আপনাদের প্রশংসা করিতেছি তাহা নয়, কিন্তু যাহারা অন্তঃকরণ বিনা কেবল মুখে দর্প করে, তাহাদিগকে নিরুত্তর করিবার নিমিত্তে আমাদের বিষয়ে দর্প করণের উপায় তোমাদিগকে জানাইতেছি। ১৩ আমরা যদি হতবুদ্ধি হই, তবে সে ঈশ্বরের নিমিত্তে; এবং যদি সুবুদ্ধি হই, তবে সে তোমাদের নিমিত্তে। ১৪ কেননা আমরা খ্রীষ্টের প্রেমেতে আকর্ষিত হই; কারণ সকলের পরিবর্ত্তে যদি এক জন মরিলেন, তবে সকলেই ১৫ মরিল, ইহা আমাদের স্থিরজ্ঞান হইল। আর তিনি কেন সকলের পরিবর্ত্তে মরিলেন? যাহারা জীবন পায়, তাহারা যেন আর আপনাদের নিমিত্তে জীবন ধারণ না করে, কিন্তু যিনি তাহাদের পরিবর্ত্তে মরিলেন ও কবরহইতে উঠিলেন, তাঁহারই নিমিত্তে যেন জীবন ধারণ ১৬ করে, এই জন্যে। অতএব অদ্যাবধি আমরা শরীরের

সম্বন্ধানুসারে আর কাহাকেও জানি না; যদ্যপি পূর্ব্বে খ্রীষ্টকে শরীরের সম্বন্ধানুসারে জানিয়াছি, তথাপি অদ্যা-
১৭ বধি আর জানিব না। কেহ যদি খ্রীষ্টেতে আছে, তবে নূতন সৃষ্টি হইল; পুরাতন বিষয় লুপ্ত হইল; দেখ,
১৮ সকলি নূতন হইয়া উঠিল। কিন্তু এই সকলের মূল ঈশ্বর; তিনিই যীশু খ্রীষ্টদ্বারা আপনার সঙ্গে আমাদের সম্মিলন করিয়াছেন, এবং সম্মিলনের পরিচর্য্যা-
১৯ পদ আমাদিগকে দিয়াছেন। যেহেতুক খ্রীষ্টেতে থাকিয়া ঈশ্বর আপনার সহিত জগজ্জনের সম্মিলনকারী হইলেন, তাহাদের অপরাধ সকল তাহাদের বলিয়া গণনা করেন না; এবং সেই সম্মিলনের বার্ত্তা আমাদিগকে সমর্পণ
২০ করিলেন। অতএব আমরা খ্রীষ্টের পরিবর্ত্তে দূতের কর্ম্ম করিতেছি; আমাদের দ্বারা ঈশ্বর মনুষ্যদিগকে সাধ্যসাধনা করিতেছেন, আমরা খ্রীষ্টের পরিবর্ত্তে এই বিনতি করিতেছি, তোমরা ঈশ্বরের সহিত সম্মিলিত হও।
২১ কেননা আমরা যেন খ্রীষ্টের দ্বারা ঈশ্বরীয় পুণ্যস্বরূপ হই, এই জন্যে পাপের সহিত যাঁহার পরিচয় ছিল না, তাঁহাকে তিনি আমাদের পরিবর্ত্তে পাপস্বরূপ করিলেন।

৬ অধ্যায়।

১ তাঁহার সহকারী আমরা তোমাদিগকে এই বিনয় করিতেছি, তোমরা ঈশ্বরের অনুগ্রহ পাইয়া তাহা নিষ্ফল
২ হইতে দিও না। তিনি কহিয়াছেন, "আমি অনুগ্রহের "সময়ে তোমার প্রার্থনা শুনিব, এবং পরিত্রাণের দিবসে "তোমার উপকার করিব।" দেখ, এখন অনুগ্রহের সময়;
৩ দেখ, এখন পরিত্রাণের দিবস। এই পরিচর্য্যাপদ যেন কলঙ্কিত না হয়, এই নিমিত্তে আমরা কোন বিষয়ে কোন
৪ বিঘ্ন না জন্মাইয়া সর্ব্ব বিষয়ে ঈশ্বরের পরিচারকরূপে

আপনাদিগকে দেখাইতেছি। (কিসে দেখাইতেছি?)
৫ বহুবিধ সহিষ্ণুতাতে ও ক্লেশে ও দৈন্যে ও বিপদে ও
প্রহারে ও কারাগারে ও উপপ্লবে ও পরিশ্রমে ও জাগরণে
৬ ও খাদ্যাভাবে, এবং নির্ম্মলতাতে ও জ্ঞানে ও চিরসহিষ্ণু-
তাতে ও প্রীতিতে ও পবিত্র আত্মাতে ও অকপট প্রেমে
৭ ও সত্যমতের বাক্যে ও ঈশ্বরের পরাক্রমে, এবং দক্ষিণ
৮ ও বাম হস্তের ধর্ম্মযুদ্ধাস্ত্রেতে, এবং সম্মানের ও অসম্মা-
৯ নের সময়ে, এবং অখ্যাতির ও সুখ্যাতির সময়ে। আমরা
প্রবঞ্চকের ন্যায়, কিন্তু সত্যবাদী; এবং অপরিচিতের
ন্যায়, কিন্তু সুপরিচিত; এবং ম্রিয়মাণের ন্যায়, কিন্তু
১০ দেখ, জীবৎ আছি; এবং দণ্ড প্রাপ্তের ন্যায়, কিন্তু
অবিনষ্ট; এবং খেদান্বিতের ন্যায়, কিন্তু সর্ব্বদা আন-
ন্দিত; এবং দীনহীনের ন্যায়, কিন্তু অনেককে ধনবান
করিতেছি, এবং অকিঞ্চনের ন্যায়, কিন্তু সর্ব্বাধিকারী
১১ আছি। হে করিন্থ মণ্ডলীস্থ সকল, তোমাদের প্রতি
আমাদের মুখ বিস্তারিত হইয়াছে; আমাদের অন্তঃকরণ
১২ বিকসিত হইয়াছে। আমাদের অন্তরে তোমরা সঙ্কুচিত
১৩ নহ; আপনারা সঙ্কুচিতচিত্ত আছ। অতএব আমি তো-
মাদিগকে নিজ বালক জানিয়া কহিতেছি, ইহার পরি-
শোধার্থে তোমাদেরও অন্তঃকরণ বিকসিত হউক।
১৪ তোমরা অবিশ্বাসিদের সহিত এক যোঁয়ালিতে বদ্ধ
হইও না, কেননা ধর্ম্ম এবং অধর্ম্ম, এ উভয়ে কি সম্পর্ক
আছে? অন্ধকারের সহিত দীপ্তির বা কি সহভাগিত্ব
১৫ আছে? এবং বিলীয়ালের সহিত খ্রীষ্টের কি বন্ধুতা?
এবং অবিশ্বাসির সহিত বিশ্বাসি লোকের কি অংশ
১৬ হইতে পারে? এবং ঈশ্বরের মন্দিরেই বা প্রতিমার কি
সম্বন্ধ? কেননা তোমরা অমর ঈশ্বরের মন্দিরস্বরূপ হই-
য়াছ; যেমন ঈশ্বরও কহিয়াছেন, "আমি তাহাদের

"মধ্যে আপন আবাস রাখিয়া তাহাদের মধ্যে গমনা-
"গমন করিব, এবং তাহাদের ঈশ্বর হইব, ও তাহারা
১৭ "আমার লোক হইবে।" আর "পরমেশ্বর কহিতেছেন,
"তোমরা তাহাদের মধ্যহইতে বাহির হইয়া পৃথক্ হও,
১৮ "এবং অপবিত্র বস্তু স্পর্শ করিও না। তাহাতে আমি
"তোমাদিগকে গ্রাহ্য করিব, ও তোমাদের পিতা হইব,
"এবং তোমরা আমার কন্যা পুত্র হইবা, ইহা সর্ব্ব-
১৯ "শক্তিমান পরমেশ্বর কহেন।" অতএব হে প্রিয়বর্গ, এই
প্রকার প্রতিজ্ঞার অধিকারী হওয়াতে আইস, আমরা
শরীরের ও আত্মার তাবৎ মালিন্যহইতে আপনাদিগকে
পরিষ্কার করিয়া ঈশ্বরভক্তিতে ধর্ম্মক্রিয়া সাধন করি।

৭ অধ্যায়।

১ তোমরা আমাদিগকে গ্রাহ্য কর; আমরা কাহারো
২ প্রতি অন্যায় করি নাই, এবং কাহাকেও ভ্রষ্ট করি
৩ নাই, এবং কাহাকেও বঞ্চিত করি নাই। আমি তো-
মাদিগকে দোষী করিবার জন্যে এ কথা কহিতেছি তাহা
নয়; কেননা পূর্ব্বে বলিয়াছি, তোমরা আমাদের এমন
অন্তরঙ্গ যে তোমাদের সহিত প্রাণত্যাগ ও প্রাণধারণ
৪ করিতে প্রস্তুত আছি। তোমাদের বিষয়ে আমার বড়
উৎসাহ হয়, তোমাদের বিষয়ে অনেক শ্লাঘা করিয়া
থাকি; সর্ব্বপ্রকার ক্লেশের মধ্যে আমি সান্ত্বনাতে পরি-
পূর্ণ এবং আনন্দে পরিতৃপ্ত হইতেছি।

৫ আর মাকিদনিয়া দেশে উপস্থিত হইলে পর বাহিরে
বিরোধ ও ভিতরে ভয়, এই রূপে সর্ব্বদিগে ক্লেশ হও-
য়াতে আমাদের শরীর ক্ষণমাত্র বিশ্রাম পাইল না।
৬ কিন্তু অবনত লোকদের সান্ত্বনাকারী যে ঈশ্বর, তিনি
৭ তীতের আগমনদ্বারা আমাদিগকে সান্ত্বনা দিলেন। কেবল

তাহার আগমনদ্বারা নয়, বরঞ্চ তোমাদের হইতে জাত তাহার সান্ত্বনাদ্বারাও (আমাকে সান্ত্বনা দিলেন); কেননা আমার প্রতি তোমাদের যে অনুরাগ ও বিলাপ ও আসক্তি, তীতের নিকটে তাহার সমাচার পাইয়া আমি
৮ আরও আনন্দিত হইলাম। অতএব আমি নিজ পত্রদ্বারা তোমাদিগকে খেদান্বিত করিয়াছি, এই জন্যে অনুতাপ করিতে উদ্যত হইলেও অনুতাপ করি না। ইহার কারণ কি? ঐ পত্র ক্ষণেক কাল পর্য্যন্ত তোমাদিগের খেদ
৯ জন্মাইয়াছে, তাহা দেখিতেছি। ইহাতে তোমরা খেদ করিয়াছ, এ জন্যে আমি আহ্লাদিত হইতেছি তাহা নহে; কিন্তু তোমরা যে খেদ করিয়াছ, তাহা মনঃপরিবর্ত্তনজনক হইল, এই জন্যে আহ্লাদিত হইতেছি; আর তোমরা যে খেদ করিয়াছ, সে ঈশ্বরীয় খেদ, অতএব আমাদের দ্বারা কোন প্রকারে তোমাদের ক্ষতি হয় নাই।
১০ যেহেতুক ঈশ্বরীয় যে খেদ, তাহা পরিত্রাণজনক নিরনুতাপ মনঃপরিবর্ত্তন জন্মায়; কিন্তু সাংসারিক যে খেদ,
১১ তাহা মৃত্যুকে জন্মায়। আর দেখ তোমাদের সেই ঈশ্বরীয় খেদ, কি না সাধন করিয়াছে? যত্ন ও দোষপ্রক্ষালন ও অসন্তোষ ও ভয় ও অনুরাগ ও আসক্তি ও প্রতীকার, এই সকল প্রমাণদ্বারা তোমরা আপনাদিগকে ঐ দুষ্ক্রিয়া-
১২ তে অকলঙ্কিত দেখাইয়াছ। আর আমি তোমাদের প্রতি যাহা লিখিয়াছিলাম, তাহা অপকারকের কিম্বা অপকৃতের জন্যে লিখিয়াছিলাম, এমন নয়; কিন্তু তোমাদের মঙ্গলার্থে আমার যে যত্ন তাহা যেন ঈশ্বরের সাক্ষাতে তোমাদের কাছে প্রকাশ পায়, এই জন্যে (লিখিয়াছি-
১৩ লাম)। অতএব তোমাদের সান্ত্বনার সংবাদ পাইয়া আমরা সান্ত্বনা পাইলাম; আর তোমাদের সকলের দ্বারা তীতের মন আপ্যায়িত হওয়াতে তাহার যে আনন্দ হই-

১৪ য়াছে, তৎপ্রযুক্ত আমি আরও আনন্দিত হইলাম। কেননা তীতের কাছে আমি কখন২ তোমাদের বিষয়ে যে শ্লাঘা করিয়াছিলাম, তাহাতে লজ্জিত হই নাই; কিন্তু তোমাদের প্রতি যেমন তাবৎ বিষয় সত্য কহিয়াছি, তেমনি তীতের সাক্ষাতে আমাদের কৃত সেই শ্লাঘাও
১৫ সত্য হইল। আর তোমরা কি রূপে আজ্ঞাবহ হইয়া ভয় ও কম্প পূর্ব্বক তাহাকে গ্রাহ্য করিয়াছিলা, তাহা স্মরণ করাতে সে তোমাদের প্রতি অত্যন্ত স্নেহ করিতেছে।
১৬ আমি আহ্লাদিত আছি, কেননা তোমাদের সর্ব্ববিষয়ে আমার আশ্বাস জন্মিয়াছে।

৮ অধ্যায়।

১ হে ভ্রাতৃগণ, মাকিদনিয়া দেশস্থ মণ্ডলীগণকে দত্ত যে ঈশ্বরের অনুগ্রহ, তাহা তোমাদিগকে জ্ঞাত করিতেছি।
২ ফলতঃ ক্লেশজন্য মহাপরীক্ষার সময়েও তাহাদের বড় আনন্দ ও ভারি দীনতাহইতে দানশীলতার প্রচুর ফল
৩ জন্মিয়াছে। তাহারা সাধ্য পর্য্যন্ত, বরং আমি প্রমাণ দি, সাধ্যের অতিরিক্ত দানেতে আপনারা প্রবৃত্ত হইয়া,
৪ পবিত্র লোকদের উপকারার্থক তাহাদের দান ও সহ-ভাগিত্বের প্রমাণ গ্রহণ করিতে বড় যত্নেতে আমাদিগকে
৫ বিনয় করিল। আর আমরা যে প্রকার আশঙ্কা করিয়া-ছিলাম, সেই প্রকার না করিয়া, অগ্রে প্রভুর উদ্দেশে, পরে ঈশ্বরের ইচ্ছাক্রমে আমাদের উদ্দেশে আপনাদিগকে
৬ সমর্পণ করিল। তাহাতে তীত যে রূপ আরম্ভ করিয়াছিল, তদ্রূপে যেন তোমাদের মধ্যে সেই দানের সংগ্রহ সাধন
৭ করে, আমরা তাহাকে এই বিনয় করিলাম। অতএব তোমরা বিশ্বাস ও বক্তৃতা ও জ্ঞান ও তাবৎ উদ্‌যোগ ও আমাদের প্রতি প্রেম, এই সকলেতে যেমন অতি

গুণবান আছ, তেমনি এই দাতৃত্বগুণেতেও অতিশয়
৮ গুণবান হও। এ কথা কিছু আজ্ঞারূপে কহিতেছি তাহা
নয়, কিন্তু অন্য লোকদের উদ্‌যোগদ্বারা তোমাদেরও
৯ প্রেমের সরলতা পরীক্ষা করণার্থে। কেননা তোমরা আ-
মাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ জ্ঞাত আছ; তাঁহার
দীনতাদ্বারা যেন তোমরা ধনবান হও, এই জন্যে তিনি
ধনবান হইলেও তোমাদের নিমিত্তে দীনহীন হইলেন।
১০ ইহাতে আমি তোমাদিগকে আপনার বিচার জানাই-
লাম; সেই কর্ম্ম করা তোমাদের উপযুক্ত, যেহেতুক
তোমরা গত বৎসরে আরম্ভ করিয়া তদবধি সেই কর্ম্ম
করিতেছ, কেবল তাহা নহে, তাহাতে উদ্‌যোগীও আছ।
১১ অতএব এখন সেই কর্ম্ম সমাপ্ত কর; আর ইচ্ছুকতাতে
যেমন উদ্‌যোগ ছিল, তদ্রূপ আপন২ সংস্থানানুসারে
১২ কর্ম্মের সাধনও হউক। ইচ্ছা থাকিলে যাহার যাহা আছে,
সে তাহাতেই গ্রাহ্য হইবে; যাহা নাই তাহাতেই যে
১৩ গ্রাহ্য হইবে, এমন নয়। অন্য লোকের বিশ্রাম এবং
তোমাদের ক্লেশ যেন হয়, আমার এমন অভিপ্রায় নহে;
১৪ বরঞ্চ সমতা যেন হয়, অর্থাৎ তোমাদের বর্ত্তমান ধনা-
ধিক্যদ্বারা যেন তাহাদের ধনাভাব দূর হয়, এবং তাহা-
দেরও ধনাধিক্যদ্বারা যেন তোমাদের ধনাভাব দূর হয়,
১৫ এই রূপে যেন সমতা জন্মে। যেমত লিপি আছে, "যে
"জন অধিক সংগ্রহ করিয়াছিল, তাহার অধিক হইল না;
"এবং যে জন অল্প সংগ্রহ করিয়াছিল, তাহার অল্প
"হইল না।"

১৬ আর তোমাদের হিতার্থে তীতের অন্তঃকরণে এই উদ্‌-
১৭ যোগ জন্মাইয়াছেন যে ঈশ্বর, তিনি ধন্য হউন। সে
আমাদের নিবেদন গ্রাহ্য করিল, কেবল তাহা নয়, বরঞ্চ
আপনি উদ্‌যোগী হইয়া স্বেচ্ছাতে তোমাদের নিকটে

১৮ গেল। আর তাহার সহিত যে আর এক ভ্রাতাকে পাঠাইয়াছি, সে সুসমাচারের দ্বারা তাবৎ মণ্ডলীর মধ্যে ১৯ সুখ্যাতিযুক্ত; কেবল তাহা নয়, কিন্তু প্রভুরই গৌরবের ও তোমাদের ইচ্ছুকতার নিমিত্তে সে আমাদের হস্তে সমর্পিত এই দানের সেবাতে আমাদের সঙ্গী হওনার্থে ২০ মণ্ডলীগণকর্ত্তৃক নিযুক্ত হইল। কেননা এই যে মহাদানের সেবা আমাদের কর্ত্তব্য, তদ্বিষয়ে কেহ যাহাতে আমা- ২১ দের প্রতি দোষ না দেয়, এমত চেষ্টা করিতেছি। কারণ কেবল প্রভুর দৃষ্টিতে তাহা নয়, মনুষ্যদের দৃষ্টিতেও ২২ সদাচারী হওয়া আমাদের চিন্তা। আর তাহাদের সহিত আমাদের যে আর এক ভ্রাতাকে পাঠাইয়াছি, তাহাকে অনেক বার অনেক বিষয়ে উদ্‌যোগী দেখিয়াছি, এবং এই ক্ষণে তোমাদের প্রতি তাহার দৃঢ় বিশ্বাস হওয়াতে ২৩ তাহাকে আরও উদ্‌যোগী দেখিতেছি। তীতের বিষয়ে যদি জিজ্ঞাসা হয়, তবে সে আমার সহভাগী এবং তোমাদের মধ্যে আমার সহকারী। এবং আমাদের ভ্রাতৃগণের বি- ষয়ে যদি জিজ্ঞাসা হয়, তবে তাহারা মণ্ডলীগণের দূত ২৪ এবং খ্রীষ্টের প্রতিবিম্বস্বরূপ। অতএব মণ্ডলীসমূহের সাক্ষাতে তোমাদের প্রেম, এবং তোমাদের বিষয়ে আমাদের শ্লাঘার কথা তাহাদের নিকটে সপ্রমাণ কর।

৯ অধ্যায়।

১ পবিত্র লোকদিগের উপকার বিষয়ে তোমাদের নিকটে ২ আমার লেখা অনাবশ্যক; কারণ আমি তোমাদের ইচ্ছুকতা জানি, এবং আখায়া দেশীয় লোকেরা গত বৎসরাবধি প্রস্তুত আছে, এই কথাদ্বারা মাকিদনীয় লোকদিগের নিকটে তোমাদের প্রশংসা করিয়াছি; আর তোমাদের মধ্যে উৎপন্ন যে উদ্‌যোগ, তাহাই প্রায় সকলকে সন্মান

৩ করিয়াছে। তথাপি তোমাদের বিষয়ে আমাদের সেই শ্লাঘা যেন মিথ্যা না হয়, এই জন্যে উক্ত কথানুসারে তোমাদের প্রস্তুত হওনার্থে তোমাদের নিকটে ভ্রাতৃগণকে
৪ পাঠাইলাম। নতুবা কি জানি, মাকিদনীয় কোন২ লোক আমার সহিত আসিয়া যদি তোমাদিগকে প্রস্তুত না দেখে, তবে ঐ দৃঢ় প্রত্যাশাহইতে আমাদের লজ্জা জন্মিবে; কেননা তোমাদের লজ্জা হইবে, তাহা বলিতে চাহি না।
৫ অতএব তোমাদের অঙ্গীকৃত সেই আশীর্ব্বাদের ফল যেন কৃপণতার ফল না হইয়া আশীর্ব্বাদেরই ফলরূপে প্রস্তুত থাকে, এই জন্যে সেই ভ্রাতাদিগকে অগ্রে তোমাদের নিকটে গিয়া তাহা সঞ্চয় করিবার নিমিত্তে বিনতি করিতে আবশ্যক বুঝিলাম।

৬ আরও বলি, যে ক্ষুদ্র আশয়ে বীজ বপন করে, সে ক্ষুদ্র পরিমাণে শস্য কাটিবে: এবং যে আশীর্ব্বাদপূর্ব্বক বীজ বপন করে, সে আশীর্ব্বাদযুক্ত শস্য কাটিবে।
৭ প্রত্যেক জন আপন২ মনের নিরূপণানুসারে দান করুক, কাতর হইয়া কিম্বা ভয় করিয়া না দিউক, কেননা ঈশ্বর
৮ হৃষ্টচিত্ত দাতাকে ভাল বাসেন। আর তোমাদিগকে সর্ব্বপ্রকার বরের বাহুল্য দিতে ঈশ্বরের শক্তি আছে; তাহাতে তোমাদের জন্যে সর্ব্বদা সর্ব্ববিষয়ে সকলই কুলাইলে তোমরা সর্ব্বপ্রকার সৎকর্ম্মে বহু ফলবান
৯ হইতে পারিবা। যেমন লিপি আছে, "সে ধন ব্যয় "করে, ও দরিদ্রদিগকে দান করে, ও তাহার ধর্ম্ম নি-
১০ "ত্যস্থায়ী।" যিনি বপনকারিকে বীজ যোগাইয়া দেন, তিনি ভোজনার্থে অন্নও যোগাইয়া দিবেন, এবং তোমাদের বীজ বর্দ্ধিষ্ণু করিবেন, এবং তোমাদের ধর্ম্মফলের
১১ বাহুল্য জন্মাইবেন; তাহা হইলে তাবৎ বিষয়ে ধনাঢ্য তোমাদের সর্ব্ববিধ দানশীলতা প্রযুক্ত আমাদের দ্বারা

১২ ঈশ্বরের ধন্যবাদ হইবে। কেননা তোমাদের এই ধর্ম্ম-কর্ম্মরূপ উপকার কেবল পবিত্র লোকদের ধনাভাব দূর করিতেছে, তাহা নয়; বরং অনেকের দ্বারা ঈশ্বরের
১৩ ধন্যবাদ জন্মাইয়া অতি ফলবানও হইতেছে। এই উপকার দ্বারা তোমাদের বিষয়ে প্রমাণ পাওয়াতে অনেকে তোমাদের খ্রীষ্টবিষয়ক সুসমাচার স্বীকৃত ও তাহার আজ্ঞাবহ হওন প্রযুক্ত, এবং তাহাদের ও অন্য সকলের সহিত সহভাগিত্বমূলক তোমাদের দান শীলতা
১৪ প্রযুক্ত ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিতেছে; এবং তোমাদের প্রতি ঈশ্বরের অনুগ্রহের বাহুল্য দেখিয়া তোমাদিগকে অতিশয় প্রেম করাতে তোমাদের নিমিত্তে প্রার্থনা
১৫ করিতেছে। ঈশ্বরের অনির্ব্বচনীয় দানের নিমিত্তে তাঁ-হার ধন্যবাদ হউক।

১০ অধ্যায়।

১ তোমাদের সাক্ষাতে নম্র, কিন্তু অসাক্ষাতে সাহসী যে আমি পৌল, আমি খ্রীষ্টের মৃদুতা ও কোমলতা প্রযুক্ত
২ তোমাদিগকে বিনয় করিতেছি। যাহারা আমাদিগকে শরীরাচারী জ্ঞান করে, তাহাদের বিরুদ্ধে আমি যে সাহসেতে প্রগল্‌ভ হইতে স্থির করিয়াছি, উপস্থিত হওন সময়ে যেন তেমন সাহস করিতে না হয়, আমার এই
৩ মাত্র বিনয়। কেননা শরীরবাসী হইলে আমরা শারী-
৪ রিক ভাবে যুদ্ধ করি না। এবং আমাদের যুদ্ধাস্ত্র শারী-রিক নহে, কিন্তু দুর্গাদি ভাঙ্গিয়া ফেলিবার নিমিত্তে
৫ ঈশ্বরের দ্বারা প্রবল হইতেছে; আমরা সকল বিতর্ক এবং ঈশ্বরের তত্ত্বজ্ঞানের প্রতিবন্ধক তাবৎ চিত্তসমুন্নতি ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছি, এবং তাবৎ সঙ্কল্পকে বন্দি করিয়া
৬ খ্রীষ্টের আজ্ঞাবহ করিতেছি। আর তোমাদের আজ্ঞা-

বশ্যতা সিদ্ধ হইলে প্রত্যেক আজ্ঞালঙ্ঘনের সমুচিত দণ্ড দিতে উদ্যত আছি।

৭ যাহা দৃষ্টিগোচরে আছে, তাহার প্রতি এক বার দৃষ্টিপাত কর। কেহ যদি আপনাকে খ্রীষ্টের লোক করিয়া মানে, তবে সে পুনর্ব্বার আপনি বিচার করিয়া বুঝুক, ৮ যেমন সে তেমনি আমরাও খ্রীষ্টের লোক। ইহাতে প্রভু তোমাদের বিনাশের নিমিত্তে নয়, কিন্তু নিষ্ঠার নিমিত্তে যে ক্ষমতা আমাদিগকে দিয়াছেন, তদ্বিষয়ে যদ্যপি আর কিছু শ্লাঘা করি, তথাপি তাহা আমার ৯ লজ্জাজনক হইবে না। আমি পত্রদ্বারা তোমাদিগকে ১০ ভয় দেখাইতেছি, এমন বোধ করিও না। লোকে বলে, তাহার পত্র অতি ভারি ও সতেজ বটে, কিন্তু দৈহিক ১১ প্রত্যক্ষতা তেজোহীন এবং বাক্য হেয়। এমন লোক ইহা মনে করুক, আমরা পত্রদ্বারা অসাক্ষাতে যেমন ১২ কথা কহি, সাক্ষাৎ হইলে তেমনি কার্য্য করিব। যাহারা আপনাদের প্রশংসা আপনারা করে, তাহাদের সহিত আপনাদিগকে গণনা করিতে কি তুলনা দিতে আমরা সাহস করি না; কেননা তাহারা আপনাদিগের তৌলে আপনাদিগকে পরিমাণ করিয়া এবং আপনাদের সহিত আপনাদের তুলনা দিয়া জ্ঞানির মত কর্ম্ম করে না। ১৩ কিন্তু আমরা অমাপিত ভূমিতে শ্লাঘা না করিয়া ঈশ্বর যে রজ্জু দিয়া আমাদের অধিকার নিশ্চয় করিয়াছেন, তদনুসারে শ্লাঘা করিয়া কহিতেছি, আমাদের ভূমি তো- ১৪ মাদের নিকট পর্য্যন্ত যায়। তোমাদের নিকটে যাওয়াতে আমরা আপনাদের সীমা উল্লঙ্ঘন করি তাহা নয়; কেননা তোমাদের নিকটেও আমরা অন্যদের অগ্রে উপস্থিত ১৫ হইয়া খ্রীষ্টের সুসমাচার আনিয়াছি। আমরা অমাপিত ভূমিতে পরের চসা ক্ষেত্রের বিষয়ে শ্লাঘা করি না;

কিন্তু তোমাদের বিশ্বাস বৃদ্ধি পাইলে তোমাদের দ্বারা আমাদের অধিকারান্তঃপাতি ক্ষেত্র অতি বিস্তারিত হইবে,
১৬ তাহাতে আমরা পরের অধিকারে পরের শ্রমদ্বারা প্রস্তুত ক্ষেত্রে শ্লাঘা না করিয়া তোমাদের ওদিগে স্থিত অঞ্চলেও সুসমাচার প্রচার করিতে পাইব, আমাদের এই প্রত্যাশা
১৭ আছে। কিন্তু যে জন শ্লাঘা করে, সে প্রভুতে শ্লাঘা
১৮ করুক। যেহেতুক আপনার প্রশংসা যে করে, সে প্রামাণিক নয়; কিন্তু প্রভু যাহার প্রশংসা করেন, সেই প্রামাণিক।

১১ অধ্যায়।

১ তোমরা যেন আমার অজ্ঞানতার প্রতি কিঞ্চিৎ সহিষ্ণুতা কর, এই আমার বাঞ্ছা; অবশ্য কিঞ্চিৎ সহিষ্ণুতা
২ করিতে হইবে। তোমাদের জন্যে আমি ঈশ্বর বিষয়ক ভাবনাতে ভাবিত হইতেছি, যেহেতুক তোমাদিগকে সতী কন্যার ন্যায় এক বরকে অর্থাৎ খ্রীষ্টকে সমর্পণ করিতে
৩ বাগ্দান করিয়াছি; কিন্তু সর্পের খলতাতে হবা যেমন প্রবঞ্চিতা হইয়াছিল, পাছে তেমনি তোমাদের মন খ্রীষ্টের প্রতি সতীত্বহইতে ভ্রষ্ট হয়, আমার এই ভয় হই-
৪ তেছে। আমরা যাহার কথা ঘোষণা করি নাই, এমত অন্য যীশুর কথা যদি কোন আগন্তুক লোক ঘোষণা করে, কিম্বা তোমাদের অপ্রাপ্ত অন্য কোন আত্মার কিম্বা পূর্ব্বে অলব্ধ অন্য সুসমাচারের প্রাপ্তি যদি হয়, তবে বিলক্ষণ
৫ সহিষ্ণুতা করিবা। আমার বোধ হয়, সর্ব্বপ্রধান প্রেরিত-
৬ গণহইতে আমি কোন অংশে ন্যূন নহি। যদ্যপি বক্তৃতাতে আমার ত্রুটি থাকে, তথাপি জ্ঞানে ত্রুটি নাই; কিন্তু তাবৎ বিষয়ে তোমাদের নিকটে সর্ব্বদা ব্যক্ত
৭ আছি। তোমাদের উন্নতির নিমিত্তে আমি নম্রতা স্বীকার করিয়া তোমাদের নিকটে বিনা বেতনে ঈশ্বরের সুসমা-

চার প্রচার করিয়াছি, ইহাতে কি আমার পাপ হই-
৮ য়াছে? তোমাদের পরিচর্য্যা করণার্থে আমি অন্য মণ্ডলী-
হইতে বেতন গ্রহণ করিয়া তাহাদের ধন অপহরণ করি-
৯ য়াছি। এবং তোমাদের নিকটে উপস্থিত হওন সময়ে
যখন আমার অকুলান হইল, তখন তোমাদের কাহারো
উপরে তাহার ভার দিলাম না; কিন্তু মাকিদনিয়া দেশ-
হইতে ভ্রাতৃগণ আসিয়া আমার অকুলান দূর করিল;
আমাদ্বারা তোমরা কোন বিষয়ে যেন ভারগ্রস্ত না হও,
১০ আমি এমত চেষ্টা করিয়াছি এবং করিব। খ্রীষ্টের সত্যতা
যদি আমাতে থাকে, তবে আখায়া দেশ সমুদয়ে আ-
১১ মার এই শ্লাঘা কেহ রুদ্ধ করিতে পাইবে না। কেন?
আমি কি তোমাদিগকে প্রেম করি না? তাহা ঈশ্বর
১২ জানেন। কিন্তু যে২ লোক ছিদ্রের অনুসন্ধান করে, তা-
হারা যেন ছিদ্র না পায়, এই জন্যে যাহা করিতেছি,
তাহা আরও করিব; তাহাতে তাহারা যে বিষয়ে আত্ম-
১৩ শ্লাঘা করে, সেই বিষয়ে আমাদেরই সমান হইবে। ঐ
ভাক্ত প্রেরিত ও প্রবঞ্চক কর্ম্মকারি সকল খ্রীষ্টের প্রেরিত-
১৪ দের বেশ ধারণ করে। এ কিছু আশ্চর্য্য নয়, কেননা
শয়তান আপনিও দীপ্তিময় দূতের বেশ ধারণ করে।
১৫ অতএব তাহার পরিচারকেরা যে ধর্ম্মপরিচারকদের বেশ-
ধারী হয়, এ বড় আশ্চর্য্য নয়; তাহাদের ক্রিয়ানুসারে
পরিণাম হইবে।

১৬ আমি পুনর্ব্বার কহিতেছি, কেহ আমাকে নির্ব্বোধ
জ্ঞান না করুক; কিন্তু যদি করে, তবে নির্ব্বোধের ন্যায়
আমাকে গ্রহণ করিয়া কিঞ্চিৎ আত্মশ্লাঘা করিতে দিউক।
১৭ এই যে (আত্মশ্লাঘার) কথা কহিতেছি, ইহা কিছু প্রভুর
১৮ আদেশানুসারে নয়, নির্ব্বোধের ন্যায় কহিতেছি। অনেকে
শারীরিক বিষয়ে শ্লাঘা করে, অতএব আমিও করিব।

১৯ তোমরা নিজে বুদ্ধিমান, এ প্রযুক্ত নির্ব্বোধের ব্যবহার
২০ সুন্দর রূপে সহ্য করিতে পার। ফলতঃ যদি কেহ তোমাদিগকে দাস করিয়া রাখে, কিম্বা তোমাদের সম্পত্তি গ্রাস করে, কিম্বা অপহরণ করে, কিম্বা দর্প করে, কিম্বা তোমাদের গালে চপেটাঘাত করে, তবে তোমরা সহিষ্ণুতা
২১ করিয়া থাক। দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত অপমানিত লোকের ন্যায় আমি ইহা কহিতেছি। তথাপি যে কোন বিষয়ে অন্য কেহ সাহসিক হয়, তাহাতে আমি আরও সাহসিক হই; কিন্তু
২২ এই কথা অজ্ঞান লোকের মত কহিতেছি। তাহারা কি ইব্রী লোক? আমিও ইব্রী। এবং তাহারা কি ইস্রায়েলীয়? আমিও ইস্রায়েলীয়। এবং তাহারা কি ইব্রাহীমের
২৩ সন্তান? আমিও ইব্রাহীমের সন্তান। এবং তাহারা কি খ্রীষ্টের পরিচারক? নির্ব্বোধের ন্যায় কহিতেছি, ইহাতেও আমি শ্রেষ্ঠ, ফলতঃ তাহাদের অপেক্ষা আমি বিস্তর পরিশ্রমে ও অসংখ্যক প্রহারে ও অনেক বার কারাবন্ধনে
২৪ ও অনেক বার প্রাণসংশয়ে পড়িয়াছি। পাঁচ বার যিহূদীয়-
২৫ দের হইতে ঊনচল্লিশ প্রহার, এবং তিন বার বেত্রাঘাত, এবং এক বার প্রস্তরাঘাত ভোগ করিয়াছি; এবং তিন বার জাহাজ ডুবিতে ঠেকিলাম; অগাধ জলে এক দিবা-
২৬ রাত্রি ক্ষেপ করিলাম। এই রূপে অনেক বার যাত্রাতে, ও নদীসঙ্কটে, ও দস্যুসঙ্কটে, ও স্বজাতীয়দের সঙ্কটে, ও ভিন্নজাতীয়দের সঙ্কটে, ও নগরসঙ্কটে, ও বনসঙ্কটে ও
২৭ সমুদ্রসঙ্কটে; এবং ভাক্ত ভ্রাতৃগণের সঙ্কটে; এবং পরিশ্রমে ও ক্লেশে ও বার২ জাগরণে ও ক্ষুধাতে ও তৃষ্ণাতে, ও অনেক বার অনাহারে, এবং শীতে ও উলঙ্গতাতে
২৮ দুঃখ পাইয়াছি; এবং নৈমিত্তিক সকল ক্লেশ ভিন্ন প্রতিদিন আকুলিত এবং মণ্ডলীসমূহের চিন্তাতে ভারাক্রান্ত
২৯ হইতেছি। কোন্ ব্যক্তি দুর্ব্বল হইলে আমি দুর্ব্বল না

৩০ হই? এবং কে বিঘ্ন পাইলে আমি উত্তপ্ত না হই? যদি শ্লাঘার কথা আমাকে কহিতে হইল, তবে আপন দুর্ব্বল-
৩১ তার বিষয়ে শ্লাঘা করিব। আর এতদ্বিষয়ে আমি যে মিথ্যাকথা কহি না, তাহা আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের
৩২ পিতা যিনি সদাকাল পরমধন্য, তিনি জানেন। দম্মেষক্ নগরে আরিতা রাজার অধ্যক্ষ প্রহরিদ্বারা নগর বেষ্টন
৩৩ করিয়া আমাকে ধরিতে চেষ্টা করিয়াছিল, তৎকালে আমি একটি ঝুড়িদ্বারা প্রাচীরস্থ কোন গবাক্ষ দিয়া অবরোহিত হইয়া তাহার হস্তহইতে নিস্তার পাইয়াছিলাম।

১২ অধ্যায়।

১ আত্মশ্লাঘা করা আমার মঙ্গল নয় বটে, তথাচ প্রভুর
২ দত্ত দর্শন ও প্রকাশিত বাক্যের বিবরণ বলি। আমি খ্রীষ্টের আশ্রিত এক ব্যক্তিকে জানি, চতুর্দ্দশ বৎসর হইল, সে তৃতীয় স্বর্গে নীত হইয়াছিল; সশরীরে কি নিঃশরীরে নীত হইয়াছিল, তাহা জানি না, ঈশ্বর জা-
৩ নেন। সে স্বর্গারামে নীত হইয়া অনির্ব্বচনীয় ও মানুষের
৪ অকথ্য বাক্য শুনিতে পাইয়াছিল। সশরীরে কি নিঃশরীরে তথায় নীত হইয়াছিল, তাহা আমি জানি না,
৫ ঈশ্বর জানেন। এতাদৃশ ব্যক্তির বিষয়ে শ্লাঘা করিব, নতুবা আমার দুর্ব্বলতা ভিন্ন আর কোন বিষয়ে আত্ম-
৬ শ্লাঘা করিব না; কিন্তু আত্মশ্লাঘা করিতে চাহিলেও সত্য কথা কহন প্রযুক্ত নির্ব্বোধরূপে গণ্য হইব না। কিন্তু লোক আমাকে দেখিয়া কিম্বা আমার বাক্য শুনিয়া যাদৃশ জ্ঞান করে, তদপেক্ষা যেন আমাকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান না
৭ করে, এই নিমিত্তে তদ্বিষয়ে ক্ষান্ত রহিলাম। আর সেই প্রকাশিত বাক্যের উৎকৃষ্টতাতে আমি যেন অনুপযুক্ত দর্প না করি, এই নিমিত্তে এক কণ্টক আমার শরীরে

বিদ্ধ হইল; তাহা দর্প নিবারণার্থে আমাকে প্রহারকারি
৮ শয়তানের দূতস্বরূপ। তাহাহইতে যেন মুক্তি পাই, এই
জন্যে প্রভুর নিকটে তিন বার প্রার্থনা করিয়াছিলাম।
৯ কিন্তু তিনি আমাকে কহিলেন, আমার যে অনুগ্রহ, তা-
হাতে তোমার কুলায়; কেননা দুর্ব্বলতাতে আমার বলের
সিদ্ধি হয়। অতএব খ্রীষ্টের বল যেন আমাতে অবস্থিতি
করে, এই নিমিত্তে বরং নিজ দুর্ব্বলতাতে হৃষ্ট হইয়া
১০ আত্মশ্লাঘা করিব। ফলতঃ খ্রীষ্টের নিমিত্তে দুর্ব্বলতা
ও নিন্দা ও দরিদ্রতা ও বিপক্ষতা ও কষ্ট ইত্যাদি পা-
ইলে সন্তুষ্ট হই; যেহেতুক দুর্ব্বলতার সময়ে আমি বল-
১১ বান হই। এই রূপ কথা কহাতে আমি নির্ব্বোধের ন্যায়
হইলাম; কিন্তু সে তোমাদেরই দোষ, যেহেতুক আমার
প্রশংসা করা তোমাদের উচিত ছিল; কারণ কিছুর মধ্যে
গণ্য না হইলেও আমি সর্ব্বপ্রধান প্রেরিতগণহইতে কোন
১২ অংশে ন্যূন হই নাই। সম্পূর্ণ ধৈর্য্যাবলম্বন এবং নানা
চিহ্ন ও লক্ষণ ও আশ্চর্য্য ক্রিয়া ইত্যাদি প্রেরিতের চিহ্ন
তোমাদের মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে।

১৩ অন্য২ মণ্ডলী অপেক্ষা তোমরা কোন্ অংশে ন্যূন
হইয়াছ? কেবল ইহাতে যে আমি আপনি তোমাদিগের
ভারস্বরূপ হই নাই; আমার এই দোষ ক্ষমা কর।
১৪ দেখ, তৃতীয় বার তোমাদের নিকটে যাইতে প্রস্তুত আছি,
কিন্তু এ বারও তোমাদের ভারস্বরূপ হইব না; কেননা
আমি তোমাদের দ্রব্য চাহি না, তোমাদিগকেই চাহি;
কারণ পিতামাতার জন্যে ধনসঞ্চয় করা সন্তানদের কর্ত্তব্য
১৫ নয়, বরঞ্চ সন্তানদের জন্যে পিতামাতার। আর আমি
তোমাদিগকে অধিক প্রেম করিলেও তোমরা আমাকে
যদ্যপি অল্প প্রেম কর, তথাপি তোমাদের পরিত্রাণের
নিমিত্তে ব্যয় করিতে, বরঞ্চ আত্মব্যয় করিতে প্রস্তুত

১৬ আছি। যাহা হউক, তোমাদিগকে ভারগ্রস্ত না করিয়া আমি কি ধূর্ত্ত হওয়াতে ছলে তোমাদিগকে ধরিয়াছি?
১৭ যাহাদিগকে তোমাদের নিকটে পাঠাইয়াছিলাম, তাহাদের কাহারো দ্বারা কি আপনার জন্যে অর্থলাভ করি-
১৮ য়াছি? আমি তীতকে বিনয় করিয়াছিলাম, এবং তাহার সঙ্গে এক ভ্রাতাকে পাঠাইয়াছিলাম; ভাল, ঐ তীত কি তোমাদের নিকটহইতে কিছু অর্থ লাভ করিয়াছে? আমরা কি এক মতে ও এক পদচিহ্ন দিয়া গমন
১৯ করি নাই? আরও বলি, তোমাদের নিকটে আমরা দোষপ্রক্ষালনের কথা কহিতেছি, তোমাদের কি এমন বোধ হয়? হে প্রিয়বর্গ, ঈশ্বরের সাক্ষাতে খ্রীষ্টের দ্বারা কহিতেছি, তোমাদের নিষ্ঠার নিমিত্তে আমরা সকল কর্ম্ম
২০ করি। কেননা আমি উপস্থিত হইলে পাছে তোমাদিগকে আপনার মনের মত না দেখি, এবং তোমরাও পাছে আমাকে তোমাদের মনের মত না দেখ; ফলতঃ পাছে তোমাদের মধ্যে বাদানুবাদ ও ঈর্ষ্যা ও ক্রোধ ও বিবাদ ও পরাপবাদ ও গ্লানি ও দর্প ও কলহ হয়;
২১ এবং পুনর্ব্বার তোমাদের নিকটে উপস্থিত হইলে পাছে ঈশ্বর আমাকে নত করেন, এবং যাহারা পূর্ব্বে পাপাচারী হইয়া আপনাদের কৃত অশুচি ক্রিয়া ও বেশ্যাগমন ও কামাভিলাষ বিষয়ে অনুতাপ করে নাই, এ প্রকার অনেক লোকের জন্যে পাছে আমাকে শোক করিতে হয়, ইহাতে আমার ভয় জন্মে।

১৩ অধ্যায়।

১ এই তৃতীয় বার আমি তোমাদের নিকটে যাইতেছি। "দুই কিম্বা তিন সাক্ষির প্রমাণদ্বারা সকল বিচার নি-
২ "ষ্পন্ন হইবে।" এক বার কহিয়াছিলাম, এবং অনুপ-

স্থিত হইয়াও বিদ্যমানের ন্যায় পুনর্ব্বার কহিতেছি, এবং যাহারা পূর্ব্বে পাপ করিয়াছে, তাহাদিগকে এবং অন্যান্য সকলকে এখন লিখিতেছি, যদি পুনরায় তো-
৩ মাদের নিকটে যাই, তবে আমি ক্ষমা করিব না। খ্রীষ্ট যে আমাদ্বারা কথা কহেন, তোমরা না ইহার প্রমাণ চেষ্টা করিতেছ? তিনি তোমাদের প্রতি দুর্ব্বল নহেন,
৪ কিন্তু তোমাদের মধ্যে প্রবল আছেন। যদ্যপি তিনি দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত ক্রুশে হত হইলেন, তথাপি ঈশ্বরের শক্তি প্রযুক্ত জীবনবিশিষ্ট আছেন। আর তাঁহার আশ্রিত আমরাও দুর্ব্বল, কিন্তু তোমাদের প্রতি ঈশ্বরের
৫ শক্তি প্রযুক্ত তাঁহার সহিত জীবনবিশিষ্ট হইব। আপনাদের পরীক্ষা কর; তোমরা বিশ্বাসে আছ কি না, ইহার পরীক্ষা আপনারা কর; যীশু খ্রীষ্ট যে তোমাদের মধ্যবর্ত্তী আছেন, আপনাদের বিষয়ে কি ইহা জান
৬ না? তাহা না হইলে তোমরা নিষ্প্রামাণ্য লোক। কিন্তু আমরা নিষ্প্রামাণ্য নহি, ইহা যে জানিতে পারিবা, আ-
৭ মার এমত প্রত্যাশা হইতেছে। তথাপি তোমরা যে কোন দুষ্ক্রিয়া না কর, ইহা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি; কেন? আমরা যেন প্রামাণিকদের মধ্যে গণিত হই এই জন্যে নয়, কিন্তু তোমরা যেন সৎকর্ম্ম কর; তাহা হইলে বরং আমরা নিষ্প্রামাণ্যের ন্যায় হইব।
৮ যেহেতুক সত্য ধর্ম্মের বিপক্ষে আমাদের কোন ক্ষমতা
৯ নাই, কেবল সত্য ধর্ম্মের পক্ষে ক্ষমতা আছে। আমরা দুর্ব্বল হইলেও তোমরা যদি বলবান হও, তবে সে আমাদের আহ্লাদের বিষয়; তোমরা যে সুস্থির হও, এই
১০ আমাদের প্রার্থনা। আর আমি এখন উপস্থিত না হইয়া তোমাদের নিকটে এই সকল কথা লিখিতেছি কেন? উপস্থিত হইলে যেন প্রভুর দত্ত ক্ষমতানুসারে আমাকে

কঠিন শাসন করিতে না হয়; কেননা তিনি উৎপাটনের নিমিত্তে নয়, কিন্তু নিষ্ঠার নিমিত্তে আমাদিগকে
১১ সেই ক্ষমতা দিয়াছেন। অবশেষে বলি, হে ভ্রাতৃগণ, আনন্দিত হও; সুস্থির হও; সান্ত্বনাযুক্ত ও একমনা ও নির্ব্বিরোধ হও; তাহাতে প্রেমের ও শান্তির আকর
১২ ঈশ্বর তোমাদের সঙ্গে থাকিবেন। তোমরা পবিত্র চুম্বন-
১৩ দ্বারা পরস্পর নমস্কার কর। পবিত্র লোক সকল তো-
১৪ মাদিগকে নমস্কার করিতেছে। প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ এবং ঈশ্বরের প্রেম এবং পবিত্র আত্মার সহভাগিত্ব তোমাদের সকলের সহবর্ত্তী হউক। আমেন।

গালাতীয় মণ্ডলীগণের প্রতি পৌল প্রেরিতের পত্র।

---

১ অধ্যায়।

১ মনুষ্যহইতে নয়, মনুষ্যকর্ত্তৃকও নয়, কিন্তু যীশু খ্রীষ্ট এবং মৃতগণের মধ্যহইতে তাঁহার উত্থাপনকারি পিতা
২ ঈশ্বরকর্ত্তৃক প্রেরিত এক জন যে আমি, আমি পৌল এবং আমার সহবর্ত্তি ভ্রাতৃগণ, আমরা গালাতিয়া দেশস্থ
৩ মণ্ডলীগণের প্রতি পত্র লিখিতেছি। পিতা ঈশ্বর এবং আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টহইতে অনুগ্রহ ও শান্তি তো-

৪ যাদের প্রতি বর্ত্তুক। পিতা ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে এই বর্ত্তমান মন্দ সংসার হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করিবার নিমিত্তে যিনি আমাদের পাপের কারণ আপনাকে
৫ দিলেন, সেই যীশুর গৌরব অনন্তকাল পর্য্যন্ত প্রকাশিত হউক। আমেন।

৬ খ্রীষ্টের অনুগ্রহদ্বারা যিনি তোমাদিগকে আহ্বান করিয়াছিলেন, তোমরা যে এত শীঘ্র তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া অন্য সুসমাচারের প্রতি ফিরিয়াছ, ইহাতে আমার আশ্চর্য্য
৭ জ্ঞান হইল। সেই অন্য সুসমাচার সুসমাচার নয়, কিন্তু যাহারা তোমাদিগকে অস্থির করে, এবং খ্রীষ্টের সুসমাচারের বিপর্য্যয় করিতে চাহে, এমন কতক লোক
৮ আছে। কিন্তু তোমাদের নিকটে আমরা যে সুসমাচার প্রচার করিয়াছি, তদ্ভিন্ন অন্য কোন সুসমাচার যে কেহ প্রচার করে, (আমরাই করি, কিম্বা স্বর্গীয় দূত করুক,)
৯ সে শাপগ্রস্ত। এক বার যে রূপ কহিলাম, আর বার তদ্রূপ কহিতেছি; তোমরা যে সুসমাচার গ্রহণ করিয়াছ, তদ্ভিন্ন অন্য কোন সুসমাচার যদি কেহ তোমাদের নিকটে প্রচার করে, তবে সে শাপগ্রস্ত হউক।
১০ আমি এখন কাহার অনুগ্রহ চেষ্টা করি? ঈশ্বরের কি মনুষ্যের? আমি কি মনুষ্যদের তুষ্টিকর হইতে চাহি? যদি এখনও মনুষ্যদের তুষ্টিকর হইতে চাহি, তবে আমি খ্রীষ্টের দাস নহি।

১১ হে ভ্রাতৃগণ, আমি যে সুসমাচার প্রচার করিয়া থাকি, তাহা মনুষ্যের মতানুসারে নয়, ইহা তোমাদিগকে জ্ঞাত
১২ করিতেছি। আমি কোন মনুষ্যহইতে তাহা গ্রহণ করি নাই, এবং শিক্ষিতও হই নাই; কেবল যীশু খ্রীষ্টকর্তৃক
১৩ প্রকাশিত বাক্যদ্বারা তাহা জ্ঞাত হইয়াছি। আর পূর্ব্বে যখন আমি যিহূদিমতাবলম্বী ছিলাম, তখন যে প্রকার

ব্যবহার করিতাম, অর্থাৎ যে প্রকারে ঈশ্বরের মণ্ডলীর প্রতি অতিশয় দৌরাত্ম্য করিয়া তাহার নাশ করিতাম,
১৪ তাহা তোমরা অবশ্য শুনিয়া থাকিবা। পরম্পরাগত পৈতৃক ব্যবহার পালনে অত্যন্ত উদ্‌যোগী হওয়াতে আমার স্বজাতীয় সমবয়স্ক অনেক লোকাপেক্ষা আমি যি-
১৫ হূদি ধর্ম্মে তৎপর ছিলাম। কিন্তু যে ঈশ্বর আমাকে মাতৃগর্ব্ভাবধি পৃথক্ করিয়া আপন অনুগ্রহদ্বারা আহ্বান
১৬ করিয়াছেন, তিনি যখন আমার মধ্যে আপন পুত্রের জ্ঞান উদিত করিয়া অন্যজাতীয় লোকদের কাছে আমাদ্বারা তাঁহার সুসমাচার প্রচার করাইতে সন্তুষ্ট হইলেন, তখন আমি রক্তমাংসের সহিত পরামর্শ করিলাম
১৭ না, এবং পূর্ব্বনিযুক্ত প্রেরিতগণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যিরূশালমে গমন করিলাম না, কিন্তু আরব দেশে যাত্রা করিলাম; পরে তথাহইতে দম্মেশক্ নগরে ফিরিয়া
১৮ আইলাম। অনন্তর তিন বৎসর গত হইলে আমি পিতরের সহিত সাক্ষাৎ করণার্থে যিরূশালমে গিয়া পঞ্চ-
১৯ দশ দিন তাহার সঙ্গে থাকিলাম। কিন্তু প্রভুর ভ্রাতা যাকূব ব্যতিরেকে প্রেরিতগণের মধ্যে আর কাহাকেও
২০ দেখিলাম না। এই যে সকল কথা লিখিতেছি, দেখ,
২১ ঈশ্বর জানেন, ইহার একটি কথাও মিথ্যা নয়। তাহার
২২ পর সুরিয়া ও কিলিকিয়া দেশে গমন করিলাম। কিন্তু তৎকালে আমার সহিত যিহূদা দেশস্থ খ্রীষ্টাশ্রিত মণ্ড-
২৩ লীর লোকদের চাক্ষুষ পরিচয় হয় নাই। পূর্ব্বে আমাদিগকে তাড়নাকারি সেই ব্যক্তি যে ধর্ম্মের উন্মূলন করিত, সম্প্রতি তদ্বিষয়ক সুসমাচার প্রচার করিতেছে,
২৪ কেবল এ কথা তাহারা শুনিয়াছিল। এবং তৎপ্রযুক্ত আমার বিষয়ে ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিত।

---

২ অধ্যায়।

১ অনন্তর চৌদ্দ বৎসর গত হইলে আমি তীতকে সঙ্গে লইয়া বার্ণব্বার সহিত পুনরায় যিরূশালমে গমন করি-
২ লাম। সেই সময়ে ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ প্রযুক্ত গমন করিলাম, এবং পূর্ব্বে কৃত ও পরে কর্ত্তব্য আমার পরিশ্রম যেন বৃথা না হয়, এই নিমিত্তে যে সুসমাচার অন্য জাতীয়দিগের মধ্যে প্রচার করিয়া থাকি. তাহা তথাকার লোকদের নিকটে, বিশেষতঃ যাহারা মান্য, তাহা-
৩ দের নিকটে নিবেদন করিলাম। তাহাতে আমার সঙ্গি তীত যদ্যপি গ্রীক লোক ছিল. তথাপি তাহারও ত্বক্-
৪ ছেদ করিতে হইল না। তাহার কারণ এই যে গুপ্তরূপে মণ্ডলীতে প্রবিষ্ট কএক জন ভাক্ত ভ্রাতা আমাদিগকে দাস করিয়া রাখিবার আশয়ে, খ্রীষ্ট যীশুহইতে প্রাপ্ত আমাদের যে স্বাধীনতা আছে, চরের মত তাহা অনু-
৫ সন্ধান করিতে আসিয়াছিল। অতএব সুসমাচারের সত্য মতে তোমাদের অধিকার যেন থাকে, এই নিমিত্তে আমরা এক দণ্ডমাত্রও তাহাদের অধীনতা স্বীকার করিলাম
৬ না। আর যে কএক মান্য লোক ছিল, তাহারা যে কেহ হউক. ইহাতে আমার কিছু আইসে যায় না, যেহেতুক ঈশ্বর কোন মনুষ্যের মুখাপেক্ষা করেন না; সেই মান্য লোকেরা আমাকে কোন নূতন আজ্ঞা
৭ দিল না; কিন্তু ছিন্নত্বক্ লোকদের মধ্যে যেমন পিতরকে, তেমনি অচ্ছিন্নত্বক্ লোকদের মধ্যে আমাকে সুসমাচার প্রচার করণের ভার দত্ত হইয়াছে, ইহা
৮ দেখিল। যেহেতুক ছিন্নত্বক্ লোকদের কাছে প্রেরিতত্ব-কর্ম্মে যিনি পিতরের সহকারী, তিনি অন্যজাতীয়দের
৯ নিকটে আমারও তদ্রূপ সহকারী হইয়াছেন। অতএব

স্তম্ভরূপে মান্য যে যাকুব ও কৈফা (পিতর) এবং যোহন, ইহারা আমাকে দত্ত যে অনুগ্রহ, তাহা বুঝিয়া আমাকে ও বার্ণব্বাকে সহভাগিত্বসূচক দক্ষিণ হস্ত দিয়া কহিল, তোমরা ভিন্নজাতীয়দের নিকটে যাও, আমরা
১০ ছিন্নত্বক্ লোকদের নিকটে যাই। কেবল দরিদ্রগণকে স্মরণ করা তোমাদের কর্ত্তব্য। আর সেই কর্ম্ম আমি যত্নেতে করিয়া আসিতেছি।

১১ অপর পিতর আন্তিয়খিয়া নগরে আইলে পর দোষী হওয়াতে আমি তাহারি সাক্ষাতে তাহাকে অনুযোগ
১২ করিলাম। কারণ পূর্ব্বে সে ভিন্নজাতীয়দের সহিত আহার করিত, কিন্তু যাকূবের নিকটহইতে কএক জন আগমন করিলে পর ছিন্নত্বক্ লোকদের ভয়ে তাহা আর
১৩ না করিয়া পৃথক্ হইল। তাহাতে অন্য২ যিহূদীয়েরাও তেমনি কাপট্য করিতে লাগিল; এবং তাহাদের কাপট্য
১৪ হেতুক বার্ণব্বাও বিপথগামী হইল। অতএব তাহারা সুসমাচারের সত্য মতানুসারে চলে না, ইহা দেখিয়া আমি সকলের সাক্ষাতে পিতরকে এ কথা কহিলাম, তুমি নিজে যিহূদী হইয়া যদি যিহূদীয় মতের বিরুদ্ধ অন্যজাতীয়দের মত আচরণ কর, তবে অন্যজাতীয় লোকদিগকে কেন যিহূদীয়দের ন্যায় আচরণ করাই-
১৫ তেছ? আমরা জন্মদ্বারা যিহূদী আছি, ভিন্নজাতীয় পাপি
১৬ লোক নহি; কিন্তু ব্যবস্থাপালনদ্বারা মনুষ্য পুণ্যবান্ গণিত হইতে পারে না, কেবল যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাস করণদ্বারা হইতে পারে, ইহা জানিয়া আমরাও ব্যবস্থার কর্ম্মদ্বারা নয়, কেবল খ্রীষ্টে বিশ্বাস করণদ্বারা পুণ্যবান্ গণিত হইবার নিমিত্তে খ্রীষ্ট যীশুতে বিশ্বাসী হইয়াছি। কেননা ব্যবস্থার পালনদ্বারা কোন প্রাণী পুণ্যবান গণিত হইতে
১৭ পারে না। কিন্তু খ্রীষ্টের দ্বারা পুণ্যবান্ গণিত হইতে

চেষ্টা করাতে যদি আমরাই পাপী হইয়া থাকি, তবে কি বলিব? খ্রীষ্ট কি পাপের পরিচারক? তাহা দূরে
১৮ থাকুক। কিন্তু আমি যাহা ভগ্ন করিয়াছি. তাহা যদি পুনর্ব্বার গাঁথি. তবে আপনার দোষ আপনি স্থির করি।
১৯ ঈশ্বরের সম্বন্ধে সজীব হইবার জন্যে আমি ব্যবস্থাদ্বারা
২০ ব্যবস্থার সম্বন্ধে মৃত হইয়াছি। খ্রীষ্টের সহিত ক্রুশে হত হইয়াছি, তথাপি আমার জীবন আছে; কিন্তু সে আর আমার জীবন নয়, বরং আমার অন্তরে খ্রীষ্ট জীবৎ আছেন; এখন শরীর থাকিতে আমার যে জীবন আছে, তাহা আমি ঈশ্বরের পুত্রে বিশ্বাস করিতে২ যাপন করিতেছি, কেননা তিনি আমাকে প্রেম করিয়া আমার
২১ নিমিত্তে প্রাণত্যাগ করিলেন। আমি ঈশ্বরের অনুগ্রহকে বিফল করি না, যেহেতুক ব্যবস্থাদ্বারা যদি পুণ্য হয়, তবে খ্রীষ্ট নিষ্প্রয়োজনে মরিয়াছেন।

৩ অধ্যায়।

১ হে অবোধ গালাতীয় লোকেরা, তোমাদের মধ্যে ক্রুশে হত যীশু খ্রীষ্টের আকৃতি তোমাদের চক্ষুর্গোচরে চিত্রিত ছিল; কে তোমাদিগকে এমন মুগ্ধ করিল, যে সত্য মত গ্রাহ্য
২ কর না? আমি তোমাদিগকে কেবল এক কথা জিজ্ঞাসা করি, তোমরা আত্মাকে কিসে পাইয়াছ? ব্যবস্থানুযায়ি
৩ কর্ম্মদ্বারা, কি বিশ্বাসের বার্ত্তা শ্রবণদ্বারা? তোমরা কি এমন নির্ব্বোধ, যে আত্মাদ্বারা যাহা আরম্ভ করিয়াছ,
৪ তাহা শরীরদ্বারা সমাপ্ত করিতে চাহ? তবে তোমাদের এত দুঃখভোগ কি নিষ্ফল হইবে? তাহা কি কুফল-
৫ জনক হইবে? যিনি তোমাদিগকে আত্মা প্রদান করিয়া তোমাদের মধ্যে আশ্চর্য্য ক্রিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, তিনি কি ব্যবস্থানুযায়ি কর্ম্মদ্বারা তাহা করিয়াছেন? না

৬ বিশ্বাসের বার্ত্তা শ্রবণদ্বারা? দেখ, "ইব্রাহীম ঈশ্বরে বি-
"শ্বাস করাতে ঐ বিশ্বাস তাহার পক্ষে পুণ্যার্থে
৭ "গণিত হইল;" অতএব যাহারা বিশ্বাসাবলম্বী, তাহা-
৮ রাই ইব্রাহীমের সন্তান, ইহা নিশ্চয় জানিও। আর
ভিন্নজাতীয় লোকেরা বিশ্বাসদ্বারা ঈশ্বরকর্তৃক পুণ্যবান
গণিত হইবে, ইহা শাস্ত্র অগ্রে জানিয়া, "তোমাহইতে
"পৃথিবীর তাবৎ জাতি আশীর্ব্বাদপ্রাপ্ত হইবে," এই
বচনদ্বারা পূর্ব্বকালে ইব্রাহীমকে সুসমাচার শুনাইয়া-
৯ ছিল। এ জন্যে বলি, যাহারা বিশ্বাসাবলম্বী, তাহারা
বিশ্বাসকারি ইব্রাহীমের সহিত আশীর্ব্বাদপ্রাপ্ত হয়।
১০ কিন্তু যাহারা ব্যবস্থানুযায়ি কর্ম্মাবলম্বী, তাহারা শাপ-
গ্রস্ত, যেহেতুক লিপি আছে, "যে কেহ এই ব্যবস্থাগ্রন্থে
"লিখিত কথা সকল নিশ্ছিদ্ররূপে পালন না করে, সে
১১ "শাপগ্রস্ত।" আর ব্যবস্থাদ্বারা কোন কেহ ঈশ্বরের
নিকটে পুণ্যবান্ গণিত হইতে পারে না, তাহা সুস্পষ্ট,
১২ কেননা "পুণ্যবান্ ব্যক্তি বিশ্বাসদ্বারাই বাঁচিবে।" কিন্তু
ব্যবস্থা বিশ্বাসমূলক নয়; বরং "যে কেহ তাহার বিধি
১৩ "সকল পালন করে, সেই তাহাদ্বারা বাঁচিবে।" আর
খ্রীষ্ট আমাদের পরিবর্ত্তে আপনি শাপগ্রস্ত হইয়া ব্যব-
স্থার শাপহইতে আমাদিগকে মুক্ত করিয়াছেন; যেমন
লিপি আছে, "যে জন বৃক্ষেতে টাঙ্গান যায় সে শাপ-
১৪ "গ্রস্ত।" তাহাতে ইব্রাহীমের আশীর্ব্বাদ যীশু খ্রীষ্টদ্বারা
ভিন্নজাতীয় লোকদের উপরে বর্ত্তে, এবং বিশ্বাসদ্বারা
১৫ আমরা প্রতিজ্ঞার ফলস্বরূপ আত্মাকে প্রাপ্ত হই। হে
ভ্রাতৃগণ, আমি মানুষের মত কহিতেছি; কোন মানুষ
যে নিয়ম স্থির করিল, তাহার লোপ কি বৃদ্ধি কেহ
১৬ করে না। 'ইব্রাহীম ও তাহার বংশের প্রতি' সকল
প্রতিজ্ঞা উক্ত ছিল; তাহাতে বংশ শব্দে বহুবচন না

দিয়া 'তোমার বংশ' লিখিয়াছে, এবং এই বংশ খ্রীষ্ট।
১৭ অতএব আমি বলি, খ্রীষ্টের পক্ষে ঈশ্বর যে নিয়ম স্থির করিয়াছিলেন, তাহার পর চারি শত ত্রিশ বৎসর গতে স্থাপিত যে ব্যবস্থা, সেই ব্যবস্থা ঐ নিয়মকে নিরর্থক
১৮ করিয়া ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা বিফল করিতে পারে না। কেননা ব্যবস্থাদ্বারা যদি অধিকারপ্রাপ্তি হয়, তবে প্রতিজ্ঞাদ্বারা হয় না; কিন্তু ঈশ্বর প্রতিজ্ঞাদ্বারা বিনামূল্যে ইব্রা-
১৯ হীমকে অধিকার দিয়াছিলেন। তবে ব্যবস্থার অভিপ্রায় কি? তাহা বলি; প্রতিজ্ঞা যে বংশকে দত্ত হইয়াছিল, তাঁহার আগমন পর্য্যন্ত পাপ নিবারণের জন্যে ঐ ব্যবস্থার স্থাপন হইল। আর তাহা দূতগণদ্বারা এক জন মধ্য-
২০ স্থের হস্তে সমর্পিত হইল। একের মধ্যস্থ হয় না, পরন্তু
২১ ঈশ্বর একমাত্র আছেন। তবে ব্যবস্থা কি ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার বিরুদ্ধ? তাহা দূরে থাকুক; কেননা ঐ ব্যবস্থা যদি জীবনদানে সমর্থ হইত, তবে পুণ্যপ্রাপ্তি অবশ্য ব্যবস্থার
২২ দ্বারা হইত। কিন্তু প্রতিজ্ঞার ফল যেন যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাসদ্বারা তাবৎ বিশ্বাসকারিকে দেওয়া যায়, এই জন্যে শাস্ত্র
২৩ সকলকে পাপাধীন গণনা করে। অতএব বিশ্বাসের আগমনের পূর্ব্বে আমরা ব্যবস্থার অধীন হইয়া বিশ্বাসের
২৪ উদয় পর্য্যন্ত রুদ্ধ ছিলাম। এ প্রকারে আমরা যেন বিশ্বাসদ্বারা পুণ্যবান্ গণিত হই, এই নিমিত্তে খ্রীষ্টের নিকটে আমাদিগকে লইয়া যাইতে ঐ ব্যবস্থা শিশুপালক
২৫ দাসের ন্যায় আমাদের উপরে নিযুক্ত ছিল। কিন্তু এখন বিশ্বাস উপস্থিত হওয়াতে আমরা ঐ শিশুপালক দাসের
২৬ আর বশীভূত নহি। খ্রীষ্ট যীশুতে বিশ্বাস করাতে তো-
২৭ মরা সকলেই ঈশ্বরের সন্তান হইয়াছ। তোমরা যত লোক খ্রীষ্টের নামে বাপ্তাইজিত হইয়াছ, সকলে খ্রী-
২৮ ষ্টকে পরিধান করিয়াছ। ইহাতে যিহূদা ও ভিন্নজাতীয়

এবং দাস ও স্বাধীন, এবং স্ত্রী ও পুরুষ লোকের মধ্যে
কোন বিশেষ নাই, কেননা যীশু খ্রীষ্টেতে তোমরা সকলে
২৯ একই। এবং তোমরা যদি খ্রীষ্টের হও, তবে সুতরাং
ইব্রাহীমের বংশ ও সেই প্রতিজ্ঞানুসারে ধনাধিকারী।

৪ অধ্যায়।

১ আমি বলি, ধনাধিকারী যত দিন বালক থাকে, তাবৎ
সর্ব্বস্বের কর্ত্তা হইলেও তাহাতে ও দাসেতে কিছুমাত্র
২ ভেদ নাই; সে পিতার নিরূপিত কাল পর্য্যন্ত পালকদের
৩ ও ধনাধ্যক্ষদের অধীন থাকে। তেমনি আমরাও বাল্য-
কালে দাসের ন্যায় জগতের অক্ষরমালার অধীন ছিলাম।
৪ পরে কাল সম্পূর্ণ হইলে ব্যবস্থার অধীন লোকদিগকে
৫ মুক্ত করণার্থে এবং আমাদিগকে পোষ্যপুত্রত্বপদ দেও-
নার্থে ঈশ্বর আপন পুত্রকে স্ত্রীজাত ও ব্যবস্থার অধীন
করিয়া প্রেরণ করিলেন।

৬ তোমরা ঈশ্বরের পুত্র হইয়াছ, এই নিমিত্তে ঈশ্বর
তোমাদের অন্তঃকরণে আপন পুত্রের আত্মাকে পাঠাইয়া
দিয়াছেন; তিনি ঈশ্বরকে আব্বা অর্থাৎ পিতা বলিয়া
৭ ডাকেন। অতএব তুমি আর দাস না হইয়া পুত্র হই-
য়াছ; এবং পুত্র হওয়াতে খ্রীষ্টদ্বারা ঈশ্বরের ধনাধিকারীও
৮ হইয়াছ। আর পূর্ব্বে তোমরা ঈশ্বরকে না জানিয়া যা-
৯ হারা বাস্তবিক ঈশ্বর নহে, তাহাদের দাসত্বে ছিলা। কিন্তু
এক্ষণে ঈশ্বরের পরিচয় পাইয়াছ, বরং ঈশ্বরকর্তৃক পরি-
চিত হইয়াছ; তবে পুনর্ব্বার ঐ নিষ্ফল ও তুচ্ছ অক্ষর-
মালার প্রতি কেন ফিরিতেছ? আর বার কি দাসত্ব
১০ বাঞ্ছা করিতেছ? তোমরা বিশেষ২ দিন ও মাস ও কাল ও
১১ বৎসর মানিতেছ। তাহাতে তোমাদের নিমিত্তে আমার
কৃত শ্রম পণ্ডশ্রম হইয়া উঠিবে, এই ভয় জন্মে।

১২ হে ভ্রাতৃগণ, তোমাদিগকে বিনয় করিতেছি; আমি যেমন তেমনি তোমরা হও; যেহেতুক তোমরা যেমন আমিও তেমনি হইলাম; তোমরা কিছুতে আমাকে
১৩ দুঃখ দেও নাই। প্রথমে আমি শরীরের দুর্ব্বলতাহেতুক তোমাদের নিকটে সুসমাচার প্রচার করিয়াছিলাম, তাহা
১৪ তোমরা জান। কিন্তু আমার শারীরিক পরীক্ষা দেখিয়াও তোমরা আমাকে হেয়জ্ঞান করিয়া অগ্রাহ্য কর নাই, বরঞ্চ ঈশ্বরের এক দূতের কিম্বা যীশু খ্রীষ্টের ন্যায়
১৫ আমাকে গ্রাহ্য করিয়াছিলা। তৎকালে তোমাদের কেমন উল্লাস ছিল? কেননা তোমাদের বিষয়ে আমি এমত প্রমাণ দিতেছি, যে তোমাদের সাধ্য থাকিলে তোমরা আপন২ চক্ষু উৎপাটন করিয়া আমাকে দিতা।
১৬ এখন সত্য কথা কহাতে আমি কি তোমাদের শত্রু হই-
১৭ লাম? ঐ লোকেরা তোমাদের পক্ষে যে যত্ন প্রকাশ করে তাহা ভাল নহে, কিন্তু তোমরা যেন তাহাদের পক্ষে যত্নবান্ হও, এই জন্যে তোমাদিগকে পৃথক্ করিতে তা-
১৮ হাদের বাঞ্ছা। পরন্তু উত্তম বিষয়ে যত্নের পাত্র সর্ব্বদাই হওয়া ভাল, কেবল তোমাদের নিকটে আমার অবস্থিতি-
১৯ কালে নহে। হে আমার বালকেরা, তোমাদের অন্তরে যাবৎ খ্রীষ্ট মূর্ত্তিমান্ না হন, তাবৎ আমি পুনর্ব্বার
২০ বেদনাতে তোমাদিগকে প্রসব করিতেছি। আমি এখানে তোমাদের নিকটে উপস্থিত হইয়া অন্য স্বরে কথা কহিতে বাঞ্ছা করি, কেননা তোমাদের বিষয়ে ব্যাকুল হইতেছি।
২১ ব্যবস্থার অধীন হইতে বাঞ্ছা করিতেছ যে তোমরা, তো-
২২ মাদিগকে জিজ্ঞাসা করি; সেই ব্যবস্থা তোমরা কি মান না? লিখিত আছে, ইব্রাহীমের দুই পুত্র ছিল, এক দা-
২৩ সীর গর্ব্ভজাত, অন্য পুত্র পত্নীর গর্ব্ভজাত। তাহাদের মধ্যে দাসীর যে পুত্র, সে শারীরিক ধারানুসারে জন্মি-